৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০০

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৭৬১৩৭৮।

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী. ফোন ঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٣ عدد: ١٢، جمادى الثانية ١٤٢١هـ / ستمبر ٢٠٠٠م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) ও এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামীর যৌথ উদ্যোগে নবনির্মিত গাজীপুর ইসলামিক সেন্টার-এর পূর্বপার্শ্বস্থ ছাত্রাবাস।

সংশোধনী ঃ গত জুলাই সংখ্যার প্রচ্ছদ ছিল বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গাংনী, মেহেরপুর। অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -নির্বাহী সম্পাদক।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

❖ শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
❖ দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
❖ তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
❖ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
❖ সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ঃ	৮০০/=
❖ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা ঃ	৮০০/=
❖ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা ঃ	২৫০/=

❖ স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজি ঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফ্‌ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.

Edited by : Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post : Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.

Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MADRASAH. P. O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525. Ph : (0721) 761378.

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজে ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	১২ তম সংখ্যা
জুমাদাঃ ছাঃ - রজব	১৪২১ হিঃ
ভাদ্র ও আশ্বিন	১৪০৭ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র বর্ষসূচী সহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ হাদিয়া ১২ টাকা।
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত ০৯
    -রফীক আহমাদ
  - প্রসঙ্গঃ নিয়ত ১৩
    -গোলাম রহমান
  - আমাদের মুক্তি কোথায়? ১৫
    -ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ
- মনীষী চরিত
  - আযীমুদ্দীন আল-আযহারী ১৭
    - ডঃ ওমর ফারূক
- নবীনদের পাতা
  - মাদকতাঃ সুশীল সমাজ ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার ২১
    -ইমামুদ্দীন
- চিকিৎসা জগৎ ২৬
  - মগৃহপালিত পশুর ওলান প্রদাহ
    -ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী
- দো'আ ২৭
- কবিতা ২৮

০ হ'তে চাই সেই মুসলমান-আবদুল ওয়াকীল ০ আর পারিনা-রাসেল খন্দকার
০ প্রার্থনা -কাযী রামাযান আলী ০ আত-তাহরীক -ডাঃ আবুবকর ছিদ্দীক

- মহিলা পাতা ২৯
  - সুজানাঃ সিয়েরালিওনের এক হতভাগ্য রমণী
    -মেজর নাছিরুদ্দীন আহমাদ
- সোনামণিদের পাতা ৩০
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৩
- মুসলিম জাহান ৩৬
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৮
- মারকায সংবাদ ৩৯
- প্রশ্নোত্তর ৪০
- বর্ষ সূচী ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বিশ্বায়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে সাম্প্রতিক কালের বিশ্বায়ন তত্ত্ব বর্তমান বিশ্বের একটি অতি আলোচিত বিষয়বস্তু। এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হ'ল সারা বিশ্বকে একই মোহনায় জমায়েত করা। আপাত মধুর এই তত্ত্বটি এসেছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বের কাছ থেকে। ইতিপূর্বে গণতন্ত্রের নোসখা পেশ করে তারা যেমন দেশে দেশে দলাদলি সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন করেছে এবং এর মাধ্যমে অন্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিজেদের কব্জায় নিয়েছে, এবারে বিশ্বায়ন তত্ত্ব পেশ করে তাদের উদ্ভাবিত নব নব প্রযুক্তির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে বিশ্বায়ন করার মাধ্যমে ফেলে আসা সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে পুনরায় চালু ও পাকাপোক্ত করতে চলেছে। অবশ্য এর একটা ভাল দিক আছে এই যে, সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার বদলে কিছুটা হ'লেও উদারতাবাদের প্রসার ঘটে। ধর্মান্ধ ও গোষ্ঠীগত অসহিষ্ণুতার বদলে মানুষ একে অপরকে বনু আদম হিসাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়। একে অপরের সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়। এভাবে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি ও তা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলি হ'ল মূলতঃ হাতির বাইরের দাঁতের মত। এই সুন্দর সুন্দর কথামালার আড়ালে লুকিয়ে আছে কুটিলতার ক্রুর হাসি। যার বাস্তব ফল ছোট্ট পৃথিবী নামক এই গ্রহপৃষ্ঠে বসবাসরত শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ধনী দেশ সমূহের কলোনীতে পরিণত হয়েছে আজ গরীব দেশগুলো। উন্নত বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির ও তুলনামূলকভাবে সস্তা পণ্যের বিপরীতে তাদের নিজস্ব পণ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। ফলে তারা এখন বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ প্রভৃতি পুঁজিবাদী বিশ্বের গড়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হ'তে বাধ্য হচ্ছে। এক সময়ের সোনালী আঁশ বাংলাদেশের পাট সম্পদ আজ চাষীর গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। অমনিভাবে হ'তে চলেছে অধুনা সম্ভাবনাময় চিংড়ী ও গার্মেন্টিস শিল্পের ভাগ্যে। এখন আবার নযর পড়েছে আমাদের বিপুল সম্ভাবনাময় তৈল ও গ্যাস মওজূদের দিকে। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও অবাধ বাণিজ্যের ধুয়া তুলে তারা দরিদ্র বিশ্বের কাঁচামাল ও সম্পদ অবাধে লুণ্ঠনের সুযোগ পেয়েছে। অবাধ প্রতিযোগিতায় সবলের কাছে দুর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর তা হ'তে চলেছে আজ তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে।

নব নব প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন ছাড়াও বিশ্বায়নের তৃতীয় কুফল হ'ল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আধুনিক স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে পশ্চিমা নগ্ন ও মারদাঙ্গা সংস্কৃতি। আমাদের দেশের লোকেরা তা ক্ষুধার্তের মত গিলতে শুরু করেছে। ফলে ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি সহ নানাবিধ সমাজ বিরোধী কর্ম আজ নিত্য দিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দুর্নিবার আগ্রাসন, অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির বিজাতীয়করণ আজ আমাদের সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

বিশ্বায়নের বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মিঠাবুলি আওড়ালেও তার নিজ দেশের খবর এই যে, 'সারা পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ অপরাধ হয়, শুধুমাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেই হয় তার অর্ধেক অপরাধ। ১০ মিনিট বিদ্যুৎ না থাকলে লাখ লাখ ধর্ষণ হয়। হয় ছিনতাই ও অপহরণ। রাস্তায় রাস্তায় ছিন্নমূল মানুষের ঢল। ক্ষুধার্ত এসব সর্বহারা বনু আদমের জন্য একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা কিংবা একটু মাথা গোজার ঠাই মার্কিন গণতন্ত্র গত তিন শতাব্দিকালেও নিশ্চিত করতে পারেনি। বর্ণবাদী ধ্যান-ধারণা মার্কিন সমাজে প্রবল প্রতাপে এখনও বিরাজমান। আইন ও বিচার ব্যবস্থা উচ্চবিত্তদের প্রভাব মুক্ত নয়'। চিরন্তন মানবিক নৈতিকতার ন্যূনতম নিরাপত্তাও সেদেশে নেই। নিজ মেয়ের বয়সী ১১ জন মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করেও সেদেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয় না। বরং এতে তার জনপ্রিয়তা নাকি পূর্বের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুভুক্ষ মানবতাকে পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বগ্রাসী থাবা হ'তে রক্ষা করা ও বিশ্বব্যাপী ইহুদী-খৃষ্টান চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের। কিন্তু তারা সোচ্চার হয়নি। ফলে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের এনে জমা করা হ'ল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পুণ্যভূমি জেরুযালেমে। উদ্দেশ্য, তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির উপরে ছড়ি ঘুরানো।

অতঃপর গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বঘোষিত নেতা ও বিশ্বায়ন তত্ত্বের উদ্গাতা এই অপশক্তিগুলি একত্রিত হ'য়ে তাদের সৃষ্ট জারজ রাষ্ট্র ইসরাঈলকে দিয়ে দাঊদ-সুলায়মান, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মে'রাজ ধন্য পবিত্র বায়তুল আক্বছা জামে মসজিদে তারা ১৯৬৯ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে সে আগুনে জেগে ওঠে ঘুমন্ত মুসলিম বিশ্ব। মাত্র এক মাসের মধ্যেই মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বৈঠকে বসেন ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ। ২২ হ'তে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈঠকে গঠিত হয় 'অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিজ' (ওআইসি) বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা। মুসলিম দেশগুলির সাধারণ সমস্যা, অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ছিল এই সংস্থা গঠনের মূল লক্ষ্য। বাদশাহ ফায়ছাল স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ওআইসি গঠিত হ'লে আল-আক্বছা মুক্ত হবে এবং একদিন সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবেন তিনি। কিন্তু ওআইসি-র রূপকার ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল অস্ত্র প্রয়োগ তত্ত্বের উদ্গাতা এই দুঃসাহসী নেতাকে সে স্বপ্ন পূরণ হ'তে দেয়নি ঐ ইহুদী-খৃষ্টান চক্র। ১৯৭৫-এর ২৫শে মার্চ তাঁকে তাঁর প্রাসাদেই হত্যা করা হয় আমেরিকায় পড়ুয়া তাঁরই ভাতিজাকে দিয়ে। এভাবে শেষ করে দেওয়া হয় ওআইসি-র প্রাণপুরুষকে। অতঃপর খুঁড়িয়ে চলা ওআইসি এখন কেবল একটি নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু এটাই কি শেষ কথা?...

বিশ্বায়নের কপট বলয় থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম উম্মাহকে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ফেলে আসা খেলাফতের আদলে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন সময়ের একান্ত দাবী। ওআইসি-কে এখন পূর্ণ ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ১৯৪৯ সালে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো 'ন্যাটো' জোট গঠন করলে ১৯৫৩ সালে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলো তার পাল্টা 'ওয়ারশ' জোট গঠন করে। দু'টি পরস্পর বিরোধী সামরিক জোট থাকায় শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। ফলে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের বদলে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। যা চলে '৯০-এর দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত। 'ওয়ারশ' জোটের কম্যুনিষ্টরাও এখন পুঁজিবাদী ব্লকে ভিড় করেছে। অতএব এখন মুখোমুখি হয়ে গেছে ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দু সহ তাবৎ পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং তাবৎ মুসলিম বিশ্ব।'মৌলবাদ'-এর নামে সকল অমুসলিম শক্তির অভিন্ন টার্গেট হ'ল ইসলাম। ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ। অতএব মুসলিম উম্মাহর একক প্লাটফরম হিসাবে ৫৬ জাতির ওআইসি-কে যতশীঘ্র সম্ভব শক্তিশালী সামরিক জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা আশু যরূরী। এটা সম্ভব হ'লেই তবে সম্ভব হবে চেচনিয়া, সোমালিয়া, পূর্ব তিমূর, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম নিধন যজ্ঞের অবসান হওয়া। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

বর্ষশেষের নিবেদন

আল্লাহর রহমতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক **আত-তাহরীক** তার ৩য় বর্ষ শেষ করল। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে **আত-তাহরীক** পদযাত্রা শুরু করেছিল, বিগত তিন বছরে তা কতটুকু সফল হয়েছে, তার মূল্যায়ন করবেন সুধী পাঠকবৃন্দ। তবে ইতিমধ্যেই যেসব মন্তব্য আমরা পেয়েছি, তার আলোকে এতটুকু বলা চলে যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যপথে এগিয়েছি, লক্ষ্যচ্যুত হইনি। হতাশা নেই, আশান্বিত হয়েছি। যারা ভাবতেন প্রচলিত কোন একটি মাযহাব ও তরীকা ভিন্ন মুসলমান থাকা যায় না, মাযহাবী ফিকহ ব্যতীত ফৎওয়া হয় না, তারা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন যে, এসব ধারণা অলীক প্রচারণা মাত্র। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণই হ'ল প্রকৃত মাযহাব বা চলার পথ। এর বাইরে মুসলমানের জন্য কোন সঠিক পথ নেই। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি কেবল এ পথেই সম্ভব, একথাটি জাতির সম্মুখে পেশ করে **আত-তাহরীক** যে একটি নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা এখন অনেক সুধীজনের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

আত-তাহরীক-এর গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি বর্ষশেষে রইল আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন। কামনা রইল নিষ্কাম দো'আ ও অটুট সহযোগিতার। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করুন- আমীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

জান্নাতের বিবরণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ، يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَهُدُوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا إِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۞

১. অনুবাদঃ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন উদ্যান সমূহে। যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণকংকন ও মণিকাঞ্চন দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোষাক হবে রেশমের' (হজ্জ ২৩)। (কেননা) তারা প্রদর্শিত হয়েছিল সৎ বাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহ্র পথে' (২৪)।[১]

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(ক) ইয়ুদ্খিলু (يُدْخِلُ)ঃ 'প্রবেশ করাবেন'। ছীগা واحد مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব إفعال মাদ্দাহ اَلدُّخُوْلُ। 'প্রবেশ করা'। সেখান থেকে বাবে ইফ'আল-এর মাছদার اَلْإِدْخَالُ। 'প্রবেশ করানো'। এখানে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত পাওয়াটা বান্দার অধিকার নয় বরং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। কেউ জান্নাতে নিজ ইচ্ছায় প্রবেশ করতে পারবে না। বরং আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তাকে সেখানে প্রবেশ করাবেন।

(খ) ইয়ুহাল্লাওনা (يُحَلَّوْنَ)ঃ 'তারা অলংকৃত হবে'। ছীগা جمع مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع বাব تفعيل মাদ্দাহ اَلْحِلْيَةُ। 'অলংকার'। সেখান থেকে বাবে তাফ'ঈলের মাছদার اَلتَّحْلِيَةُ। (حَلَّى يُحَلِّى تَحْلِيَةً)। যা মূলে ছিল تَحْلِيْوًا 'ইয়া' এবং 'ওয়াও' দু'টি حرف علت বা স্বরবর্ণ একত্রিত হওয়ায় এবং প্রথমটি সাকিন ও পরেরটি متحرك বা হরকতযুক্ত হওয়ায় পরের 'ওয়াও' -কে 'ইয়া'-তে পরিবর্তন করা হয়। এক্ষণে শব্দটিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে প্রথম ى -কে বিলুপ্ত করা হয় ও তার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শব্দের শেষে একটি ة বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে মাছদার تَحْلِيَةٌ হয়। অতঃপর مضارع مجهول -এর ছীগাতে এসে মূলের واو প্রকাশিত হয়ে يُحَلِّيُوْوْنَ হয়েছে। যা আসলে يُحَلَّوْنَ ছিল। পড়তে কঠিন হওয়ায় পূর্বে বর্ণিত নিয়মের অধীনে ى -কে ফেলে দেওয়া হয় এবং واو-এর حركت-কে পূর্বের حرف صحيح অর্থাৎ لام -এর উপরে দেওয়া হয়। অতঃপর দু'টি واو ساكن একত্রিত হওয়ায় প্রথম 'ওয়াও'-কে ফেলে দিয়ে يُحَلَّوْنَ করা হয়। এক্ষণে يُحَلَّوْنَ بِحِلْيَةٍ اوحلّى অর্থঃ 'তারা অলংকার বা অলংকার সমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ হবে'।

(গ) হুদূ (هُدُوْا)ঃ 'তারা পথপ্রদর্শিত বা পরিচালিত হয়েছিল'। ছীগা جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ মাদ্দাহ هُدًى অর্থঃ পথ দেখানো। هُدُوْا মূলে هُدِيُوْا ছিল। পূর্বের যেরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের (د) পরে পেশযুক্ত স্বরবর্ণ (ى) পড়তে কষ্ট হওয়ায় 'ইয়া'-এর হরকতকে পূর্ব অক্ষরে দেওয়া হ'ল ও পূর্ব অক্ষরের যের ফেলে দেওয়া হ'ল। এক্ষণে ى এবং واو দুই সাকিন حرف علت একত্রিত হওয়ায় ىْ-কে ফেলে দিলে هُدُوْا হয়ে গেল।

(ঘ) ছিরা-ত্বিল হামীদ (صِرَاطِ الْحَمِيْدِ)ঃ 'প্রশংসিতের পথ' অর্থাৎ প্রশংসিত (আল্লাহ্র) পথ। এখানে صراط -কে مضاف করা হয়েছে الحميد -এর দিকে। 'হামীদ' فَعِيْلٌ -এর ওযনে হয়েছে, যার অর্থ 'প্রশংসিত'। কিন্তু এই প্রশংসিত সত্তা কে? সেকথা সরাসরি উল্লেখ না করে ال Article বা حرف موصول যার অর্থঃ That very দ্বারা

১. উক্ত আয়াত দু'টির আলোকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিশু-কিশোর সংগঠনের 'সোনামণি' নামকরণ করা হয়েছে। -লেখক।

ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ্র দিকে। অতএব 'প্রশংসিতের পথ' অর্থঃ আল্লাহ্র পথ বা ইসলামের পথ। এখানে আল্লাহ্র ৯৯টি গুণবাচক নামের মধ্যে 'হামীদ' (حَمِيْدٌ) নামটি আনার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিনি নিজে প্রশংসিত এবং তাঁর প্রদর্শিত পথও প্রশংসিত ও ত্রুটিমুক্ত। এই পথের অনুসরণেই কেবল বিশ্ব মানবতার কল্যাণ নিহিত। অন্য কোন পথে নয়।

৩. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

অত্র আয়াতে আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল নারী-পুরুষের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে এবং সেখানে তাদের পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের প্রায় প্রতিটি রুকূ ও আয়াতে ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা প্রকাশ্যভাবে জান্নাতীদের সুসংবাদ ও পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে। হাদীছেও এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

পূর্বের সংখ্যায় প্রদত্ত দরসের ন্যায় বর্তমান দরসেও পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের প্রতি অনুরোধ রইল, তাঁরা যেন পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগের সাথে পারলৌকিক জীবনের সুখ-সম্ভোগের স্থূল অর্থে তুলনা না করেন। তাহ'লে অবিশ্বাসী হ'য়ে মৃত্যুবরণের সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'তে পারে। অতএব নিজের সসীম ও ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও আল্লাহ্র অসীম জ্ঞান ও মহান কুদরতের কাছে সব কিছুই সম্ভব- এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আসুন আমরা জান্নাতের বিবরণ শ্রবণ করি।

(১) জান্নাতের অলৌকিকত্বঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি, কোন চক্ষু যা দেখেনি, কোন কর্ণ যা শোনেনি এবং কোন মানুষ যা কখনো কল্পনাও করেনি'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার। (যার অর্থঃ) 'কোন প্রাণীই জানেনা, তার জন্য তার চক্ষু শীতলকারী কত সব আনন্দ-উপকরণ গোপন রাখা হয়েছে' (সাজদাহ ১৭)।[২]

'জান্নাত' (اَلْجَنَّةُ)-এর আভিধানিক অর্থঃ বাগিচা। শারঈ পরিভাষায় এর অর্থঃ সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য আখেরাতে নির্ধারিত চির শান্তিময় বাসস্থান, যা ছায়াদার সবুজ-শ্যামল তরতাজা বৃক্ষ সমূহ দ্বারা সুশোভিত। এর বিপরীত 'নার' (اَلنَّارُ) অর্থ আগুন। শারঈ পরিভাষায়ঃ অবিশ্বাসী ও পাপীদের জন্য আখেরাতে নির্ধারিত চির দুঃখময় বাসস্থান, যা কেবলই অগ্নিগর্ভ'। এর সাতটি স্তরের সর্বনিম্ন হ'ল 'হাভিয়া' ও সর্বোপরি স্তরের নাম হ'ল 'জাহান্নাম'। তবে জাহান্নাম কথাটি সকল স্তরের জন্যই সাধারণভাবে জান্নাতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুল আছে যাকে 'আ'রাফ' বলা হয়। আ'রাফ (الأعراف) 'উরফ'-এর বহুবচন। যার অর্থ 'উঁচু স্থান'। এজন্য মোরগের মাথার ঝুটিকে আরবীতে 'উরফ' (عُرْفٌ) বলা হয়। যেখানে ঐ সকল মুমিন জমা হবে, যাদের নেকী ও বদী সমান। যাদের নিকটে অনেকের যুলুমের বদলা বাকী থাকায় তাদের কাছ থেকে 'কাফফারা' আদায় করার জন্য এখানে আটকিয়ে রাখা হবে। যারা এখানে দাঁড়িয়ে জাহান্নামের কঠিন আযাবের দৃশ্য ও জান্নাতের আনন্দময় দৃশ্য দু'টিই দেখতে থাকবে। কিন্তু কোনটাতেই যাওয়ার হুকুম হবে না। এভাবে ভীতি ও হতাশার দীর্ঘ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। অতঃপর যখন তাদের যুলুমের বদলা প্রদান শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে যাবার অনুমতি দেবেন।[৩]

(২) জান্নাতের বিরাটত্বঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জান্নাতের দরওয়াজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী প্রশস্ততা ৪০ বৎসরের পথ অতিক্রমের দূরত্বের সমান। এমন একদিন আসবে যে, জান্নাতবাসীদের দ্বারা তা পূর্ণ হয়ে যাবে'।[৪]

(৩) **জান্নাতের দরওয়াজাঃ** জান্নাতের ৮টি দরওয়াজা রয়েছে।[৫] তবে তিরমিযীর বরাতে ইমাম কুরতুবী বলেন যে, এর সংখ্যা ৮-এর অধিক। তিনি ১৩টি পর্যন্ত গণনা করেছেন।[৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী বুখারী, তিরমিযী ও আহমাদ-এর রেওয়ায়াত সমূহের আলোকে উক্ত আটটি দরওয়াজা নিম্নোক্তভাবে গণনা করেন। যথাঃ (১) বাবুছ ছালাত (২) বাবুল জিহাদ (৩) বাবুর রাইয়ান (৪) বাবুছ ছাদাক্বাহ (৫) বাবুল হজ্জ (৬) বাবুল কাযেমীনাল গায়যা ওয়াল 'আ-ফীনা 'আনিন্না-স (ক্রোধ দমনকারী ও লোকদের ক্ষমাকারীদের দরওয়াজা)। (৭) বাবুল আয়মন (আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারীদের দরজা, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে)। (৮) বাবুয যিকর অথবা বাবুল ইল্ম।[৭]

ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন যে, এর দ্বারা ফরয ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নফল ইবাদতে অভ্যস্ত কমসংখ্যক মুমিনদের বুঝানো হয়েছে। যাদের নফল ইবাদতের আধিক্যের কারণে পৃথক পৃথক ও বিশেষ বিশেষ দরজা প্রস্তুত করা হবে। যিনি যেটিতে অধিক হবেন তাঁকে সেই দরজা থেকে

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১২।*

৩. বুখারী, ফাৎহ সহ ১০/৪০৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৮; আ'রাফ ৪৬-৪৮, হাদীছ ১৩।
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৯।*
৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭।
৬. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৮৬, যুমার ৭৩ আয়াতের তাফসীর।*
৭. *বুখারী ফৎহ সহ হা/৩৬৬৬, 'আবুবকরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ। আহমাদ, তিরমিযী, ফৎহ ৭/৩৫ পৃঃ।*

আহ্বান করা হবে। কেউ একাধিক কেউ সকল ইবাদতে অধিক হ'লে সকল দরজা থেকেই তাকে আহ্বান করা হবে। যেমন হাদীছে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নাম এসেছে।[৮] তিনি বলেন, এর অর্থ জান্নাতের মূল দরজা সমূহের ভিতরের বিভিন্ন দরজা হ'তে পারে। কেননা মুমিনের নেক আমলের সংখ্যা অধিক হ'তে পারে। অধিক আমলদার মুমিনের সম্মানার্থে উপরোক্ত সকল দরজা উন্মুক্ত করা হ'লেও প্রথমে সকলে জান্নাতের প্রধান দরজা দিয়েই প্রবেশ করবেন। আর সেটি হ'ল 'বাবুল আমল' বা আমলের দরজা'।[৯]

(৪) জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্যঃ

জান্নাতীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা হবেন নিরহংকার ও সরলমনা। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা হবে অহংকারী। জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে আল্লাহ্র নিকটে অভিযোগ দায়ের করবে এবং জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে কেবল অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে? পক্ষান্তরে জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! আমাতে কেবল দুর্বল, নিম্নশ্রেণীর ও সরল-সিধা লোকগুলিই প্রবেশ করবে? ... আল্লাহ বলবেন, জাহান্নাম আমার ক্রোধের প্রকাশ এবং জান্নাত আমার অনুগ্রহের বিকাশ। আমি তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করব। ... এরপরেও জাহান্নাম খালি থাকবে। তখন আল্লাহ জাহান্নামের উপরে পা চাপিয়ে দেবেন। ফলে তার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে জান্নাতও খালি থাকবে। আল্লাহ তার জন্য নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে পূর্ণ করে দিবেন।[১০]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, সেখানে প্রবেশকারী অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র ও মিসকীন। আর সম্পদশালীরা বাইরে আটকে আছে। পক্ষান্তরে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিকাংশ মহিলা।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে গরীবেরা ধনীদের ৫০০ বৎসর পূর্বে জান্নাতে যাবে। আর তা হবে ক্বিয়ামতের অর্ধদিন'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দ্বারা ও জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছীবত দ্বারা।[১৩] অর্থাৎ অবৈধ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে জান্নাতের পথ হয় খুবই কষ্টকর। কেননা জান্নাতী মুমিনকে সর্বদা প্রবৃত্তির চাহিদা ও কামনা-বাসনাকে দমন করে সংযত রাখতে হয়। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে ভয় পায় ও নিজেকে প্রবৃত্তি পূজা থেকে বিরত রাখে, জান্নাত হবে তার ঠিকানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করবে ও দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে, জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা' (না-যে'আত ৩৭-৪১)। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয় প্রকার লোকের জন্য দু'টি করে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যা সর্বদা সকলের মনে রাখা কর্তব্য।

(৫) জান্নাতের স্তর সমূহঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাতের ১০০টি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়। 'ফেরদৌস' হ'ল সর্বোচ্চ স্তরের নাম। সেখান থেকে প্রবাহিত হয় চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ পাকের আরশ 'যেখানে তিনি সমাসীন আছেন' (ত্বা-হা ৫)। (তিনি বলেন), যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকটে জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করবে।[১৪]

জান্নাতের চারটি ঝর্ণাধারা হ'ল পানি, দুধ, শরাব ও মধুর।[১৫] অন্য হাদীছে জান্নাতের ১০০টি স্তর কেবল মুজাহিদগণের জন্যই প্রস্তুত করা আছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, আরও স্তর সমূহ রয়েছে যা অন্যান্য মুমিনদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন যে, 'স্ব স্ব জান ও মাল নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের উপরে। প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন.. (নিসা ৯৫)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ সম্মান দান করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে যারা ইল্মের অধিকারী, তাদেরকে দিয়েছেন উচ্চ মর্যাদা সমূহ' (মুজা-দালাহ ১১)। তিনি বলেন, 'প্রত্যেকেরই স্ব স্ব আমল অনুযায়ী পদ মর্যাদা সমূহ রয়েছে। আপনার প্রভু লোকদের কাজকর্ম সম্পর্কে গাফেল নন' (আন'আম ১৩২)।

বলা বাহুল্য, এই উচ্চমর্যাদা যেমন আখেরাতে রয়েছে, তেমনি দুনিয়াতেও রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থদ্বন্দ্বে কিংবা নিজের অদূরদৃষ্টির কারণে সঠিক ব্যক্তিকে চিনতে ভুল করে এবং তাকে যথার্থ মর্যাদা দিতে কার্পন্য করে কিংবা ইচ্ছা থাকলেও বিভিন্ন কারণে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারে না। কিন্তু আখেরাতে সেটা হবে না। সেখানে যার যা প্রাপ্য, যথার্থভাবেই তাকে তা প্রদান করা হবে। চুল পরিমান কমতি করা হবে না। বান্দা সেদিন

---

৮. বুখারী ফৎহ সহ হা/৩৬৬৬।
৯. ফাৎহুল বারী ৭/৩৫, 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬২।
১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৯৪ 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ।
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩-৩৪।
১২. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪৩।
১৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬০।
১৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও জান্নাত-বাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।
১৫. মুহাম্মাদ ১৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৫০।

পাওয়ার আনন্দে পিছনের সকল ব্যথা-বঞ্চনার কথা ভুলে যাবে। অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে। জান্নাতের নে'মতরাজি পেয়ে আনন্দ-সুখে অভিভূত হবে। হৃদয় উজাড় করা কৃতজ্ঞতায় সে বলে উঠবে- 'আলহামদুলিল্লাহ' সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের নিকটে দেওয়া তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারব। আমলকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার' (যুমার ৭৪)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতবাসীগণ তাদের উর্ধ্বের বালাখানার কক্ষসমূহের বাসিন্দাদের পরস্পরে এমনভাবে দেখবে, যেমন আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। তাদের মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে'।[১৬]

(৬) জান্নাতের তাঁবু সমূহঃ

জান্নাতে মুমিনের জন্য যে তাঁবু রক্ষিত হবে, তা নির্মিত হবে মুক্তা দ্বারা। তার প্রশস্ততা হবে ৬০ মাইল। যার প্রত্যেক কোণে থাকবে তার পরিবার বর্গ। যারা একে অপরকে দেখতে পাবে না।[১৭]

(৭) জান্নাতের বৃক্ষঃ

চিরসবুজ ছায়ানীড়, সুনিবীড় বৃক্ষলতা শোভিত 'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যদি কোন সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বৎসর ধরে পথ চলে, তথাপি তার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতের একটি ধনুক পরিমাণ বা একটি চাবুক পরিমাণ স্থানও দুনিয়া ও তার সমস্ত নে'মত অপেক্ষা উত্তম'।[১৮]

(৮) জান্নাতের কক্ষসমূহঃ

জান্নাতের মধ্যে এমন কক্ষ সমূহ রয়েছে, যা এমন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, তার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে। জনৈক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! ঐ জান্নাত কাদের জন্য হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি মিষ্ট কথা বলে, মানুষকে খাওয়ায়, সর্বদা ছিয়াম পালন করে ও লোকেরা ঘুমিয়ে গেলে নিরালায় আল্লাহ্র জন্য ছালাতে মগ্ন হয়'।[১৯] আবদুল্লাহ বিন ক্বায়েস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যেই এমন দুই জান্নাত রয়েছে, যার একটির সমস্ত পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সমূহ রৌপ্য নির্মিত ও অন্যটির সবকিছু স্বর্ণনির্মিত। এতদ্ব্যতীত 'আদন' জান্নাতের অধিবাসীগণ ও তাদের প্রভুর দর্শন লাভের মধ্যে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের আভা ব্যতীত আর কোন আড়াল থাকবে না'।[২০]

(৯) জান্নাতের নে'মতসমূহঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরাম-আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থাকবে না। পোষাক ময়লা বা জীর্ণ হবে না এবং তার যৌবনও শেষ হবে না'।[২১] 'জান্নাত বাসীদের অন্তরসমূহ হবে পাখির অন্তরের ন্যায়'।[২২] যারা সবকিছুতেই কেবল আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল হবে। পরস্পরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা হ'তে তারা হবে মুক্ত ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী।

এই সময় আল্লাহ জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তিকে ডেকে বলবেন, তুমি তোমার আকাংখা প্রকাশ কর। তখন সে বারে বারে বহু আকাংখা ব্যক্ত করবে। একসময় তার সব আকাংখা ব্যক্ত করা শেষ হ'লে আল্লাহ বলবেন। তুমি যতটুকুন ব্যক্ত করেছ, তা সবই দেওয়া হ'ল। এছাড়াও একগুণ বেশী দেওয়া হ'ল'।[২৩] এরপর আল্লাহ সকল জান্নাত বাসীকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, হে প্রভু কেন সন্তুষ্ট হব না? আপনি আমাদেরকে যে নে'মত দান করেছেন, তা আপনার সৃষ্টি জগতে কাউকে দান করেননি। আল্লাহ বলবেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কিছু তোমাদের দান করব না? তারা বলবে, হে প্রভু! এর চেয়ে উত্তম আর কি হ'তে পারে? আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের জন্য আমার 'সন্তুষ্টি' দান করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপরে আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না'।[২৪] এই সময় একজন অদৃশ্য আওয়ায দাতা বলবেন, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। সর্বদা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা আরাম-আয়েশে থাকবে, কখনোই দুঃখ ও হতাশায় ভুগবে না'।[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুমিনদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করানো হবে। অতঃপর বলা হবে, তোমরা কি দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের ন্যায় রাজত্ব চাও? তখন তাদেরকে তার চেয়ে দশগুণ বড় রাজত্ব দেওয়া হবে। আরও বলা হবে, তুমি যা চাইবে, তোমার চক্ষু যাতে শীতল হবে, সবই তোমাকে দেওয়া হবে...।[২৬]

---

১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬২৪।*
১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৬।*
১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৫, ১৩।*
১৯. *ছহীহ তিরমিযী হা/২০৫১।*
২০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৬।*
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২১-২২।*
২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৫।*
২৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৭।*
২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬২৬।*
২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২২।*
২৬. *মুসলিম হা/১৭৬।*

আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম সম্পাদন করবে, সত্বর আমরা তাদেরকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবো, যার নিম্নদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল ধরে। সেখানে থাকবে তাদের পবিত্রা স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবেশ করাবো ঘন ছায়ানীড়ে' (নিসা ৫৭)।

(১০) জান্নাতীদের বয়সঃ

জান্নাত বাসীগণ (নারী-পুরুষ) সকলে ৩০ বা ৩৩ বৎসর বয়সের হবে। তারা কেশ ও শ্মশ্রুবিহীন এবং সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট হবে।[২৭] 'তারা স্থায়ী যৌবনের অধিকারী হবে' এবং 'দুনিয়ার ১০০ জন যুবকের সমান শক্তি সম্পন্ন হবে'।[২৮]

(১১) জান্নাতীদের সংখ্যাঃ

জান্নাতীদের ১২০টি কাতার হবে। তন্মধ্যে ৮০টি হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর। বাকী ৪০টি হবে পূর্বের সকল উম্মতের মধ্য হ'তে।[২৯] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে এসে আমাদেরকে বল্লেন, আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের পেশ করা হ'ল। দেখলাম যে, একজন নবী যাচ্ছেন, তার সঙ্গে রয়েছে মাত্র একজন অনুসারী। আরেকজন নবীর সঙ্গে দু'জন। আরেকজন নবীর সঙ্গে একদল লোক। এমন নবীও দেখলাম যার সাথে কেউ নেই। তারপর দেখলাম দিগন্ত জোড়া একটি বিরাট দল। ভাবলাম এই দলটি যদি আমার উম্মত হ'ত! বলা হ'ল যে, এটি মূসা (আঃ)-এর উম্মত। আমাকে বলা হ'লঃ আপনি এদিক-ওদিক ভাল করে দেখুন। তখন আমি পুরা দিগন্তব্যাপী একটি বিশাল জামা'আত দেখলাম। বলা হ'লঃ এটাই আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগে ৭০,০০০ লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা শুভ-অশুভ লক্ষণ মানে না, (কুফরী) মন্ত্র-তন্ত্র করে না এবং দেহে তপ্ত লোহা দিয়ে দাগায় না। তারা সর্বাবস্থায় তাদের প্রভুর উপরে তাওয়াক্কুল করে। উক্কাশা বিন মিহছান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। রাসূল (ছাঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করে নাও! তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! আমার জন্যও দো'আ করুন। তিনি বললেন, উক্কাশা তোমার পূর্বেই সুযোগ নিয়েছে'।[৩০] সাহ্ল বিন সা'দ হ'তে আবু হাযেম-এর বর্ণনায় ৭০,০০০ অথবা ৭,০০,০০০ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। যারা একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পিছের জনকে না নিয়ে আগের জন প্রবেশ করবে না। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের জ্যোতির্ময় পূর্ণেন্দুর মত'।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ। একথা শুনে আমরা তাকবীর দিয়ে উঠি। তখন তিনি বলেন, আমি আশা করি তোমরা হবে এক তৃতীয়াংশ। আমরা আবার তাকবীর দিলাম। তিনি বল্লেন, আমি আশা করি তোমরা হবে অর্ধেক। একথা শুনে আমরা আবার তাকবীর দিলাম'। এরপর তিনি বলেন, সমস্ত দুনিয়াবাসীর তুলনায় তোমাদের উক্ত সংখ্যা হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কালো চুলের ন্যায়।[৩২]

(১২) জান্নাতীদের পরিচয়ঃ

প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। পরবর্তী দল সমূহের লোকদের চেহারা হবে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির ন্যায়। সকলের অন্তর হবে এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায়। অর্থাৎ সকলে পারস্পরিক ভালোবাসায় একাত্মা হবে। তাদের মধ্যে কোন কোন্দল থাকবে না। থাকবে না কোন হিংসা ও বিদ্বেষ। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'দু'জন করে অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রী থাকবে। যারা যাবতীয় নাপাকী হ'তে পবিত্রা হবে। সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা এমন হবে যে, চর্ম ও গোস্ত ভেদ করে নলার ভিতরকার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। জান্নাত বাসীগণ সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসায় রত থাকবে। তারা খানাপিনা করবে। অথচ পেশাব, পায়খানা কফ-থুথু, সর্দি-কাশি *(স্বপ্নদোষ, মাসিক ঋতুস্রাব ইত্যাদি)* সবকিছু থেকে তারা পবিত্র হবে। দেহের ঘর্ম হবে কস্তুরীর ন্যায়, যা সুগন্ধিময়। শারীরিক গঠন হবে পিতা আদম (আঃ)-এর ন্যায় যা উচ্চতায় হবে ৬০ হাত'।[৩৩]

---

২৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৯।*
২৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২১; তিরমিযী, মিশকাত হা৫৬৩৬।*
২৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৪৪।*
৩০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৬ 'তাওয়াক্কল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।
৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; উক্ত হাদীছের দোহাই দিয়ে অনেকে চিকিৎসা গ্রহণ করাকে মাকরূহ মনে করেন। অথচ বিপুল সংখ্যক বিদ্বান এর বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে চিকিৎসা বিষয়ক অগণিত হাদীছের দলীল পেশ করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জন্য (চিকিৎসা নিয়েছেন এবং সূরায়ে নাস ও ফালাক্ব ইত্যাদি পড়ে নিজের ও অন্যের দেহে) ফুঁক দিয়েছেন। কোন কোন ছাহাবী ফুঁক দিয়ে পারিশ্রমিকও দিয়েছেন। এগুলি সবই ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। এক্ষণে অত্র হাদীছের তাৎপর্য হ'লঃ ঐ সকল মুমিন, যারা ঔষধকেই আরোগের একমাত্র মাধ্যম বলে বিশ্বাস করেন না। বরং উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণের সাথে সাথে পূর্ণভাবে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে থাকেন'।=আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ১২৭ টীকা দ্রষ্টব্য।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ।*
৩৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৯-২০।

(১৩) জান্নাতের নির্মাণ ও বস্তু সামগ্রীঃ

'সকল মাখলূক পানি দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু জান্নাতের নির্মাণ হ'ল স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা। এর মসলা হ'ল সুগন্ধিময় কস্তুরী। উহার কংকর হ'ল মণি-মুক্তা এবং মাটি হ'ল যাফরান'...।[৩৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি জান্নাতের বস্তু-সামগ্রী হ'তে নখ অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুও দুনিয়াতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আসমান ও যমীনের সমগ্র প্রান্তসমেত সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন এক ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে ও তার হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তবে তার জ্যোতি সূর্যের কিরণ মালাকে এমনভাবে মলিন করে দিবে, যেমন সূর্যের কিরণ তারকার জ্যোতিকে মলিন করে দেয়'।[৩৫]

(১৪) জান্নাতের বাজারঃ

জান্নাতে প্রতি শুক্রবারে বাজার বসবে। সেদিন সবাই সেখানে সমবেত হবে। সেখানে উত্তরে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং তা তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় তারা যখন তাদের স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসবে, তখন স্ত্রীগণ আসক্তিতে আবেগাপ্লুত হয়ে তাদের রূপ-যৌবনের প্রশংসা করবে। ইতিমধ্যে স্ত্রীগণের রূপ-যৌবনেও আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটবে। যা দেখে স্বামীগণ অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে'।[৩৬]

(১৫) জান্নাতীদের মর্যাদা ও তাদের সেবা-যত্নঃ

জান্নাতীদের যখন দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন প্রথমে দরজা সমূহ খুলে দিয়ে দাররক্ষী ফেরেশতা তাদেরকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ জানাবে ও বলবে আপনারা চিরকাল সুখে থাকুন ও এখানে অনন্তকালের জন্য প্রবেশ করুন (যুমার ৭৩)। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে বলবেন, হে আমার বান্দাগণ! আজ আর তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা দুঃখিতও হবে না। ...তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর ও ইচ্ছামত আনন্দ উপভোগ কর' (অতঃপর) 'তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র সমূহ। এছাড়াও সেখানে থাকবে যা তারা চাইবে ও যাতে তাদের চক্ষু তৃপ্ত হয়। আরও থাকবে প্রচুর ফল-মূল, যা থেকে তারা আহার করবে' (যুখরুফ ৬৮-৭৩)। 'জান্নাতে তারা উপবেশন করবে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে। কিশোর খাদেমরা পানপাত্র ও শারাবের পেয়ালা নিয়ে ঘুরবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে ফল-মূল, রুচিসম্মত পাখির গোস্ত ও কাঁদি কাঁদি কলা। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ঔজ্জ্বল্যে ভরা, আনতনয়না, পর্দাবৃত ও অবিচ্ছুরিত মতির ন্যায় রূপ-লাবণ্যে অনন্যা হূরগণ। যারা হবে চিরকুমারী, কমল কামিনী ও সমবয়স্কা তনুলতন্বী। সেখানে থাকবে না কোন অবান্তর বাজে কথাবার্তা। কেবল শান্তি আর শান্তি' (ওয়াক্বি'আহ ১৫-৩৭)।

সৎকর্মশীল মুমিনদের মধ্যে যারা প্রতি পদে পদে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে ভয় করে, তাদের জন্য হবে দু'টি জান্নাত। উভয় জান্নাতই হবে ঘন পত্র-পল্লব সুশোভিত। উভয় উদ্যানেই থাকবে বহমান প্রস্রবণ। উভয় উদ্যানের ফল হবে ভিন্ন স্বাদের। তারা সেখানে রেশমের আস্তরণ বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উদ্যানের ফলসমূহ তাদের সম্মুখে নত হয়ে ঝুলবে। থাকবে ফল-মূল, খেজুর ও আনার। এ দু'টি ছাড়াও আরও দু'টি জান্নাত থাকবে। যা হবে ঘনকৃষ্ণ সবুজ। সেখানে থাকবে দু'টি উদ্বেলিত প্রস্রবণ। তারা বসবে সেখানে সবুজ মসনদে ও উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জান্নাতেই থাকবে তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হূরগণ ও প্রবাল পদ্মরাগ সদৃশ সুন্দরী রমণীগণ। কোন জিন ও ইনসান ইতিপূর্বে কখনই যাদেরকে স্পর্শ করেনি' (আর-রহমান ৪৬-৭৭ সংক্ষেপায়িত)। তাদের জন্য থাকবে সারি সারি গালিচা ও বিস্তৃত কার্পেট। তাদের চেহারা হবে সদা হাস্যময়। তাদের যথাযথ কর্মফলে তারা থাকবে সদা তুষ্ট' (গা-শিয়াহ ৮-১৬)। তাদের জন্য থাকবে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন গৃহসমূহ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে মহা সন্তুষ্টি। আর এটাই হ'ল মহা সাফল্য' (তওবা ৭২, ছফ ১২)। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ ও মণিকাঞ্চন শোভিত কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা সেখানে পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করে সিংহাসনে সমারূঢ় হবে। কতই না চমৎকার প্রতিদান তাদের ও কতই না উত্তম আশ্রয়! (কাহফ ৩১, হজ্জ ২৩, ফাত্বির ৩৩)।

আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে উপরোক্ত জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে কেবল তোমাদের নেক আমলের কারণে' (আ'রাফ ৪৩, যুখরুফ ৭২)। 'এইরূপ পুরস্কার পাওয়ার জন্যই কর্মীদের কাজ করা উচিত' (ছা-ফফা-ত ৬১)। তিনি বলেন, জান্নাতবাসীগণ পরমানন্দে সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা থাকবে। তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানি পান করানো হবে। সেই মোহর হবে কস্তুরীর। তার মিশ্রণ হবে তাসনীম-এর পানি। এটা একটি ঝর্ণা। যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। অতএব ঐসব নে'মত পাওয়ার জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত' (আল-মুত্বাফফেফীন ২২-২৮)।

আসুন! আমরা সবাই আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে উপরোক্ত নে'মত সমৃদ্ধ জান্নাত লাভের জন্য নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা, খালেছ নিয়ত ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী নেক আমলের প্রতিযোগিতা করি। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ও আমাদের মৃত মাতা-পিতাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব কর- আমীন!

---

৩৪. ছহীহ তিরমিযী হা/২০৫০; মিশকাত হা/৫৬৩০।
৩৫. ছহীহ তিরমিযী হা/২০৬১, মিশকাত হা/৫৬৩৭।
৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১৮।

প্রবন্ধ

শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত

-রফীক আহমাদ*

[শেষ কিস্তি]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণনা আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব'।[১]

আলোচ্য অংশে ছালাতের বাস্তবায়ন আলোচনার প্রাক্কালে হঠাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি। সেটা হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পবিত্র ও নিগূঢ় ভালবাসার বন্ধন। এর আসল রূপ যে কি সে সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব প্রকাশ সত্যি কঠিন। তবে এটা নিঃসন্দেহে সরল, সহজ ও আদর্শ চিন্তা ও গবেষণার ফসল। যে কোন সুস্থ ও বিবেকবান ব্যক্তি এ পথের সন্ধানে কৃতকার্য হ'তে পারবে। কারণ আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) ছিলেন একজন নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। তিনি বিদ্যা শিক্ষায় পণ্ডিত ছিলেন না বটে। কিন্তু মানসিক চিন্তা ও সাধারণ জ্ঞানের কোন অভাব ছিলনা তাঁর। তিনি এই সামান্য মূলধন নিয়ে ভ্রান্ত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে অভিযান শুরু করে দেন। যা ছিল তৎকালীন বড় বড় প্রতাপশালী ব্যক্তিদের নিকট প্রহসন বা খেল-তামাশার বিষয়। তারা আল্লাহ্‌র নবীর এই অভিযানের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধকতায় অংশগ্রহণ করেছিল। সে বিষয় আমরা বিভিন্ন ভাবে অবগত আছি। যাহোক আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর চিন্তা ও জ্ঞানের সামান্য মূলধন ধীরে ধীরে অল্পদিনেই বিশাল আকারের মূলধনে পরিণত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জ্ঞান-গরিমা, সততা-উদারতা, মহানুভবতা, সাহসিকতা, দানশীলতা ইত্যাদি গুণাবলীর প্রসার ও প্রচার সারা বিশ্বে সমাদৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের বিজয় পতাকা। দলে দলে লোক ইসলামের তথা শান্তির পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর আদর্শের দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। এই দীক্ষারই একটা শ্রেষ্ঠাংশ আল্লাহপাক ও আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জগতের লক্ষ লক্ষ লোক আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে আগমন পূর্বক ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা মহান আল্লাহ ও প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধসহ যে কোন হুকুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তিতে নিমজ্জিত ছিলেন। যারা এরূপ হ'তে পারেনি বা হওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে, তারা মুনাফেক বলে আখ্যায়িত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে মুনাফেক বা যে কোন ভ্রান্ত পথ হ'তে হেফাযত রাখার উদ্দেশ্যেই প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যা নিঃসন্দেহে অকৃত্রিম বন্ধুত্বে রূপ নিতে সক্ষম। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর' *(আলে-ইমরান ৩১)*। সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে- 'যদি তোমরা কোন ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ কর, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও'। একই সূরার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আপনার রবের শপথ, তারা ঈমানদারই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে না নেয়, আপনি যে রায় দিবেন তারা সে সম্পর্কে মনে কোন প্রকার দ্বিধা বা সংকোচ বোধ না করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে না নেয়'।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের মধ্যে কোন বিষয়ে ফায়ছালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এসব লোকই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে' *(নূর ৫১)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত যেমন- নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও নেককারগণের সঙ্গে থাকবে। আর বন্ধু হিসাবে এরা কতইনা উত্তম' *(নিসা ৬৯)*। একই সূরার ৮০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল'।

আল্লাহপাক আরো ঘোষণা করেন, 'যারা আল্লাহ ও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে, আর আল্লাহ ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে অবিশ্বাস করি। তারা এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এরাই কাফির। আর এই কাফিরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আর যারা আল্লাহ ও রাসূল-এর উপর বিশ্বাসী এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাদের প্রতিদান শীঘ্রই দেওয়া হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নিসা ১৫০-৫২)*।

আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে লক্ষ্য করে বলেন, 'বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। যিনি আকাশ ও যমীনের মালিক। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর উম্মী নবীকে বিশ্বাস কর, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করেন, তোমরা তাঁরই আনুগত্য কর যেন সত্য পথ পাও' *(আ'রাফ ১৫৮)*।

সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতে আছে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করলে মুমিন নর-নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সিদ্ধান্তের) বিরুদ্ধাচরণ

---

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭।*

করবে সে সুস্পষ্টভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে'।

উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হ'লাম যে, আল্লাহকে ভালবাসতে হ'লে তাঁর রাসূলকে ভালবাসতে হবে। আর একথা অনস্বীকার্য যে, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে তাঁর যথাযথ অনুসরণ বা পূর্ণ আনুগত্য করা। এতদ্ব্যতীত কোন প্রদর্শনী মূলক ইবাদতের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা অর্জন সম্ভব নয়। ফলে আল্লাহ্র ভালবাসা থেকেও আমাদেরকে বঞ্চিত হ'তে হবে। এক্ষণে আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসছি।

আল্লাহ্পাক হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে ছালাত শিক্ষা দিয়েছিলেন। পাক কালামে প্রায় একশত জায়গায় ছালাত সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবধারায় প্রত্যাদেশ রয়েছে এবং এগুলি পরিপূর্ণভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে উল্লেখিত আয়াত সমূহের প্রকৃত ভাবার্থ অনুযায়ী সারাজীবন ছালাত আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আমরা এরূপ এক মহান ব্যক্তিত্বের অনুসারী ও তাঁর উম্মত। তিনিই আমাদের একমাত্র নেতা, তাঁর আদর্শই আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য। তাই আমাদের আলোচিত ছালাত নিঃসন্দেহে নবী (ছাঃ)-এর বাস্তবায়িত ছালাতের অনুরূপ হওয়া উচিত। অবশ্য তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর ছালাত ও অন্যান্য আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। কুরআন মজীদে বর্ণিত ছালাত সম্পর্কিত আয়াত সমূহের বিচার-বিশ্লেষণ করে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) যেভাবে ব্যাখ্যা দান করেছেন, তৎকালীন উপস্থিত ছাহাবীগণ সেগুলি লিখিত, মুখস্থ ও ব্যবহারিক আকারে আমানত করে রাখেন, যা হাদীছ আকারে পরবর্তীতে সংরক্ষিত হয়।

আমরা ছালাতের বিবরণী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পবিত্র কালামে পাকের আরও কিছু আয়াত সংযোজন করার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ্র বাণী- 'এ কুরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি বরকতময় ও পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী হিসাবে এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা এর প্রতি বিশ্বাস করে এবং স্বীয় ছালাত সংরক্ষণ করে' *(আন'আম ৯২)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে সব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের ছওয়াব' *(আ'রাফ ১৭০)*। একই আদেশের সমর্থনে আল্লাহপাক পুনরায় সূরা ফাতিরের ২৯ নং আয়াতে বলেন, 'যারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করতে পারে, যাতে কখনও লোকসান হবে না'। সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহপাক তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং ছালাত কায়েম করুন, নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর'।

আলোচ্য আয়াতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পাঠের গুরুত্ব এবং ছালাতের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। কুরআন পাঠের মাধ্যমে শুধু ছালাত এবং অন্যান্য যাবতীয় ভাল কাজের আদেশ লাভ করা হয়, এটাই শুধু আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহপাক ও তাঁর নবী-রাসূলদের আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীদের পরিণতি কি হয় তাও লাভ করা সম্ভব হয়। তাছাড়াও রয়েছে অসীম অনন্ত জ্ঞানের সমাহার। এ থেকে আমরা সামান্যতম আহরণ করতে পারলেও ধন্য হয়ে যাব। তাই আল্লাহপাক স্বয়ং বারবার কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে আকৃষ্ট হ'তে পারলেই আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে আত্মসমর্পণ পূর্বক ছালাত কায়েম করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

এবার ছালাতের কেন্দ্রবিন্দু বায়তুল্লাহ বা কা'বা গৃহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর নির্মিত হয়। হযরত আদম (আঃ) এই ঘরের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘকাল পর হযরত নূহ (আঃ)-এর প্লাবনে এই গৃহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। পরবর্তীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ বা মেরামত করেন। এ বিষয়ে আল্লাহপাক আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে সূরা বাক্বারার ১২৫ নং আয়াতে অবহিত করেন, 'যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য সম্মেলন স্থল ও শান্তির আলয় করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে ছালাতের জায়গা বানাও। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ'।

সূরা হজ্জ-এর ২৬ নং আয়াতেও আল্লাহপাক বায়তুল্লাহ্র গুরুত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দন্ডায়মানকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য'। বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানের ৯৬-৯৭ নং আয়াতে বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ঘর মানুষের জন্য সর্বপ্রথম নির্ধারিত হয়েছে (ইবাদত খানা রূপে) উহা সেই ঘর যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, উহা বরকতময় এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। উঁহাতে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান। তন্মধ্যে 'মাক্বামে ইবরাহীম' একটি। আর যে ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়'।

বিশ্ব-ভূমণ্ডলে আলো ও তাপ সরবরাহের প্রধান উৎস সূর্য।

পানি সরবরাহের প্রধান উৎস সমুদ্র। সূর্যগর্ভে যে আলো ও তাপ রয়েছে পৃথিবীর সমস্ত আলো ও তাপকে একত্রিত করলেও তার সমতুল্য তেজ-শক্তি হ'বে না। আবার সমুদ্র গর্ভে যে পরিমাণ পানি ভাণ্ডার আছে, সমগ্র পৃথিবীর নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, নলকূপ, পুকুর, হ্রদ ইত্যাদিতে একত্রে সে পরিমাণ পানি নেই। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সমস্ত আল্লাহ্র ঘর মসজিদ গুলির সম্মানও মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর সমপরিমাণ হ'বে না। এজন্যই আল্লাহপাক বায়তুল্লাহ শরীফকে দুনিয়ার সকল মসজিদের শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সকল মসজিদ বায়তুল্লাভিমুখী হয়ে নির্মিত হয় এবং সারা জাহানের মুছল্লীগণ কা'বা শরীফের অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে ছালাত আদায় করেন।

ছালাতের মাধ্যমে প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ করতঃ আল্লাহ্র সান্নিধ্য (বেহেশত) লাভ করার একটা উজ্জ্বল আশা নিয়ে মুমিন বান্দাগণ ছালাত কায়েম করে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ভালবাসা বা বন্ধুত্বের কোন সৎ সাহস থাকে না মনে হয়। অথচ আল্লাহপাক স্পষ্টভাবে তাঁর কিতাবের মাধ্যমে জগৎবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র' *(মায়েদাহ ৫৫)*। এ বিষয়ে সূরা ইবরাহীমের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ছালাত কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন কেনা-বেচা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই'। দুনিয়ার সকল মানুষই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, কিন্তু আদেশ লংঘনকারীরা নয়। তাই সতর্কতামূলক ভাবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে বলেন, 'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে ছালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ' *(ত্বা-হা ১৩২)*।

আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর পূর্বের নবী ও রাসূলগণের প্রতিও ছালাত কায়েম সম্বন্ধীয় অনেক আয়াত আছে। সূরা মারয়ামের ৩১ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী, 'আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে'। একই সূরার ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর পালনকর্তার সন্তোষভাজন'। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত অহি-র একটি অংশ যা সূরা ইউনুসের ৮৭ নং আয়াতে বর্ণিত আছে, 'আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তাঁর ভাই-এর প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদতগৃহ কর এবং ছালাত কায়েম কর এবং ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দান কর'। সূরা মায়েদার ১২ নং আয়াতে বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ্র বাণী- 'আল্লাহ্ বনী ঈসরাইলদের নিকট হ'তে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্যে থেকে ১২ জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলির তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী সমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এর পরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে'।

ছালাত কায়েম সম্পর্কিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াত সমূহ নবী পরবর্তী (পৃথিবীর শেষ দিন) সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়। তবে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতিও ছালাত প্রতিষ্ঠার আদেশ সহ অভিন্ন উদাহরণ রয়েছে। সকল নির্দেশ ও বিপুল সৃষ্টিরাজির সমন্বয়ে গবেষণা চালিয়ে প্রিয়নবী (ছাঃ) যে ভাবাদর্শ আবিষ্কার করেন, এর ফলশ্রুতি হ'তেই সকল ছালাতের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছে, অদ্যাবধি বলবৎ আছে এবং ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা অটুট থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বলা আবশ্যক যে, দিবারাত্রি ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত ছালাত নির্ধারিত হয় মে'রাজে। আনাস (রাঃ) বলেন, আবুযর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মক্কায় থাকাকালীন এক রাত্রে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হ'ল এবং জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্র এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর তা বন্ধ করলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হ'লাম তখন জিবরাঈল (আঃ) আসমানের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে বলল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। সে বলল, আপনার সঙ্গে কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সে পুনরায় বলল, তাঁকে ডাকা হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর যখন সে দরজা খুলল, তখন আমরা নিকটবর্তী আকাশে আরোহন করে দেখি সেখানে একজন লোক বসে আছেন এবং তাঁর ডান ও বাঁ পাশে অনেকগুলো লোক। তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন এবং বাম দিকে তাকালে কাঁদেন। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ হে পূণ্যবান নবী, হে পূণ্যবান সন্তান। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আদম (আঃ)। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের আত্মা। ডান দিকের গুলো জান্নাতী

এবং বাঁ দিকের গুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন এবং যখন বাঁ দিকে তাকান তখন কাঁদেন।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে তাঁকে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞেস করল। তারপর দরজা খুলল। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি (আবুযর) বলেছেন, নবী (ছাঃ) আকাশ সমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তিনি (আবুযর) তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থানের কথা বলেননি। শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন, নবী (ছাঃ) আদমকে নিকটবর্তী আসমানে এবং ইবরাহীমকে ষষ্ঠ আসমানে দেখেছিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে নিয়ে ইদরীস (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, খোশআমদেদ, হে পূণ্যবান নবী! হে পূণ্যবান ভ্রাতা! আমি বললাম, ইনি কে? তিনি জানালেন ইদরীস (আঃ)। তারপর মূসা (আঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশআমদেদ হে পূণ্যবান নবী! হে পূণ্যবান ভ্রাতা! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি মূসা (আঃ)। তারপর ঈসা (আঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশআমদেদ হে পূণ্যবান নবী! হে পূণ্যবান ভ্রাতা! আমি বললাম, ইনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, ঈসা (আঃ)। তারপর ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশআমদেদ হে পূণ্যবান নবী! হে পূণ্যবান ভ্রাতা! আমি প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইবরাহীম (আঃ)। মতান্তরে ইবনে আব্বাস ও আবু হাববাহ আনছারী বলতেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, তারপর আমাকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করানো হ'ল এবং আমি এমন এক সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম, যেখানে কলমের খচখচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। ফেরার সময় আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন? আমি জানালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত এত ছালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আবার মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, কিছু কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ আবার কিছু মাফ করে দিলেন। আমি আবার তাঁর নিকট ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত, এটিই (ছওয়াবের দিক থেকে) পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। পুনরায় আমি মূসার কাছে আসলে তিনি বললেন, আবার ফিরে যান। আমি বললাম, আমার যেতে লজ্জা করছে। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। তা রঙে ঢাকা ছিল। আমি জানিনা তা কি? অবশেষে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হ'ল। আমি দেখি সেখানে মুক্তার হার এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী'।[২]

উপরোক্ত হাদীছটি মে'রাজের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বাস্তব রূপ। মে'রাজ সম্পর্কে কালামে পাকে সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথমাংশে গুরুত্বপূর্ণ আভাষ রয়েছে। মে'রাজের রাত্রে আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক বায়তুল্লাহ (কা'বা শরীফ) হ'তে মসজিদে আক্বছা এবং তথা হ'তে সপ্ত আসমানের ঊর্ধ্বে আরোহণ করান। এই সংক্ষিপ্ত (উক্ত রাত্রির) সময়ের মধ্যে যা যা ঘটেছিল, আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) তা উপরোক্ত হাদীছে বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি ইষৎ পরিবর্তিত আকারেও অন্য হাদীছে পাওয়া যায়। তবে মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন এবং এর শ্রেষ্ঠাংশ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত।

মে'রাজের এই সংবাদ দ্রুত গতিতে সকল মুসলিম অঞ্চলে পৌঁছে যায়। ছালাতের সময়সূচীও একই সময় পর্যালোচিত হয়। কিন্তু প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশের অপেক্ষায় বা সঠিকভাবে অবগত হওয়ার প্রয়াসে সময়সূচী ভিন্নভাবে হাদীছে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ছালাত আদায় করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শিক্ষা দেন। তাঁর এ প্রশিক্ষণে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় ও পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক্ষণে ছালাত আদায়ে মানসিক, দৈহিক ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি। ছালাত প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। ফলে ছালাতের সময়কাল অনুধাবন পূর্বক প্রস্তুতি গ্রহণে কোন গরমিল হয় না। তবে এই প্রস্তুতি গ্রহণে কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে পবিত্রতা অর্জন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাক-পবিত্র অবস্থায় ওযূ করে সৃজনশীল ভাবগাম্ভীর্যে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হ'তে হয়। কেননা এখানে হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভাব-ভালবাসা সহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উপস্থাপন করতে হয়। এখানে সুগভীর আনুগত্য ও নিগূঢ় প্রেম নিবেদিত হয়

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৪।*

অকৃত্রিম পবিত্র আত্মা ও দেহের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে ইহা পৃথিবীর যেকোন সমাবেশ অপেক্ষা অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সমাবেশ। এখানে সংগৃহিত হয় ছালাত আদায়কারীর এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি হৃদয়ের স্বচ্ছতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু উল্লেখিত বিষয়ে অজ্ঞতার ফলে ভুলত্রুটির সংমিশ্রণ ঘটে। এগুলি সংশোধনের জন্য কুরআন শরীফ অধ্যয়ন এবং এর পথনির্দেশকের আদর্শ বাণী হাদীছ অনুসন্ধান করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য। ছালাতের ওয়াক্ত সম্যক ভাবে অবহিত হওয়ার জন্য জামা'আতের কিছুক্ষণ পূর্বে আযান প্রচার করা হয়। ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই আযানের সুমধুর আহ্বান মুসলিম নর-নারীর হৃদয়ে আবেগময় পরিবেশের সঞ্চার করে। ফলে ঈমানদার আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্কে স্মরণ করে নিজ পেশার কাজকে স্থগিত রেখে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদ পানে ছুটে যায়। অনুরূপভাবে নারীরাও প্রস্তুতি গ্রহণে অগ্রসর হয়। এই প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে ওযূ করা অপরিহার্য। তাই যথানিয়মে ওযূ সেরে ছালাতরূপী অধিবেশনে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়। অতঃপর ছালাতের নিয়ত (সংকল্প) করত, তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বাঁধতে হবে। সাথে সাথে বাস্তব জগতের সকল কর্মকাণ্ড নীরব হয়ে যাবে, হৃদয়ের সংযোগ স্থাপিত হবে মহান আল্লাহ্র সাথে। সিক্ত হৃদয় আলোকময় হবে আল্লাহ্র নূরে। পঠিত হবে কুরআনের আয়াত। মস্তক অবনত (রুকূ) হবে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে। পবিত্রতা প্রশংসা বর্ণনা পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় সিজদায় লুটিয়ে পড়বে মাগফেরাতের আশায়। এভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর চিন্তা করতে হবে ফলাফলে (Result) কিরূপ নম্বর আসতে পারে।

সুপ্রিয় পাঠক! রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর অমোঘ বাণী صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেমনভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ'[৩] উল্লেখ করেই 'শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত' প্রবন্ধের উপসংহার টানছি। আমাদের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের ন্যায় না হ'লে আমাদের সাড়া জীবনে শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পরজীবনের চির শান্তিময় আবাস জান্নাত থেকে আমরা বঞ্চিত হব। অতএব কাল বিলম্ব না করে আমাদের ছালাতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!!

৩. *বুখারী, 'আযান' অধ্যায় ১/৮৮ পৃঃ; মিশকাত 'আযান' অনুচ্ছেদ হা/৬৮৩।*

প্রসঙ্গঃ নিয়ত

*-গোলাম রহমান**

'নিয়ত' আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা, স্পৃহা, সংকল্প ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ ও তাঁর আদেশ্ পালনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয়-মনের লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগকে নিয়ত বলা হয়'।[১]

ইসলামী শরীয়তে নিয়তের তাৎপর্য সর্বাধিক। ইমাম বুখারী (রহঃ) নিয়তের হাদীছ দিয়েই ছহীহ আল-বুখারী সংকলন শুরু করেছেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'সমস্ত কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার সে নিয়ত করে'।[২]

এক্ষণে জানা আবশ্যক যে, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে পড়ার বিষয়, না অন্তরে সংকল্পের বিষয়? বর্তমানে বাজারে প্রচলিত বহু 'নামাজ শিক্ষা' বই পাওয়া যায়, যাতে বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত লেখা আছে। যা মুখস্ত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর। অনেকে নিয়ত মুখস্ত করার ভয়ে ছালাতই পরিত্যাগ করছে। অথচ একজন মানুষ যদি তার ঐ পরিশ্রম দ্বারা কিছু সূরা এবং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ-কালাম মুখস্ত করত, তাহ'লে কতই না উপকৃত হ'তে পারত। মুসলিম মিল্লাতের এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা নিয়তের বিশুদ্ধ পন্থা নির্ধারণে হানাফী আলেমগণ কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা নিরূপণের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

'নিয়ত' অর্থ- সংকল্প। অবশ্য করণীয় বা ইচ্ছাধীন আনুষ্ঠানিক কার্যগুলি সম্পাদনের পূর্বে কর্তার পক্ষে মননের (নিয়তের) দরকার। এইরূপ সংকল্প মনে মনে স্থিরীকৃত হ'লে তাকে 'নিয়ত' বলে। নিয়ত কথায় উচ্চারণ অপরিহার্য নয়।[৩] 'নিয়তের স্থান হ'ল অন্তরে (قلب), যা বুদ্ধি ও মনোযোগের কেন্দ্র।[৪]

১. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) (৬৯১-৭৫১) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **যা-দুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৭১** পৃষ্ঠায় লিখেছেন- 'নবী করীম (ছাঃ)-এর ছালাত সংক্রান্ত যাবতীয় রীতি-নীতি ও আদেশ-উপদেশ পর্যায়ের সব হাদীছ খুঁজে দেখলেও

* *গ্রামঃ দিঘলগ্রাম, পোঃ হাতিয়ান্দহ, সিংড়া, নাটোর।*

১. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ শরীফ (ঢাকাঃ ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী) ১ম খণ্ড পৃঃ ২।*
২. *ছহীহ আল-বুখারী, (মিসর ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ৯।*
৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকাঃ ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশনী) *পৃঃ ৫০।*
৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* (ঢাকাঃ ইঃ ফাঃ বাঃ প্রকাশনী) *১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।*

ছালাতের পূর্বে প্রচলিত গৎ বাঁধা আরবী নিয়ত পড়ার কোন দলীল পাওয়া যাবে না। তিনি নিজে এরূপ নিয়ত পড়েননি। পড়েছেন বলে কেউ বর্ণনাও করেনি। ছহীহ যঈফ কোন প্রকারের বর্ণনায় এর উল্লেখ নেই। কোন ছাহাবী, তাবেঈ কিংবা কোন ইমামও এরূপ নিয়ত পড়েননি।[৫]

২. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী হানাফী (রহঃ) তাঁর **লামআৎ শরহে মিশকাত** গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- 'নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জায়েয নয়। এটি সুন্নাতের বরখেলাফ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে এযাম থেকে-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৬]

৩. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী হানাফী (রহঃ) তাঁর **মাকতূবাত**-এর ১ম খণ্ড ৩য় মাকতূবে লিখেছেন- 'মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ কিংবা যঈফ কোন সূত্রেই প্রমাণিত হয় নাই এবং ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়েননি। বরং যখন ইক্বামত বলা হ'ত, তখন শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। কেননা মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া বিদ'আত।[৭]

৪. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া সম্পর্কে বহুবার আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এ কাজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রমাণিত আছে কি-না? এবং মুহাম্মাদী শরীয়তে এর কোন প্রমাণ আছে কি? আমি উত্তর দিয়েছি যে, মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের কোন একজন হ'তেও প্রমাণিত হয় নাই।[৮]

৫. আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) স্বীয় কিতাব **ফাইযুল বারীর** ১ম খণ্ড ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- فَالنِّيَّةُ اَمْرٌ قَلْبِىٌ 'নিয়ত অন্তরের বিষয়'। ছালাত আদায়কারী যদি অন্তরে সংকল্প করে নেয়, তাহ'লে সকল ইমামের ঐক্যমতে তার ছালাত শুদ্ধ হবে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও ইমামগণ হ'তে প্রমাণিত নয়।[৯]

৬. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **ফাৎহুল ক্বাদীরে** লিখেছেন- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হ'তে কোন ছহীহ কিংবা যঈফ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি, যাতে ছালাত আরম্ভ করার সময় 'আমি এই জন্য ছালাত আদায় করছি' ইত্যাদি কথা বলতে হবে বলে উল্লেখ আছে। বরং তাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য দণ্ডায়মান হ'তেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এতদ্ব্যতীত যা কিছু বলা হয় সব বিদ'আত'।[১০]

৭. মাওলানা কুতুবুদ্দীন হানাফী (রহঃ) ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনায় বলেছেন, 'নিয়ত অন্তরে সংকল্প করেই করতে হবে। মুখে উচ্চারণ করা বৈধ নয়'।[১১]

৮. মিশকাতের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী (রহঃ) লিখেছেন, 'নিয়্যত অন্তরের সংকল্পেরই নাম। সুতরাং কোন বিষয়ে নিয়ত করার কালে অন্তরে সংকল্প না করিয়া শুধু মুখে উচ্চারণ করিলে চলিবে না বরং অন্তরে সংকল্প করিয়া মুখে উচ্চারণ না করিলেও চলিবে'। নামাজের নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নহে। কেননা রছুলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং মুখে উচ্চারণ না করার মধ্যেই রছুলুল্লাহ্‌র এত্তেবা (অনুসরণ) রহিয়াছে। অবশ্য স্মরণের উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করাকে কোন কোন ফকীহ উত্তম বলিয়াছেন' *(আশেয়াতুল লোমআত)*।[১২]

৯. চট্টগ্রাম দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মুহাদ্দিছ ও মুফতীয়ে আযম মাওলানা ফয়যুল্লাহ লিখেছেন- 'নিয়ত আরবী শব্দ। এর অর্থ অন্তরে কোন কাজের সংকল্প করা। সুতরাং তা অন্তরের কাজ। মুখে বলার কোন আবশ্যকতা নেই। যদি মুখে বলা হয়, কিন্তু অন্তরে এর কোন খেয়ালই থাকে না, তবে উক্ত নিয়ত ছহীহ হবে না। আর যদি অন্তরে নিয়ত থাকে, কিন্তু মুখে বলা হয় না অথবা মুখে এর বিপরীত বলা হয়, তবুও কোন অসুবিধা নেই। আলেমগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, উচ্চৈঃস্বরে নিয়ত বলা শরীয়ত বিরোধী কাজ'।[১৩]

১০. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) লিখেছেন- 'নাজাযের নিয়্যত ফরয এবং শর্ত বটে, কিন্তু মৌখিক বলার আবশ্যক নাই। মনে মনে এতটুকু খেয়াল রাখিবে যে, আমি আজিকার যোহরের ফরয নামায পড়িতেছি। সুন্নত হইলে খেয়াল করিবে যে, যোহরের সুন্নত পড়িতেছি। এতটুকু খেয়াল করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত বাঁধিবে। ইহাতেই নামায হইয়া যাইবে। সাধারণের মধ্যে যে লম্বা চওড়া নিয়্যত মশহুর আছে, উহা বলার কোন প্রয়োজন নাই'।[১৪]

মাওলানা শামসুল হক দেউবন্দী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা

---

৫. হাদীছ শরীফ (আধুনিক প্রকাশনি) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২।
৬. শায়খ করমুদ্দীন সালাফী, যবান ছে নিয়ত কারনা (পাকিস্তান ছাপা) পৃঃ ৪।
৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪। *৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।*
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

১০. আল্লামা ইবনুল হুমাম, শরহে ফাৎহুল ক্বাদীর, পৃঃ ২৬৫- ২৬৭।
১১. মাওলানা কুতুবুদ্দীন, মুযাহিরে হক্ব (পাকিস্তান ছাপা), ১ম খণ্ড, ১৭-২৩ পৃঃ।
১২. মেশকাত শরীফ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬।
১৩. মাওলানা ফয়যুল্লাহ্, নিয়তের তরীকা (চট্টগ্রামঃ হাটহাজারী) পৃঃ ৬-৮।
১৪. বেহেশ্‌তী জেওর (কোলকাতা ছাপা) ১ম খণ্ড, ৮৭, ৮৮ পৃঃ; ঐ, বাংলা অনুবাদ (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) পৃঃ ১০২। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, অনুবাদক মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ব্রাকেট দিয়ে মূল বইয়েই লিখেছেন, তবে বুযুর্গানে দ্বীন আরবী নিয়্যত পছন্দ করিয়াছেন। তাই আরবীতে নিয়্যত করিলে ভাল। অতঃপর তিনি ফরয, সুন্নাত, বিতর, তারাবীহ, ঈদায়েন, ক্বাযা ছালাত মোট ২১টি আরবী নিয়ত হরকত ও অনুবাদসহ লিখে দিয়েছেন। =ঐ পৃঃ ১০২-৬ (সংঃ)

করেননি, করতে অনুমতি দেননি এমন কাজ শরীয়তের কোন আবশ্যকীয় কাজ বলে মনে করা এবং তার উপর আমল করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আর বিদ'আত হচ্ছে শিরকে খফী বা সুক্ষ্ম ও গুপ্ত শিরক, যা অতি গোপনে মানুষকে মুশরিক বানিয়ে ফেলে'। হযরত মাওলানা নূর আহমাদ তাঁর 'নিয়তে মুসীবত কেন?' বইয়ে উল্লেখ করেন, যার সারাংশ হচ্ছে, যে কাজ হুযুর (ছাঃ) মুস্তাহাব মনে করেছেন এমন কাজকে অত্যাবশ্যক হিসাবে গ্রহণ করা এবং তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও বিদ'আত। আর নিয়তের ব্যাপারে তো নবী (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণই নেই বরং কতিপয় ফিক্বহবিদের নির্ণেয় মুস্তাহাব। সুতরাং নবী (ছাঃ)-এর কৃত মুস্তাহাব কাজকে ফরয মনে করা যদি বিদ'আত হ'তে পারে তাহ'লে ফক্বীহদের মুস্তাহাব বিদ'আত না হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

সম্মানিত পাঠকবর্গ! উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠের কোন প্রমাণ আছে কি-না। প্রত্যেকটি ভাল কাজ করার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমাদের নিকট নমুনা স্বরূপ। কেননা যখনই নবী (ছাঃ) কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা নবী (ছাঃ)-কে কোন ভাল কাজ করতে দেখেছেন, তখনই ছাহাবাগণ (রাঃ) বাস্তব জীবনে তা করতে শুরু করে দিয়েছেন। নিজের ধন-সম্পদ এমনকি জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে যাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেননি, তাঁরা কেন এহেন ভাল কাজটি করলেন না? নবী (ছাঃ)-এর যাবতীয় কাজ-কর্ম হাদীছের পৃষ্ঠায় স্থান পেল। অথচ নিয়ত পাঠের মত ভাল কাজটা স্থান পেল না কেন? এরপরেও কি মনের কোণে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে? বিদ'আতের গাঢ় অন্ধকার যখন গোটা মুসলিম মিল্লাতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন এক শ্রেণীর লোক ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ রক্ষার তাকীদে মুসলিম সমাজে বিদ'আত প্রতিষ্ঠায় আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমেছে। হে আল্লাহ! বিদ'আতের ধূম্রজাল থেকে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত করে নির্ভেজাল সুন্নাতের পথে পরিচালিত করুন! আমীন!!

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

আমাদের মুক্তি কোথায়?

*-ডাঃ ফারুক বিন আব্দুল্লাহ**

আমাদের যাত্রাপথের শেষ কোথায়? Ultimate goal/Destination কি? কোথায় আমাদের ঠিকানা? পৃথিবীর যিন্দেগীর শেষে আমাদের অবস্থান কোথায়? আদৌ মৃত্যুর পর কোন জীবনের অস্তিত্ব আছে কি-না? এ ব্যাপারে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় অনেকে দোদুল্যমান। আস্তিক-নাস্তিক বস্তুবাদীরা পরজীবন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করলেও যারা আল্লাহ্র একত্ববাদ বা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের পরকাল সম্পর্কে সংশয় কিংবা অবিশ্বাস থাকার কথা নয়।

অগণিত সৃষ্টির অবতারণার মূলে সর্বশক্তিমান রাব্বুল 'আলামীনের যে মহান উদ্দেশ্য বিরাজিত উহা সাধারণ জ্ঞানাতীত। তবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, 'আমি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত ৫৬)। তাই আমরা যারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে মহাপ্রভুর গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করি, যারা আমরা মুসলমান বলে নিজেদেরকে দাবী করি, তারা অবশ্যই একথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুই আমাদের শেষ পরিণতি নয়; দুনিয়ার এই যিন্দেগীই আসল যিন্দেগী নয়। দুনিয়ার এই স্বপ্নায়ু যিন্দেগীর শেষে ক্বিয়ামতের পরে আমাদের আসল জীবন শুরু হবে, যা হবে চিরস্থায়ী এবং অনন্তকাল।

আল্লাহ অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে ও ভালবেসে মানব জাতিকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে খলীফা উপাধিতে বিভূষিত করেছেন। একথা মুসলিম মাত্রই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আখেরাতের যিন্দেগীর পাথেয় দুনিয়াতেই সংগ্রহ করতে হবে। তাই এই চিরস্থায়ী জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই মহা পরাক্রান্ত পরম সত্তা যিনি সপ্ত আসমান ও ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র মালিক, যিনি সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক, যার নির্দেশে বৃহত্তর নভোমণ্ডল থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতর অণু-পরমাণু পরিচালিত হচ্ছে, তিনি অবশ্যই আমাদেরকে বিচার করবেন, একথা প্রতিটি একত্ববাদে বিশ্বাসী মুসলমান অন্তরে ও বাহিরে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের হাতে তিনি বিচারের দিন তুলে দিবেন পৃথিবীর জীবনের প্রতি মুহূর্তের আমাদের জ্ঞাত-অজ্ঞাতের প্রতিটি কৃতকর্মের নিখুঁত বিবরণ। পৃথিবীর যিন্দেগীর কৃতকর্মের বিবরণ স্বচক্ষে অবলোকন করে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে, আমাদের অবস্থান কোথায় হবে স্বর্গে না নরকে? স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ বিবরণে সংযোজন-বিয়োজন, প্রতিস্থাপন, সংশোধন, পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতাই থাকবে না আমাদের। অণুবিজ্ঞানীর চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক পর্যবেক্ষক দল তৈরী করেছে আমাদের প্রতিটি আচরণ, নড়ন-চড়ন, বলন নির্ভুলভাবে।

* *গ্রামঃ চিনিরপটল, পোঃ সাঘাটা, যেলাঃ গাইবান্ধা।*

তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব মহা প্রভু আল্লাহ্‌র অতি সূক্ষ্ম নিখুঁত ও নির্ভুল ব্যবস্থাপনাকে। তাঁর সর্বময় একচ্ছত্র ক্ষমতা ও শক্তিকে। তাঁর সম্পর্কে থাকবে না কোন সংশয়, কোন অবিশ্বাস। সন্দেহের সকল কালিমা মুছে যাবে মুহূর্তের মধ্যেই। কারণ আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম এবং অন্তরের গভীরের প্রতিটি চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন ওয়াকিফহাল। আমরা আমাদের চরম পরিণতির কথা ভেবে তখন কিন্তু পৃথিবীর এই যিন্দেগীতে ফিরে আসার তীব্র অভিপ্রায় ব্যক্ত করব এবং মহাপ্রভুর নিকট সৎ সাধু জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি দিব। এটা নির্মম সত্য যে, মহান সত্তা আল্লাহ সেই সুযোগ আমাদের কোনদিন দিবেন না। কারণ মহাপ্রভু আল্লাহ যিনি সমস্ত শক্তির আধার, যার একচ্ছত্র অধিকার সর্বত্র, যার জ্ঞানের ব্যপ্তি, বিচরণ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনে বিদ্যমান, সেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের অসচ্ছ, অস্পষ্ট বিশ্বাসই আমাদের সকল সর্বনাশের মূল। বিশ্বাসের অস্বচ্ছতার জন্যই আমরা দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছি, নিজেদেরকে স্বাধীন ভেবেছি, নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে অপরের সর্বনাশ করেছি, নিজেদের প্রাধান্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে অন্যের উপর যুলুম-নির্যাতন-অত্যাচার চালিয়েছি, অবাধ সম্ভোগের দ্বারা ধরিত্রীর বুকে আত্মার পরিতৃপ্তি করতে চেয়েছি, ধৈর্য, ত্যাগ ও সংযমের পথ পরিত্যাগ করে উদ্দাম উচ্ছসিত ভাব বিলাসের লীলাভিনয়ে মেতে উঠেছি, পরের মনতুষ্টির জন্য নিজ চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছি, স্রষ্টার অনুসন্ধিৎসু না হয়ে মানব রচিত মতবাদের পদমূলে বসে নানা তত্ত্বকথা শ্রবণ করে জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও পাশবিক চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে অসংখ্যবার সীমালংঘন করেছি।

ক্বিয়ামতের সেই বিচারের দিনে আমাদের এই উপলব্ধি, আত্মসচেতনা আমাদের বিবেককে দংশন করতে থাকবে বৃশ্চিকের মত, অনুশোচনার সুতীব্র দহনে আমরা জ্বলতে থাকব দাউ দাউ করে, কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে বন্যা সৃষ্টি করব, সেই পরাক্রান্ত মহাসত্তা মহাপ্রভুর অসীম কৃপা দয়ার অনুগ্রহ ও সহানুভূতির জন্য। কিন্তু কিছুই লাভ হবে না, কোন ফায়দা হবে না। অরণ্য রোদনের মত শুধু আমরা আকুতি, কাকুতি ও মিনতিই করব। তাহ'লে সেই ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? মুক্তি পাব কিভাবে?

আল্লাহপাক মানুষকে বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়েছেন। মানুষ সভ্যতা বিকাশের জন্য ও নিজের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে আজ আরোহন করেছে। তারপরেও পৃথিবীতে আজ অশান্তির দাবানল প্রতিনিয়ত জ্বলছে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু কিংবা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে সর্বত্র অস্থিরতায় মানুষ আজ দিশেহারা। নৈতিক অবক্ষয়ের ধ্বসে মানব সমাজ ধ্বংসের শেষ প্রান্তে। মানব তৈরী এই শিক্ষা-সভ্যতা-কালচার মানব গোষ্ঠিকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ করেছে। মানুষ উচ্চ শিক্ষিত হয়েও বর্বর পশুর মত আচরণ করছে। অনেক ক্ষেত্রে তার নৃশংস বর্বরতা, হিংস্রতা পশুকেও হার মানাচ্ছে। মানুষের গড়া বিভিন্ন মতবাদ, জীবন পদ্ধতি, মানুষের মধ্যে শুধু বিভেদই সৃষ্টি করেনি, সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বৈষম্য, অশেষ ফিতনা। পৃথিবীর ৬ শত কোটি মানুষ আজ বন্দী হয়ে আছে কিছু সংখ্যক আল্লাদ্রোহী পাপাত্মা বর্বর মানুষের হাতে। তাদের নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ আজ পৃথিবীর নিরীহ মানব সমাজের উপর অসহনীয় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

আবহমান কাল থেকেই চলছে পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব। যখনই মানুষ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই মিথ্যা সে জায়গা দখল করে মানব সভ্যতার বিপর্যয় ঘটিয়েছে। মানব সভ্যতার এই বিপর্যয় পদস্খলন থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীতে তার মনোনীত প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর পংকিল আর্বজনাকে মুছে ফেলার জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অহিপ্রাপ্ত লক্ষাধিক মহামানব নবী ও রাসূল। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে শান্তি এসেছে বার বার। এইসব মহা মানবের তিরোধানের পর মানবরূপী শয়তানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হ'লেও সত্য কখনও সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়নি। সত্যানুসন্ধানী মানুষ পৃথিবীতে শান্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট চিরকাল, আজও সে ধারা বিদ্যমান। এ প্রচেষ্টা চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত।

সন্দেহাতীতভাবেই আমাদের কারো অজানা নয় যে, আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর উপর আমাদের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই, মহা সত্তার নির্দেশে পূর্ব নির্দেশিত কোন সংকেত ছাড়াই যে কোন মুহূর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই মরণ বরণ করতে হবে। এ কথা অন্তর দিয়েই সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে। হৃদয়ে লালন করে প্রস্তুত থাকতে হবে সেই অনিবার্য মৃত্যুর জন্য। যদি আমরা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে, তাঁর দেওয়া পবিত্র জীবন বিধানকে, তবে কেন আমরা সেই পরম পবিত্র সত্তার অস্বচ্ছ ঝাপসার বিশ্বাসে আশ্রয় লই? কেন তাঁর প্রতি পুরাপুরি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি না? তাঁর একচ্ছত্র শক্তি সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হই না কেন? তাঁর মহাসান্নিধ্যে উপস্থিত হবার সুতীব্র কামনা বাসনার অনুভূতি শাসিত করি না কেন? তাকে কাছে পাবার আকুতি-মিনতির চেতনা জাগ্রত হয় না কেন? শেষ বিচারের দিনে সেই ভয়াবহ নাজুক অসহায় পরিস্থিতিতে জবাবদিহির জন্য সর্বোত্তম সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করি না কেন? জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখায় অনন্ত জীবনের সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট কিংবা জান্নাতের অফুরন্ত চিরসুখ-শান্তি আমাদের জানা সত্ত্বেও কেন আমরা শেষ বিচারের দিনে জবাবদিহির জন্য তৈরী হচ্ছি না? তবে একথা প্রদীপ্ত সূর্যের মত স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ্‌র কাছে, যার হাতে আমাদের

জীবন-মরণ ন্যস্ত তার সম্মুখে ক্বিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। পরম পবিত্র মহা সত্তা আল্লাহ্‌র কাছে সন্তোষজনক জবাবদিহির জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস সীসাঢালা প্রাচীরের মত সুদৃঢ় হ'তে হবে। সকল প্রকার অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা বিদূরিত করতে হবে। নিজেদের খেয়াল খুশীমত জীবন যাপন পরিত্যাগ করতে হবে। সকল প্রকার মানব রচিত মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে হবে। অপরের প্রতি যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুনিয়ার যিন্দেগীর প্রাধান্য না দিয়ে পরকালের যিন্দেগীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা বন্ধ করতে হবে। পৃথিবীতে বিদ্যমান পুঁজিবাদ, সমাজবাদসহ সকল প্রকার মানব রচিত বিধানকে বাতিল করে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র শ্বাশত বিধান চালু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য, পদদলিত করে সেই মহাসত্তার ধ্যান-ধারণা ও ইচ্ছাকে নিঃশর্তভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। নতুবা হাশরের দিনে শেষ বিচারে আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবেনা। আজকের পর যেমন আগামীকালের আগমণ সুনিশ্চিত, ঠিক তেমনি দুনিয়ার যিন্দেগীর পর ক্বিয়ামত সুনিশ্চিত। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না' *(জাসিয়া ২৬)*।

ক্বিয়ামতের সেই কঠিন আযাব, আখেরাতে মুক্তি, আল্লাহ্‌র নৈকট্য-সান্নিধ্য লাভের বাসনা, নরকের ভয়াবহ শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ ও অনন্ত অসীম চিরকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশিত অহি-র বিধান চালু ব্যতীত কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীতে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিরোধ করতে হ'লে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানের দিকেই এগুতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রদত্ত অভ্রান্ত অহি-র বিধানের পথে দৃঢ়ভাবে চলার তৌফিক দিন- এটাই আমাদের জীবনের চরম ও পরম চাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' (লোকমান ৩৩)।।

মনীষী চরিত

আযীমুদ্দীন আল-আযহারী

(১৯০১-১৯৬৯ খৃঃ)

*-ডঃ ওমর ফারূক**

সংক্ষেপায়নেঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। বিশেষ করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে তিনি যে অতুলীয় অবদান রেখেছেন তা আন্দোলন প্রিয় যেকোন ভাইকে প্রেরণা যোগাবে বলে মনে করি। এ নিবন্ধে আমরা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও জন্মঃ

নাম মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম আযীমুদ্দীন। লক্বব আল-আযহারী। পিতার নাম রিয়াযুদ্দীন মণ্ডল। মাতার নাম তামসা খাতুন। তিনি রাজশাহী যেলার চারঘাট উপযেলাধীন বাদুড়িয়া গ্রামে আনুমানিক ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের দুমকা যেলার ইসলামপুর গ্রামে মাওলানা আয়েনুদ্দীন** ছাহেবের মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততিঃ

১৯২২ সালে তিনি উস্তাদ মাওলানা আয়েনুদ্দীনের জ্যেষ্ঠা কন্যা আকলীমা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯২৫ সালে যখন তিনি মিসর যাত্রা করেন, তখন তিনি একটি পুত্র সন্তানের পিতা এবং ঐসময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি মোট দুই পুত্র ও দুই কন্যার পিতা ছিলেন।

মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাঃ

সে কালে প্রায় প্রতিবছর জামিরার মাওলানা যাকারিয়া

** ডাইরেকটর (অবঃ), সায়েন্স ল্যাবরেটরী, রাজশাহী। মরহূমের জ্যেষ্ঠ পুত্র।*

*** মাওলানা আয়েনুদ্দীন একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। তিনি কিছুকাল রাজশাহী যেলার জামিরা গ্রামের মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের ওল্ড স্কীম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। কিন্তু দেনা-পাওনা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দেন। অতঃপর স্বগ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলে পূর্ববাংলার কিছু তালেবুল এলেম তাঁর সাথে গমন করেন। মাওলানা আযীমুদ্দীন ছিলেন তাদের অন্যতম।*

ছাহেবের গ্রামে বার্ষিক জালসা ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হ'ত। প্রায় ৭দিন ধরে এ অনুষ্ঠান চলত। কথিত আছে যে, মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের পিতা মাওলানা মুহাম্মাদের সময় তাঁর মুরীদানের সর্বমোট জুম'আ মসজিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০। মসজিদের সংখ্যা থেকেই মুরীদানের সংখ্যা অনুমান করা যায়।

ঘটনাক্রমে মাওলানা আযীমুদ্দীন এরূপ কোন এক জালসায় উপস্থিত হন। নতুন তালেবুল এলেম হিসাবে তাঁকেও উক্ত জালসায় কিছু বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। মাওলানা আযীমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতার একপর্যায়ে এমনকি পীরগিরিকে ইসলাম পরিপন্থী কাজ বলে তিনি ফৎওয়া দেন। তাঁর বক্তব্যে মাওলানা যাকারিয়া হতভম্ব হয়ে যান এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সভামঞ্চেই তাঁকে ভর্ৎসনা করেন ও মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। বলা বাহুল্য যে, এটাই তাঁর জন্য শাপে বর হয়।

মাওলানা আযীমুদ্দীন উক্ত সভামঞ্চ থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, এমন প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করব, যার তুলনা বিরল। অতঃপর তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সংকল্প করেন। যা তার মত একজন বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য তদানীন্তন সময়ে একটি অলীক কল্পনা বৈ কিছুই ছিল না।

মিসরের পথে মাওলানা আযীমুদ্দীনঃ

জ্ঞান পিপাসু আযীমুদ্দীন স্ত্রী ও সন্তানদের মায়া ত্যাগ করে মিসর যাবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কোলকাতা রওয়ানা হন। কোলকাতা পৌঁছে হুগলী যেলার ব্যবসায়ী আফযাল হোসাইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। আফযাল হোসাইন সে বছর হজ্জ করতে মক্কা যান। আযীমুদ্দীন তার সঙ্গে মক্কা গিয়ে প্রথমে হজ্জ সম্পন্ন করেন। অতঃপর হজ্জব্রত পালন করে ১৯২৫ সালের কোন এক সময়ে মিসর গমন করেন। মিসর পৌঁছে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে দেশে সংবাদ দেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ১১ বছরের ছাত্র জীবনের ৭-৮ বছরের খরচ তাঁর বড় ভাই মুহাম্মাদ আব্দুশ শুকূর এবং শ্বশুর মাওলানা আয়েনুদ্দীন যৌথভাবে বহন করেন। শেষ ৩-৪ বছরের খরচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করে।

মেধাবী ছাত্র আযীমুদ্দীনঃ

সে সময় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫০ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করত। আযীমুদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ক্লাসে তিনি সবসময় প্রথম হ'তেন। একজন মিসরীয় ছাত্র তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষায়ও আযীমুদ্দীন প্রথম স্থান অধিকার করেন। আর ঐ মিসরীয় ছাত্রটি ২য় স্থান অধিকার করে। এতে ঐ ছাত্রটি ক্ষুব্ধ ও মারমুখো হয়ে ওঠে। লেখাপড়ার শেষ পর্যায়ে মিসরীয় এক ভদ্রলোকের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তিনি আযীমুদ্দীনকে দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। এদিকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর পরীক্ষার ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন মিসরীয় ৮০০ টাকায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ দিন দেশ ত্যাগের বেদনা এবং প্রাণের ভয়ে তিনি মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনঃ

দীর্ঘ ১১ বছরের ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ১৯৩৬ সালের কোন এক সময়ে আযীমুদ্দীন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ব্যস্ততার কারণে তিনি নিজস্ব মালামাল এবং বহু মূল্যবান কিতাব সঙ্গে আনতে পারেননি।

কর্মজীবনঃ

কর্মজীবনের শুরুতেই জনাব আযীমুদ্দীন মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে চাকুরী পান। কিন্তু সংস্কারমনা আযীমুদ্দীন সুদূর মিসরে অধ্যাপনা না করে দেশেই ফিরে আসেন। দেশের অশিক্ষিত সমাজকে সুশিক্ষিত করার মানসে তিনি বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এর মধ্যে পাবনা যেলার কৃষ্ণপুর মাদরাসা, রাজশাহী যেলার ভায়ালক্ষ্মীপুর ও চর আলাতুলী মাদরাসা, দিনাজপুর যেলার আকরগ্রাম মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আদর্শ শিক্ষক মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারীঃ

মাওলানা আযীমুদ্দীন ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ ও আদর্শ শিক্ষক। সময়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ছাত্রদের সঠিক শিক্ষাদানই ছিল তাঁর মহান ব্রত। অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিনি সাধারণত ক্লাস বর্জন করতেন না। অন্যান্য শিক্ষকদের ক্লাসের প্রতিও বিশেষ নযর রাখতেন তিনি। কোন ছাত্রের পক্ষে পড়া ঠিক না করে ক্লাসে আসা ছিল বিপদজনক।

১৯৫০ সালের ঘটনা। তিনি তখন পাবনার কৃষ্ণপুর মাদরাসার শিক্ষক। তাঁর বড় ছেলে ঐ মাদরাসারই ছাত্র। একদিন ক্লাসে তিনি পড়া ধরলে কোন ছাত্রই সঠিক ভাবে পড়া শুনাতে পারেনি। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে সকল ছাত্রকেই বেদম প্রহার করেন। সবশেষে নিজ ছেলের পালা। তিনি ধারণা করেছিলেন ছেলে নিশ্চয়ই পড়া পারবে। কিন্তু না। ছেলেও সেদিন পড়া ঠিক করে আসেনি। হতাশ হ'লেন মাওলানা আযীমুদ্দীন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুরো ক্লাস সেদিন নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সেদিনের পর থেকে সকল ছাত্রই পড়া ঠিক করে ক্লাসে আসত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেন, সেদিনের সেই প্রহার সারা জীবন আমাকে লেখাপড়া করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। যখনই লেখাপড়ায় অলসতা আসত তখনই চোখের সামনে পিতার বেত হাতের রণমূর্তি ভেসে উঠত।

শিক্ষক হিসাবে এই কঠিন হৃদয় মানুষটিই পিতা হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত কোমল। এই ঘটনার দিন সন্ধ্যায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। পিতা ছেলের জামা খুলে দেখেন পাঁচটি বেতের বাড়ির আঘাতে পাঁচটি লম্বা ক্ষতের

সৃষ্টি হয়েছে। মাওলানা আযহারী নিজে সেই ক্ষতে মলম লাগাচ্ছেন আর চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। ছেলেও কাঁদছে। তাঁর হাতে গড়া আলেমদের প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁর হাতের বেতের বাড়ি কোন আঘাত নয় বরং এক একটি দাগ শিক্ষার এক একটি আলোকবর্তিকা ছিল।

'কু আনফুসাকুম ওয়া আহলীকুম না-রা' 'নিজে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচ এবং নিজ পরিবারকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬)*। আল্লাহপাকের এই অমোঘ নির্দেশ পালনে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। নিজ সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও আহালদের ধর্মকর্ম পালনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতেন। একদিন এক মুছল্লী তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র ওমর ফারূক সম্বন্ধে কলের গান শুনার নালিশ করলে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে ডাকেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কলের গান শুনেছ? ছেলে ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ শুনেছি। তিনি তখন মুছল্লীদের সামনেই ছেলেকে চূড়ান্ত শাসন করেন এবং এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আস্ত রাখবে না বলে ভয় দেখান। অতঃপর সবার সামনে ছেলেকে তওবা পড়ান। এ ঘটনা উপস্থিত মুছল্লীদের অভিভূত করে।

ছাত্রবৃন্দঃ

বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর ইলমের ভাণ্ডার দেশের অগণিত জ্ঞান পিপাসু ছাত্রের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মৌচাক থেকে মধু আহরণের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। যাদের অনেকে এখনও বেঁচে থেকে দ্বীনী অঙ্গনে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা দাউদ, মাওলানা জালালুদ্দীন, মাওলানা কফীলুদ্দীন, মাওলানা সিরাজুদ্দীন ও মাওলানা জাবেদ আলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বর্তমানে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত আছেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণঃ

দেশে ফেরার পর মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী আহলেহাদীছ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহা জাতিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমৃত্যু সাধনা করে গেছেন তিনি। পরিণামে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু থেমে থাকেননি কখনো।

পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যখন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) পাবনার বাঁশবাজার জামে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন স্থানে আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং প্রেস স্থাপন করেন, তখন অনতিদূরে কৃষ্ণপুর মাদরাসায় মাওলানা আযহারী চাকুরীরত ছিলেন। এই সময় পাবনায় হিজরত কারী মাওলানা মাওলা বখ্শ নদভীও স্থায়ীভাবে পাবনায় বসবাস করছিলেন। শহরের শালগাড়িয়ার মাওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী তখন বাঁশবাজার জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী তাঁদের সবাইকে আহ্বান করে একই প্লাটফরম থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করেন। মাওলানা আযহারী, মাওলানা নদভী এবং মাওলানা আনছারী এ সময় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা আযহারী সাংগঠনিক প্রায় সকল কমিটিতেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাত্র শিক্ষকতার সময়টুকু বাদে বাকী সময়টা এই আন্দোলনের জন্যই তিনি ব্যয় করতেন।

সংস্কারক মাওলানা আযীমুদ্দীনঃ

মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী ছিলেন একজন সুনিপুণ সংস্কারক। দেশে ফিরে কাল বিলম্ব না করেই তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। নিজেকে একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর নিম্নোক্ত অভিযান গুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।-

১. ঈদের ছালাত মাঠে আদায়ের অভিযানঃ তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর নিজ গ্রাম বাদুড়িয়া, পার্শ্ববর্তী জামিরা, জয়পুর, গোবিন্দপুর, পাশুন্ডি, চককাপাসিয়া, আগলা, শ্রীখণ্ড, ইউসুফপুর, দুর্লভপুর, জোত ভাগিরতপুর প্রভৃতি আহলেহাদীছ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে লোকেরা জুম'আ মসজিদেই ঈদের ছালাত আদায় করে থাকে। তিনি প্রথমেই এটা বন্ধের প্রচেষ্টা চালান এবং কামিয়াব হন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে জয়পুর এবং বাদুড়িয়া গ্রামের মাঝখানে প্রায় ১০ বিঘা জমি ওয়াক্ফ করে একটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একমাত্র জামিরা ব্যতীত উপরোক্ত সকল গ্রামের মুছল্লীরা এই ঈদগাহ মাঠে আজও ঈদের ছালাত আদায় করছেন। তাঁর এই আন্দোলনের মাধ্যমেই ঈদের আনন্দ জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠে।

২. নির্ধারিত সময়ে ফিৎরা আদায়ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক ঈদের ছালাতের পূর্বেই ফিৎরা আদায়ে তিনি কঠোরতা আরোপ করেন এবং সকলকে সময়মত ফিৎরা আদায়ে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করেন। যারা ছালাত ও ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে তিনি কাফফারা নির্ধারণ করেন। তেমনিভাবে ধূমপান সহ অন্যান্য অসামাজিক কাজের জন্য শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি চালু করেন। তাঁর এ সংস্কার আন্দোলনের ফলে পুরো সমাজ একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর সমাজে পরিণত হয়।

৩. পরধর্মে সহিষ্ণুতাঃ তিনি অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের কর্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপারেও বিশেষ নযর দেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ফুদকীপাড়া, ঘোষপাড়া ও

ইউসুফপুরের হিন্দু অধিবাসীদের সাথে প্রায়শঃ মুসলমানদের ঝগড়া হ'ত। তিনি কঠোর নির্দেশ জারী করলেন যে, হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী। তাদের উপর কোন প্রকারের যুলুম ইসলাম বিরোধী কাজ। তাঁর এ নির্দেশে জাদুমন্ত্রের মত কাজ হ'ল। যাবতীয় অনাচার বন্ধ হ'ল। হিন্দুরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল এবং মাওলানা আযহারীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

৪. পীরপূজার বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদানঃ

মাওলানা আযহারীর সংস্কার আন্দোলনে সাড়া না দিয়ে এতদঞ্চলের সবচেয়ে বড় আহলেহাদীছ গ্রাম জামিরার মাওলানা যাকারিয়া তাঁর বাড়ী সংলগ্ন জুম'আ মসজিদেই ঈদের ছালাত আদায় করতে লাগলেন এবং পীর-মুরীদি অব্যাহত রাখলেন। মাওলানা আযহারী পীর পূজার বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানেন। তিনি একে নাজায়েয এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিপন্থী কাজ বলে ফৎওয়া দেন।

৫. শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনঃ

মাওলানা আযহারী ছিলেন শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন। কবর, মাযার প্রভৃতিতে মানত, নযর-নিয়ায প্রদান ও মীলাদ-ক্বিয়াম এর বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যান। তিনি প্রচলিত ফিক্বহ শাস্ত্রের ফৎওয়াকে নাকচ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে ফৎওয়া দিতেন। ফলে দূর-দূরান্তের বহু লোক দলে দলে এসে তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান নিয়ে যেত।

৬. গ্রামভিত্তিক একটি জুম'আ মসজিদ ও মসজিদে মসজিদে মক্তব চালুঃ

চল্লিশ দশকের শেষ দিক থেকে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে বাদুড়িয়া ও আশ-পাশে একই গ্রামে একাধিক জুম'আ মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা হ'ত। তিনি এক গ্রামে একাধিক জুম'আ মসজিদের বদলে মাত্র একটি করে জুম'আ মসজিদ করার আহ্বান জানান। এতে সাড়া দিয়ে প্রায় গ্রামেই একটি করে জুম'আ মসজিদ করা হয়। ফলে পাড়ায় পাড়ায় মতানৈক্য ও দলাদলি প্রশমিত হয় এবং সাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মসজিদে ছোট ছোট মাদরাসা চালুরও ব্যবস্থা করেন। ফলে গ্রামের অভাবী জনগণও তাদের ছেলে-মেয়েদের কুরআন-হাদীছের জ্ঞান দানে সক্ষম হয়। অনেক গ্রামে রাতের বেলায় বয়স্কদের কুরআন-হাদীছ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

৭. পানি সংকট দূরীকরণঃ

শুধু ধর্মীয় সংস্কারই নয় বরং জনকল্যাণমূলক কাজেও মাওলানা আযহারী ছিলেন অনন্য। পানি সংকট দূরীকরণে পুকুর খনন, কূয়া এবং টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করতেন। ফলে অনেক গ্রামের দীর্ঘদিনের পানি সংকট দূরীভূত হয়।

অসুস্থতা ও নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তনঃ

১৯৬২ সালে দিনাজপুরের আকরগ্রাম মাদরাসায় চাকুরী রত অবস্থায় তিনি উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁর শরীরের বাম দিকে প্যারালাইসিস হয়ে যায়। চিকিৎসার পর কিছুটা আরোগ্য লাভ করলেও স্বাভাবিক জীবন আর ফিরে পাননি। লাঠিতে ভর করে হাঁটা চলা করতে পারতেন। এ অবস্থায় তিনি নিজ গ্রাম বাদুড়িয়ায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু এমন সাংঘাতিক অসুখও তাঁর মনোবল কেড়ে নিতে পারেনি। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি বাদুড়িয়া গ্রামের পুরোনো মাদরাসাটিকে একটি আদর্শ মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন।

মৃত্যুঃ

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তিনি আস্তে আস্তে সুস্থতা লাভ করতে থাকেন। ১৪ই আগস্ট ১৯৬৯ সালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হবে স্থির হয়। কিন্তু ঐ দিনই তিনি পুনরায় অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন এবং বড় ছেলেকে তিনি সাংসারিক সকল দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। অতঃপর ঐদিনই রাত সাড়ে ৯-টায় তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হে ও ইন্না ইলায়হে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

রচনা ও পাঠাগারঃ

মাওলানা আযহারী বাংলা ভাল বলতে পারলেও তেমন লিখতে পারতেন না। শেষ জীবনে উর্দূতে একখানা বই রচনা করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি এখন পাওয়া যাচ্ছে না।

তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীতে বহু কেতাব সঞ্চিত ছিল। যেমন মিশকাত, মুওয়াত্ত্বা মালেক ও কুতুবে সিত্তাহ ছাড়াও, হাদীছের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ যেমন ফাৎহুল বারী, তুহফাতুল আহওয়াযী, আউনুল মা'বূদ প্রভৃতি গ্রন্থ, তাফসীরে ইবনে জারীর, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, কাশশাফ, বায়যাভী, জালালায়েন, তাফসীরে ছানাঈ, তাফসীরে কালামুর রহমান ইত্যাদি। ফিক্হ গ্রন্থের মধ্যে মুনিয়াতুল মুছাল্লী, হেদায়া, শরহে বেকায়া, কানযুদ দাক্বায়েক্ব, শামী, আলমগীরী প্রভৃতি কেতাব ছাড়াও ইলমে ছারফ, নাহু, বালাগাত, মানতেক ও লোগাত এবং গোলেস্তাঁ, বুস্তাঁ, সেকান্দার নামা প্রভৃতি ফারসী কেতাব সমূহ সহ ৭৪ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও প্রায় সব কিতাবই তাঁর আলেম ছাত্রদের কাছে চলে গেছে।।

নবীনদের পাতা

মাদকতাঃ সুশীল সমাজ ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার

-ইমামুদ্দীন*

'কে করেছে সুরা সৃষ্টি তরল গরল?
কে গড়েছে নারী মূর্তি রূপের অনল?
ছেড়ে থাকা দুই যদি তাহার বিধান
সে বিধি পালন তবে দিক দৃঢ় প্রাণ'

-ওমর খৈয়াম।[১]

মাদকদ্রব্য হচ্ছে সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গলের প্রধান উৎস। মাদকের নীল নেশায় ক্ষয়ে যাচ্ছে আমাদের তারুণ্য। মাদকতার গহীন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সমাজ। মাদক সেবনকারীরা মানব রূপী নরপশুতে পরিণত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবন করে তার মোহিনী নেশায় বিভোর হয়ে কলঙ্কের প্রতীক হয়ে সমাজে তারা নির্দ্বিধায় দিনাতিপাত করছে। বর্তমানে মাদক সেবন যেন একটি সামাজিক রীতি-নীতিতে এমনকি আধুনিকতায় রূপ নিয়েছে।

আবাল-বৃদ্ধ-বনীতা সকলেই মাদকতার বিষাক্ত প্রেমে আসক্ত। মাদক সেবীরা এটাকে সভ্যতা বলে জ্ঞান করছে। মাদকদ্রব্য সেবন করে মাতলামির শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্বীয় কাণ্ড-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধিকে খুইয়ে তারা মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে প্রতিনিয়ত অশালীন আচরণ করছে। তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস এবং ধূমপায়ীদের কৃষ্ণ ধোঁয়া সর্বদা ধরিত্রীর পবনকে দূষিত করে চলেছে। এ সমস্ত মানবরূপী দানবরা স্বীয় গৌরব ও কৃষ্টি-কালচারকে ভুলতে বসেছে। সভ্য নামের এই নোংরামী অসভ্যতা আজ মানব সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।

মানুষ এর আকর্ষণে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের পুরানো গৌরবও স্মৃতি ভুলে গিয়ে মদের নেশায় গা ভাসিয়ে দিনাতিপাত করছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ মুসলিম সমাজ তথা মানব সমাজ অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত হচ্ছে। সামাজিক শান্তি শৃংখলা চিরতরে বিদায় নিয়েছে। সমাজ যেন নরকে পরিণত হয়েছে। শান্তির পায়রা যেন নিভৃতে গুমরে মরছে।

মাদকদ্রব্য কি?

আভিধানিক বিশ্লেষণঃ মদ- বি. ষড় রিপুর অন্যতম, নিজের উপর অলীক শ্রেষ্ঠত্বের আরোপ, দম্ভ (ধনজনযৌবন-মদে মত্ত), প্রমত্ততা, সম্মোহ; আনন্দজনিত মত্ততার আবেশ।[২] মদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Wine- n. the fermented juice of grapes, or any liquor made from other fruits. অর্থাৎ দ্রাক্ষাসব বা অন্য যে-কোন ফল হ'তে প্রস্তুত মদ্য।[৩] মদের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল اَلْخَمْرُ যার আভিধানিক অর্থ আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, ঢেকে ফেলা। خِمَارٌ শব্দটি خَمْرٌ ধাতু থেকে নির্গত। এ শব্দটি خِمَارُ الْمَرْأَةِ থেকে মুশতাক হয়েছে। কেননা ওড়না যেভাবে মাথা ও বুক ঢেকে ফেলে অনুরূপ মদও জ্ঞানকে ঢেকে ফেলে। এজন্য মদকে 'খামর' (خمر) বলা হয়। যেমন- কবি বলেন,

اَلاَ يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاكُ سَيْرًا × فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمْرَ الطَّرِيْقِ-

অর্থাৎ 'হুঁশিয়ার হে যায়েদ ও যাহ্হাক! তোমরা মদে আচ্ছন্ন সমতল নিম্নভূমি পার হচ্ছ'।[৪]

পারিভাষিক বিশ্লেষণঃ মদের সংজ্ঞায় আল্লামা শাওকানী বলেন,

اَلْخَمْرُ: مَاءُ الْعِنَبِ الَّذِىْ غَلاَ وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَمَاخَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ خَمْرٌ

অর্থাৎ 'খামর হচ্ছে অঙ্গুরের রস, যা পানির উপর জয়ী হয় এবং ফেনা প্রকাশ পায় এবং আঙ্গুরের রস ব্যতীত অন্য যা কিছু মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে, তাই খামর'।[৫]

* মাদকাসক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার National Council on Alcoholism মন্তব্য করে যে, "Alcoholism is an addiction to alcohol that entails several harmful consequences including damage to the brain, liver or other organs as well destructive effects on the alcoholic's own life and that of alcoholic's family."

অর্থাৎ 'মাদকাসক্তি হচ্ছে এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় সেবনের প্রতি অভ্যাস, যা মস্তিষ্ক, যকৃত সহ মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয় মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার নিজ জীবন ও তার পরিবারের জীবনও বিপন্ন করে দেয়'।[৬] হাদীছ শাস্ত্রে মদ বলতে প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসকেই বুঝায় আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম।[৭]

---

* *আলিম ১ম বর্ষ,* আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

১. *নির্বাচিত বাণী চিরন্তন, সংগ্রহ ও সম্পাদনাঃ সিকদার আবুল বাশার* (ঢাকাঃ নওরোজ সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশঃ জুলাই -১৯৯৫ ইং) *পৃঃ ৪৯৭।*

২. সংসদ বাংলা অভিধান, (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারী-১৯৮৪ইং), পৃঃ ৫৫৫।

৩. *Sailenda Biswas, Samsad English-Bengala Dictionary (Calcutta: Sahitya samsad, 32nd Impresson: August-1993), p-1313.*

৪. *ইমাম শাওকানী, ফৎহুল ক্বাদীর (মক্কাঃ মাকতাবাতুল ফায়ছালিইয়া, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯-২২০।*

৫. *ঐ, পৃঃ ২২০।*

৬. *আ,ফ,ম, খালিদ হোসেন, প্রবন্ধঃ মাদকাসক্তি নিরোধে মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষা, মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক কাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ১৫০।*

৭. মুসলিম। গৃহীতঃ ওয়ালিউদ্দীন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাত্বিব আত-তাবরিজী, মেশকাতুল মাসাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ৩১৭।

যে সব মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' মাদকদ্রব্যের এক আন্তর্জাতিক শ্রেণী বিভাজন করেছে এভাবে-

১. **স্নায়ু নিস্তেজক মাদকঃ** (ক) নারকোটিক জাতীয়, যেমন হেরোইন, মরফিম, আফিম, পেথিড্রিন, কোডিন (ফেনসিডিল), মেথাডন। (খ) বাররিচুরেট জাতীয়, যেমন- গার্ডিনাল, ফেনোবারবিটন, সেনোরিল, পেনটোবার বিটন। (গ) প্রশান্তিদায়ক ওষুধ, যেমন- ডায়াজিপাম, নাইট্রোজিপাম, ক্লোবাজাম ইত্যাদি। (ঘ) মদ জাতীয়, যেমন- বিয়ার, ব্র্যাণ্ডি, হুইসকি, ভদকা, রাম, বাংলামদ, জিন, রেকটিফাইড স্পিরিট, ৫% এর অধিক এ্যালকোহল যুক্ত কোন তরল পদার্থ।

২. **স্নায়ু উত্তেজক মাদকঃ** (ক) ক্যানাবিস জাতীয়, যেমন- গাঁজা, মারিজুয়ানা, ভাং, হাশিস, চরস, সিদ্ধি। (খ) এমফিটামিন জাতীয়, যেমন- রিটালিন, ডেকসোড্রিন, মেথিডিন। (গ) কোকেইন জাতীয়, যেমন- কোকেইন বড়ি, নস্যি বা পেষ্ট।

৩. **মায়া বিভ্রম উৎপাদনকারী মাদকঃ** যেমন- এলএসডি, মেসকোলিন।

৪. **বিবিধ মাদকদ্রব্যঃ** (ক) তামাক জাতীয়, মেযন- বিড়ি, চুরুট, সিগারেট, হুক্কা, জর্দা, সাদাপাতা, খৈনী, দাঁতের গুল, নস্যি ইত্যাদি। (খ) পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যঃ যেমন- পেট্রোল শোঁকা, জুতা পালিশ শোঁকা, অ্যারোলস, গ্যাস, তেল, নিক্স, ভিক্স ইত্যাদি।[৮]

সর্বগ্রাসী ধূমপানের অন্ধমোহে মানুষ উন্মাদঃ ধূমপান মাদকদ্রব্যেরই অংশবিশেষ। রাক্ষসী ধূমপানের কবলে পড়ে আজ মানব সমাজ অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। এই সুন্দর সুশীল সমাজে যেন শান্তির কবর রচিত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১.১ লক্ষ কোটি ধূমপায়ী প্রতিবছর ৬০০০ মিলিয়ন (৬০০ কোটি) সিগারেট খাচ্ছে। যার মধ্যে ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি ধূমপায়ী আমাদের মত গরীব উন্নয়নশীল দেশের। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে শতকরা ৪৭ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ১২ ভাগ মহিলা ধূমপায়ী রয়েছে।[৯] হিসাব করে দেখা যায় যে, ধূমপানের বর্তমান ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহ'লে ২০২০ দশকে প্রতিবছর ১ কোটি লোক ধূমপানের কারণে মারা যাবে। যার মধ্যে ৭০ লাখ মারা যাবে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।[১০]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ প্রকাশনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ পুরুষ ও ১৫ ভাগ মহিলা ধূমপায়ী এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মোট জনগোষ্ঠীর ৩৭ ভাগ ধূমপায়ী। ১৯৯৭ সালের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি মানুষ ধূমপান করে।[১১] ১৫ থেকে ২০ বছরের তরুণদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা শতকরা ২৩.৩ ভাগ।[১২] বাংলাদেশে প্রতিবছর ধূমপানে ব্যয় হয় ৩৫০ কোটি টাকা।[১৩] বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রধান কারণ।[১৪] পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সিগারেটে প্রায় ১২ হাযার রকমের পদার্থ আছে, যার কোনটিই আমাদের জন্য উপকারী নয়। বরং সব ক'টিই ক্ষতিকর।[১৫] উল্লেখ্য যে, চীনে প্রতিদিন ২৫০০ জন ধূমপানের কারণে মৃত্যুবরণ করছে।[১৬] উপস্থাপিত আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে যে, ধূমপানের বিষক্রিয়া কত জটিল। বিধায় ধূমপান নিরোধন সকলের সামাজিক দায়িত্ব। আজ ভাবতে ভাবতে হৃদয় স্পন্দন থমকে দাঁড়ায় যে, কিভাবে উচ্চ ডিগ্রীধারী লোকগুলো ধূমপানে ব্যস্ত? এর গূঢ় রহস্যই বা কোথায়? যদিও মূর্খ বা সাধারণ ব্যক্তিদের বেলায় দোষটা স্বতন্ত্র ধরে নেয়া হয়। মূলতঃ উচ্চ ডিগ্রীধারীর মুখের সিগারেটটিই সাধারণ মানুষের অক্ষি কাড়ে। সাধারণতঃ প্রতিটি সিগারেটের প্যাকেটে সুন্দর ভাবে লিখা আছে 'সংবিধিবদ্ধ সর্তকীকরণঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'। বাহ! কি চমৎকার। আজব দেশের আজব লীলা!

আমাদের সকলকে সামাজিক দায়িত্ব ভেবে ধূমপান মুক্ত জীবন গড়ার উচ্চাভিলাষ নিয়ে সমাজ হ'তে ধূমপান উৎখাত করতে হবে। তাহ'লেই কাঙ্খিত সুশীল সমাজ ফিরে পাব ইনশাআল্লাহ। নচেৎ আমাদের হৃদয়াভিলাষ ফলপ্রসূ হবে না। সুতরাং আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিৎ 'Leate the pack belind' অর্থাৎ 'আর নয় ধূমপান'।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মাদকদ্রব্যঃ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ইসলামের প্রথম যুগেও মদ্য পান স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। সাধারণতঃ মানুষ এর বাহ্যিক উপকারিতার প্রতিই লক্ষ্য করেই তা পান করত। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের পর এটিকে একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ক্রমান্বয়ে মদকে হারাম করা হয়। যা নিম্নরূপ-

প্রথম পদক্ষেপঃ পবিত্র কুরআনে মদ সম্পর্কে বিঘোষিত বাণী সর্বপ্রথম মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর তা হ'ল এই, এরশাদ হচ্ছে- 'আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য ও উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে' (নাহল ৬৭)।

৮. ডাঃ মাহবুব মোরশেদ, প্রবন্ধঃ মাদক নির্ভরতায় ক্ষতিঃ করণীয় এবং চিকিৎসা, সাপ্তাহিক অহরহ, (ঢাকা), ২৫২ সংখ্যা, ২৫-৩১ আগষ্ট-১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৪০।

৯. *আব্দুল আওয়াল, প্রবন্ধঃ ধূমপান এক বিধ্বংসী মরণাস্ত্র, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী' ৯৯ পৃঃ ২৯।*

১০. দৈনিক বার্তা, রাজশাহী, ১৮ বর্ষ, ৩২৪ সংখ্যা, ২৬ শে ডিসেম্বর-১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩, কলাম ৩।

১১. *দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে অক্টোবর - ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩ কলাম-১।*

১২. *প্রফেসরস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জুলাই-১৯৯৮ ইং, পৃঃ ৫০।*

১৩. *আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী '৯৯ পৃঃ ২৯।*

১৪. *দৈনিক বার্তা, ২৬শে ডিসেম্বর -১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩, কলাম ৩।*

১৫. *ধূয়াঁর কবলে জীবন ক্ষয়, প্রকাশকঃ সরোয়ার জাহান, প্রকাশকালঃ ১৯৯২ ইং, পৃঃ ৫।*

১৬. *সাপ্তাহিক অহরহ, ২৮৯ সংখ্যা, ১০-১৬ মে ২০০০ ইং, পৃঃ ২১।*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তা দ্বারা নিজেদের খাদ্য তৈরির কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা তারা কি প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য প্রস্তুত করে নিজেদের বুদ্ধি বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে।

অত্র আয়াতে শুধুমাত্র খারাপ খাদ্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে। হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়নি। মানুষের অবগতির জন্য ভালো-মন্দের পরিচয় দেয়া হ'ল মাত্র।

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর কতিপয় ছাহাবী মদের অকল্যাণ অনুভব করলেন। মদীনায় হযরত ওমর (রাঃ) সহ বেশ কয়েকজন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়' *(বাক্বারাহ ২১৯)*।

আলোচ্য আয়াতে শুধুমাত্র মদের অপকারিতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে কিছু উপকারিতারও। তবে পরিষ্কারভাবে হারাম বলা হয়নি। যেন মদ পরিত্যাগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিধায় অনেক ছাহাবী এর পর মদ পান ছেড়ে দিলেন এবং অনেকে ভাবলেন হারামতো বলা হয়নি। তাই সেবন করতে থাকলেন। তবে আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে উপকার অপেক্ষা অপকারটাই বেশী।

তৃতীয় পদক্ষেপঃ তৃতীয় পর্যায়ে শুধু ছালাতের সময় মদপান করতে নিষেধ করা হয়েছে। একদিন হযরত আব্দুর রহমান বিন 'আওফ ছাহাবীগণের মধ্য হ'তে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং সবাই মদ পান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের ছালাতের সময় হ'লে সবাই ছালাতে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তিনি قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন। অতঃপর ছালাত অবস্থায় মদ্যপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে আয়াত অবতীর্ণ হয়- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাক, তখন ছালাতের ধারে কাছেও যেওনা' *(নিসা ৪৩)*।

আলোচ্য আয়াতে ছালাতের সময় মদ্যপান হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখন পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। অনেক ছাহাবী এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে ছালাত থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে কাছে যাওয়া উচিৎ নয়, যা মানুষকে ছালাত থেকে বিরত রাখে। মোটকথা তখন মদ্যপায়ীদের সংখ্যা খুবই হ্রাস পেয়ে গেল।

চতুর্থ পদক্ষেপঃ যেহেতু ছালাতের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ ছালাতের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন ছাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন। যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মদ্য পানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আরবদের প্রথানুযায়ী নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হ'ল।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যাতে আনছারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনছার রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ-এর মাথায় ছুড়ে মারলেন। এতে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। পরে সা'দ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! মদ সর্ম্পকে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দাও'।

তখনই সূরা মায়েদায় উদ্ধৃত মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা কি এখনো নিবৃত হবে না'? *(মায়েদা ৯০-৯১)*।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে মদ সম্পূর্ণ ভাবে হারাম বলে ঘোষিত হ'ল। যা অদ্যবধি অপরিবর্তণীয় আছে এবং শেষ দিবস তথা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত থাকবে।[১৭]

ক্রমান্বয়ে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার নেপথ্য কারণঃ আল্লাহ্র নির্দেশের তাৎপর্য তিনিই অধিক জ্ঞাত। তবে শরীয়তের নির্দেশ সমূহের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। অতিষ্ঠ হয়ে না

পড়ে। যেমন কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে- لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে এমন আদেশ দেন না যা তার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

উপরোক্ত ভাবে মদ হারাম হওয়ার কারণ, যাতে মানুষ তাদের লালিত অভ্যাস ত্যাগে কষ্টের মধ্যে না পড়ে। হঠাৎ একটা অভ্যাস ত্যাগ কষ্টকর বিষয়। যেমন আলেমগণ বলেন, فِطَامُ الْعَادَةِ مِنْ اَشَدِّ فِطَامِ الرَّضَاعَةِ 'যেভাবে শিশুদের মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর'। এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানব মনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর ছালাতের সময়ে এবং সবশেষে চিরকালের জন্যই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলামের প্রথম যুগে নও মুসলিমদের মাঝে যদি হঠাৎ মাদক সেবনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হ'ত- তাহ'লে ফলাফল অনুকূলে না হয়ে প্রতিকূলে হওয়ার সম্ভাবনাই অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। বিধায় ইসলাম ক্রমশ মাদক ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় তাঁরা নির্বিঘ্নে মাদক সেবন স্বীয় জীবন হ'তে চিরতরে বিদায় দিতে কুণ্ঠিত হননি। আর এটাই হ'ল ইসলামের অবর্ণনীয় হিকমত।[১৮]

হাদীছের আলোকে মাদকদ্রব্যঃ মানবতার মুক্তির দিশারী নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসংখ্য বাণী দ্বারা সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মাদকদ্রব্য সেবন করা হারাম। এ মর্মে তাঁর একাধিক বাণী বিধৃত হয়েছে। যেমন- হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে বস্তুর অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা আনয়ন করে, ঐ বস্তুর অল্প পরিমাণ ব্যবহারও হারাম'।[১৯] এক ব্যক্তি ইয়ামন দেশ হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং 'মিযর' নামে এক মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাতে কি নেশা হয়? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নেশা সৃষ্টিকারী এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর নেশাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ 'তীনাতুল খাবাল' অর্থাৎ জাহান্নামীদেরগায়ের ঘাম অথবা রক্ত ও পূঁজ পান করাবেন'।[২০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (একবার) মদ্যপান করে, আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল করেন না। অবশ্য সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তা কবুল করেন। এভাবে তিন বার তার তওবা কবুল করা হয়। এরপর চতুর্থ বার সে একই কাজ করলে তার তওবা আর কবুল করা হয় না। বরং তাকে 'নহরে খাবাল' হ'তে পান করাবেন'।[২১] হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলতেন, আমার নিকট এ দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যে, আমি মদ পান করব অথবা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এই খুঁটির (দেবী মূর্তির) পূঁজা করব।[২২]

উপস্থাপিত হাদীছগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেশা সৃষ্টিকারী অল্প বা বেশী সব মাদকদ্রব্যই হারাম এবং সেগুলোকে পরিহার করা মানবকুলের জন্য একান্ত কর্তব্য।

মাদকতার মরণফাঁদে বাংলাদেশঃ মদ ও মাদকদ্রব্য বাংলাদেশের শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল ছেয়ে গেছে ব্যাপক হারে। প্রতিবছর বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য বেচাকেনা হয় ৫০০০ কোটি টাকারও বেশী। দেশে বর্তমানে মাদক সেবীর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ লাখ। ৯৯ সালে ভেজাল মদ খেয়ে নরসিংদীতে ১২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাঞ্ছারামপুরে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু ঘটেছে ১০ জনের। সি,আই,ডি, পুলিশের ভাষ্যানুযায়ী সারা দেশে দু'লাখ ট্রাক ড্রাইভার মাদক সেবনে অভ্যস্ত। যার জন্য অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রতি ১০ টি দুর্ঘটনার মধ্যে ৬টি হচ্ছে উচ্চ মাত্রায় মাদক সেবনের ফলশ্রুতিতে। IDCP -এর পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে ৪ লাখ ৪০ হাযার শিক্ষিত মানুষ মাদকদ্রব্য সেবন করে। তার মধ্যে ১ লাখ ৪৬ হাযার ছাত্র ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নযরুল ইসলাম এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে মন্তব্য করেন, "It is a major threat to us that more than one-third of the educated people are taking drugs which can cripple the nation" অর্থাৎ 'এটা আমাদের জন্য বিরাট হুমকি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাদকদ্রব্য সেবন করছে। যা জাতিকে পঙ্গু বানিয়ে দিতে পারে'।[২৩]

মাদকতার কুফলঃ

'আঙ্গুর মেথী ইয়ে ময় পানীকি চান্দ বুন্দে
যিস দিন খিচ গ্যায় হ্যায় তালোয়ার হো গ্যায় হ্যায়'।

অর্থাৎ 'আঙ্গুরের মধ্যে ছিল গো বেচারা রসের কয়েকটি বিন্দু, সে রসকে নিঙড়ে নিয়ে যখন সুরায় রূপ নিল, তখন সেই শান্তারস বিন্দুরাই তরবারীর মত ধারালো অস্ত্র হয়ে

---

১৭. *মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন অনুবাদঃ মাওলানা মহিউদ্দীন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণঃ জুলাই -১৯৮২ ইং), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬২৩-৬২৮।*

১৮. *ঐ, পৃঃ ৬২৬, ৬২৭, ৬২৯।*

১৯. *আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। গৃহীতঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী, বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৩৮৭ হিঃ/১৯৬৮ খৃঃ), পৃঃ ৯৫। অপর হাদীছে এসেছে, 'যে জিনিস এক 'ফারাক' পরিমাণ ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি হয়, উহা হাতের অঞ্জলি পরিমাণ ব্যবহারও হারাম'। দ্রঃ আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী মিশকাত, পৃঃ ৩১৮।*

২০. *মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩১৭।*

২১. *তিরমিযী। নহরে খাবাল অর্থাৎ জাহান্নামীদের রক্ত ও পূঁজের নহর হ'তে পান করাবেন। গৃহীতঃ মিশকাত, পৃঃ ৩১৭।*

২২. *নাসাঈ, মিশকাত, পৃঃ ৩১৮। অপর হাদীছে আছে, 'নিত্য মদ্যপায়ী অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটবে, সে (ক্বিয়ামত দিবসে) মূর্তি পূজকের ন্যায় আল্লাহ্র সম্মুখীন হবে' (আহমাদ)। গৃহীতঃ ঐ।*

২৩. *অগ্রপথিক, ডিসেম্বর-১৯৯৯ ইং, পৃঃ ১৫৫-১৫৬।*

দাঁড়াল'।[২৪] মদকে ঘৃণা করতে গিয়ে শোচীন ভৌমিক মদকে মানুষের প্রধান দুই শত্রুর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, 'মানুষের শরীরে দু'টো অঙ্গ সবচেয়ে নামজাদা ও সবচেয়ে শক্তিশালী। সে দু'টো হ'ল হার্ট ও লিভার। ছেলেদের এই দু'অঙ্গের প্রধান শত্রু হ'ল দু'টি। হার্টের শত্রু হ'ল নারী আর লিভারের শত্রু হ'ল মদ (Woman আর Wine)'।[২৫] অনুরূপই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'মদ খেয়ে যে বলে মাতাল হয়নি, হয় সে মিথ্যা বলে, না হয় মদের পরিবর্তে সে অন্য কিছু খেয়েছে'।[২৬]

জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাব খানা বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী বলেন, 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই শরাব'। ব্যান্টাস লিখেছেন, 'ইসলামী শরীয়তের অংসখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ'।[২৭]

শংকর বলেন, 'হুইস্কির মধ্যে ভীরু সাহস খোঁজে, দুর্বল শক্তি খোঁজে, দুঃখী সুখ খোঁজে, কিন্তু অধঃপতন ছাড়া কিছুই পায় না'।[২৮]

সমাপনীঃ উপরোক্ত বিষয় গুলোতে আমরা তনুমনে লোচন যুগল ফেরালে অবলোকন করতে পারব যে, বর্তমানে মাদক সেবন মানব-মানবীর শিরা-উপশিরার সাথে মিশে গেছে। মাদকতার গহীন অরণ্যে ক্ষয়ে গেছে স্বীয় জীবন। প্রতি নিমিষে, প্রতি পদে পদে মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু সেদিকে তারা দৃকপাত করে না। তার মায়াজালে বিভোর হয়ে স্বীয় জাতিসত্ত্বাকে ভুলতে বসেছে। ১২ বছরের তরুণ-তরুণী হ'তে শুরু করে অশীতিপর বুড়ো-বুড়িও মাদকতার গহীন প্রণয়ে লিপ্ত। এটা কি মনুষ্যত্ব না পশুত্ব? মাদকতার কালগ্রাসী বিষাক্ত ছোবলে মানুষ আক্রান্ত। যার ফলশ্রুতিতে আজ ধরণী অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। পরস্পরে বৈরীভাব। এক মাদকসেবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নেশা করে যারা ধ্বংস হয়েছে বা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে কি আপনার কোন উপদেশ বাণী আছে? সে উত্তর দিয়েছিল, 'উপদেশ শুধু একটি, সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বাঁচতে হ'লে হেরোইন ও গাঁজার নেশা থেকে তো অবশ্যই বহু দূরে থাকতে হবে। এমনকি কেউ যেন সিগারেটেরও ধারে কাছে না যায়। ধ্বংসের গহ্বর থেকে উঠে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বললাম'।[২৯] সুতরাং এ অভিজ্ঞতা থেকে মানব সমাজকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

ধরা হ'তে মাদকতা সমূলে উচ্ছেদ করতে হ'লে সকল মানব মনে মাদকতার কুফল প্রথিত করতে হবে। নচেৎ মাদকতা নিধনের উচ্চাকাংখা ফলপ্রসূ হবে না। আমরা সেদিনই মাদক বিরোধী আন্দোলনে সফলকাম হব, যে দিন সকলে সুস্থ জীবন বোধের চেতনায় গেয়ে উঠতে পারব মাদক বিরোধী জোরালো সংগীত-

'পেথেড্রিন, হেরোইন, নেশার আস্তানা,
দুমড়ে মুচড়ে দিতে ধরো এ হাতখানা
চলো প্রতিরোধ গড়ে তুলি প্রতি বিশ্বের প্রান্ত জুড়ে
মরণ আসে যদি তবু পিছু ফেরনা'।[৩০]

মূলতঃ দু'টি কারণে আমরা কালজয়ী মাদকতার মরণফাঁদে পা বাড়াই। প্রথমটা হ'ল শয়তানের প্ররোচনা আর দ্বিতীয়টা হ'ল বাহ্য-বিবেচনা না করে প্রবৃত্তির অনুসরণ। বিধায় এ দু'টি জিনিসই প্রতিনিয়ত এড়িয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন। যেমন কবি ইমাম বুসিরী (রহঃ)-এর বিধৃত কাব্যে শুনা যায়-

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِامْتَلَأَتْ
مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزِمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

ঢের জমেছে পাপের বোঝা
বহাও চোখের অশ্রু ধারা
হয় না মোচন পাপের কালি
অনুতাপের কান্না ছাড়া।

وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا
وَإِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

উল্টো চলো শয়তানের ও
দুষ্ট রিপুর হর হামেশা
মন্দ কাজের মন্ত্রনাদানই
এদের পেশা এদের নেশা।

وَلَاتُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَاحَكَمًا
فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

এই দু'জনা দুষ্ট ভীষণ
পথটা এদের দারুণ টেরা
নেই সেখানে ভালোর কিছু
যেখানেই থাকনা এরা।[৩১]

আল্লাহ আমাদের সকলকে মাদকতা পরিত্যাগ করতঃ সুশীল সমাজ গড়ায় তাওফীক দিন।- আমীন!!

---

২৪. নির্বাচিত বাণী চিরন্তন, পৃঃ ৪৯৭।
২৫. প্রাগুক্ত। ২৬. স্মরণীয় বাণী, পৃঃ ৩৪৯।
২৭. তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৩-৬৩৪।
২৮. কাজী আব্দুল আলীম, বাণী চিরন্তনী, (ঢাকাঃ নতুন কথা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ ইং), পৃঃ ৫৪১।
২৯. জহুরী, মস্তানদের জবানবন্দী, (ঢাকাঃ আলহেরা প্রকাশনী, প্রকাশকালঃ নভেম্বর-১৯৯৩ ইং), পৃঃ ১৫৪।
৩০. আনিসুর রহমান ফারুক, এ্যাডভান্সড উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, (ঢাকাঃ এ্যাডভান্স পাবলিকেসন্স, দ্বিতীয় সংস্করণঃ আগষ্ট-১৯৯৯ইং), পৃঃ ২৬৩।
৩১. ইমাম বুসিরী, কাসীদা-ই-বুরদা, কাব্যানুবাদঃ রূহুল আমীন খান, (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেসন্স, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে-১৯৯৮ ইং), পৃঃ ১৭।

চিকিৎসা জগৎ

গৃহপালিত পশুর ওলান প্রদাহ (MASTITIS)

-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী*

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দুগ্ধ দেওয়া প্রাণীর এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে এ রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগের কারণ হিসাবে গ্রাম্য মানুষের মধ্যে নানা কুসংস্কার রয়েছে। যা শিরক ও বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। অনেকের বিশ্বাস যে, খারাপ মানুষ যাদু-মন্ত্রের মাধ্যমে ওলান নষ্ট করে দেয়। আবার অনেকের ধারণা যে, জিন-ভূতের কারণে ওলান নষ্ট হয়ে থাকে। তাই মানুষ এ রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিম্নোক্ত শিরক ও বিদ'আতী কাজগুলি করে থাকে।

(১) যে লোককে সন্দেহ হয়, তাকে বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে দিতে চায় না এবং গাভীকে লুকিয়ে রাখে।

(২) সন্দেহযুক্ত স্থানে (যেমন বড় বট গাছ, ত্রিমোহনী ইত্যাদি) গাভীর দোহনের প্রথম দুধ দিয়ে আসে।

(৩) অনেকে গাভী প্রসবের পূর্বেই গাভীর গলায় নারিকেলের খুলি, পুরাতন ন্যাকড়া, জুতা কাটা ইত্যাদি বেঁধে দেয়।

(৪) হিন্দু এলাকাতে এমনকি মুসলমানদেরকেও গোয়াল পূজা করতে দেখা যায়, যাতে ওলান নষ্ট না হয়।

(৫) কারু নিকটে দুধ বিক্রি করলে যদি দুধের পাত্র ধুয়ে দেয়, তবে বাছুর ও ওলান শুকিয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় পাত্র না ধুয়া ইত্যাদি। মূলতঃ এগুলি ওলান প্রদাহ রোগের কোন কারণ নয়। বরং কুসংস্কার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রসবের আগে বা পরে সেঁতসেঁতে মাটিতে শয়ন করলে বাটের ছিদ্র পথে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে এ রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগের কারণ নিম্নে বিধৃত হ'ল-

(১) প্রায় ৫৫ প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে।

(২) প্রায় ২৬ প্রকার ভাইরাস দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে।

(৩) আঘাতজনিত কারণেও হ'তে পারে।

(৪) গাভী দোহন কারীর হাতের ময়লা দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে।

(৫) রাসায়নিক পদার্থের কারণেও এই রোগ হ'তে পারে।

আমাদের দেশের গাভী, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি এই রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণঃ

(১) প্রথমে ওলান প্রদাহ মুক্ত হয় ও সামান্য লাল বর্ণ ধারণ করে।
(২) গাভী বাচ্চাকে দুধ দিতে চায় না।
(৩) গাভীর শরীরে উচ্চ জ্বর থাকে।
(৪) খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়।
(৫) ওলান প্রদাহের জন্য পা ফাঁকা করে হাটে।
(৬) বাটগুলি গরম হয় ও লাল রক্ত মিশ্রিত দুধ বের হয়।
(৭) কোন কোন বাট বন্ধ হয়ে যায়।
(৮) দ্রুত চিকিৎসা না হ'লে বাট নষ্ট হয়ে যায় এবং বাট খসে পড়তে দেখা যায়।
(৯) চিকিৎসাতে দেরী হ'লে বাট গুলির ভিতরে শক্ত শির শির ভাব হয় এবং আর কোন দিন দুধ বের হয় না।
(১০) বাটগুলি লাল হয়ে ফেটে যেতে পারে। *(অনেকে সাপে দুধ খাচ্ছে মনে করে কবিরাজের শরণাপন্ন হয়)*।

চিকিৎসাঃ

(ক) এ্যালোপ্যাথিকঃ

(১) উপরোক্ত লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য গরম পানি নিয়ে ওলানে প্রয়োগ করে আক্রান্ত বাট থেকে আস্তে আস্তে দুধ বের করতে হবে। যাতে ছিদ্র বন্ধ না হয়। যদি ছিদ্র বন্ধ হয় তবে **টিট্ সাইফুন** বাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দুধ বের করতে হবে। পরে বাটের মধ্যে **ষ্ট্যাপেন র‍্যাপিড, Ranamycin Mastitis, Stepto-Renicelin** ইত্যাদি ঢুকায়ে উত্তম রূপে মালিশ করতে হবে। প্রয়োজনে ৬ ঘন্টা পরপর ঐ একই নিয়মে কয়েকবার ঔষধ বাটে প্রবেশ করানো যেতে পারে। এ সময় ৭২ ঘন্টা বাছুরকে দুধ খাওয়ানো যাবে না।

(২) এন্টিবায়োটিক হিসাবে **Pronapen 40 lacs, Renamycin LA, Sulpha** গ্রুপের যেকোন ইনজেকশন দিতে হবে। সঙ্গে **Anti Histamin** গ্রুপের যে কোন একটি ইনজেকশন পরিমাণ মত দিতে হবে। ২/৩ দিন চিকিৎসা চালাতে হবে। কারণ সব বাট গুলি দিয়ে যতক্ষণ পরিষ্কার দুধ বের না হবে এবং গাভীর শরীরের জ্বর সম্পূর্ণ না সারবে, ততক্ষণ চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। নচেৎ পুনরায় আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

(খ) হোমিওপ্যাথিকঃ

রোগ লক্ষণ বুঝার সঙ্গে সঙ্গে পশুকে ভাল পরিবেশে রাখতে হবে এবং ঐ একই নিয়মে (১নং এর মত) বাট থেকে দুধ বের করতে হবে বার বার। তবে বাটের মধ্যে কোন প্রকার ঔষধ প্রবেশ করাতে হবে না।

(১) **Acconite Nepঃ** প্রথমে রোগে লক্ষণ বুঝার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকোনাইট ১x বা ৩০ শক্তি ঔষধ ২ ঘন্টা পর পর খাওয়াতে হবে। এতে তাপমাত্রা কমে যাবে।

(২) **Belledona, 6/30 শক্তিঃ** ওলান লাল, প্রদাহ যুক্ত, শক্ত ভাব, উচ্চ জ্বর, পা ফাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি লক্ষণে প্রয়োগ করা যাবে।

(৩) **Ipecac 30ঃ** বাঁটে রক্ত মিশ্রিত দুধ দেখা দিলে এবং জ্বর সহ গাভী কাশতে থাকলে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়।

(৪) **Camomlla, 30/200 শক্তিঃ** গাভী যদি, রাগী/হিংস্র প্রকৃতির হয়, তবে ক্যামোমিলা ব্যবহারযোগ্য।

ব্যবহারের নিয়মঃ ৮/১০ ফোটা ঔষধ ২৫০ মিঃ লিঃ বা ১ পোয়া পানিতে মিশায়ে ২/৩ ঘন্টা পরপর খাওয়াতে হবে। হোমিও ঔষধ চলা কালে ময়লা যুক্ত খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।

প্রতিকারঃ

(১) পশুকে সব সময় পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে।
(২) গাভীর শয়নের স্থান যেন সেঁতসেঁতে না হয়, যাতে বাটের ছিদ্র পথে রোগ-জীবাণু প্রবেশ না করে।
(৩) গাভী দোহনের সময় গরম পানি বা জীবাণু নাশক ঔষধ দ্বারা হাত পরিষ্কার করতে হবে।
(৪) পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।
(৫) কুসংস্কার যুক্ত গ্রাম্য কবিরাজের আশ্রয় নিবেন না।

সতর্কতাঃ

রোগের কারণ না বুঝে অন্ধ বিশ্বাসে শিরক ও বিদ'আতের মত পাপ থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।- আমীন!!

*ডি.এইচ,এম,এস; গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, মলি ফার্মেসী, তাহেরপুর, রাজশাহী।

দো'আ

৩৪. দো'আয়ে ইউনুস (আঃ)ঃ

لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যোয়া-লেমীনা।

অনুবাদঃ 'নেই কোন উপাস্য আপনি ব্যতীত, মহা পবিত্র আপনি। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। এটি হ'ল ইউনুস (আঃ)-এর দো'আ। যা তিনি মাছের পেটে গিয়ে পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিম কোন বিপদে এই দো'আ পাঠ করলে আল্লাহ তা কবুল করে থাকেন' *(তিরমিযী)*।

৩৫. ইস্তিস্‌ক্বা বা বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আঃ

أَلْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ- اَللّهُمَّ اَنْتَ اللّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اَنْتَ، اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّبَلاَغًا إِلى حِيْنٍ-

উচ্চারণঃ *আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, আররহমা-নির রহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াফ'আলু মা ইউরীদু। আল্লা-হুম্মা আনতাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা। আন্‌তাল গানিইয়ু ওয়া নাহ্‌নুল ফুক্বারা-উ। আনঝিল 'আলায়নাল গায়ছা ওয়াজ'আল মা আনঝালতা 'আলায়না কুউওয়াতাঁও ওয়া বালা-গান ইলা হীন।*

অনুবাদঃ সকল প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক) মা'বূদ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন। হে প্রভু! আপনি আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। আপনি মুখাপেক্ষীহীন ও আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আমাদের উপরে আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন! যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তা যেন আমাদের জন্য শক্তির কারণ হয় এবং দীর্ঘদিন যাবত অভীষ্ট হাছিলে সহায়ক হয়'।[১]

৩৬. কবর যিয়ারতের দো'আঃ

এই সময় স্রেফ দো'আ ব্যতীত ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান-ছাদাক্বা কিছুই করা জায়েয নয়।

১ম দো'আঃ এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।-

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللّهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণঃ *আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা।*

অনুবাদঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি'।[২]

২য় দো'আঃ এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।-

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণঃ *আসসালা-মু 'আলা আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা; নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা'।*

অনুবাদঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি'।[৩]

দো'আর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিদ'আত সমূহঃ

(১) দো'আ শেষে মুখে হাত মোছা। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। আবু দাউদে *(মিশকাত হা/২২৪৩)* যে যঈফ হাদীছটি এসেছে, তার সনদ খুবই দুর্বল।

(২) দুই বুড়া আঙ্গুলে চুমু খাওয়া ও তা দ্বারা দুই চোখ রগড়ানো। আযানে শাহাদাতায়েন শোনার পরে লোকেরা সাধারণতঃ এটি করে থাকে। এই মর্মে বর্ণিত হাদীছের সূত্র একেবারে বাজে।

(৩) দলবদ্ধভাবে দো'আ করাঃ কোন বালা-মুছীবত আসলে সকলে মসজিদে বা কোন স্থানে বসে দলবদ্ধভাবে প্রার্থনা করার রীতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় একবার মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন অগণিত ছাহাবী জীবিত ছিলেন। কিন্তু দলবদ্ধভাবে প্রার্থনার কোন নযীর তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি বা তাঁরা কাউকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

(৪) প্রার্থনার সময় বুকের কাছে দু'হাত মিশানো। এটি সুন্নাতের বরখেলাফ। বরং সুন্নাত হ'ল আসমানের দিকে দু'হাত উঠানো।

(৫) রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করা। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। এটি প্রার্থনার সময় স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিকে শরীক করার শামিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কেউ কারু জন্য তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে না *(সাবা ২২-২৩)*।[৪]

---

১. *আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫০৩।*

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭।*

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪।*

৪. *আব্দুল্লাহ আল-খাযারী, আদ-দু'আ (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৭৫-৭৮।*

কবিতা

হ'তে চাই সেই মুসলমান

আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট
বিরল, দিনাজপুর।

আমরা হ'তে চাই সুবর্ণ দিনের সেই মুসলমান
বিশ্বজুড়ে ছিল যাঁদের বীরত্বের সুখ্যাতি-সম্মান।
অভ্রান্ত জ্ঞান অহি-র বিধান করতে বাস্তবায়ন
মরণকে যাঁরা হাঁসিমুখে করেছিল আলিঙ্গন।
মক্কা-মদীনার ধূসর মরুর ঊষার বুক পেরিয়ে
যাঁরা ইসলামের আলো বিশ্বময় দিয়েছিল জ্বালিয়ে।
তাঁদেরই পথ ধরে আমরাও অকুতোভয়ে চলব
এই দৃঢ়পণ নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ব।
বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ছিল বহমান
তারপরেও যাঁরা পদতলে এনেছিল আন্দালুস-বলকান।
যাঁদের সততা, বীরত্ব ও সহানুভবতায়
বাতিলের 'তখতে তাউস' নিয়েছিল বিদায়।
মহান আল্লাহ্‌র পথে করতে যুদ্ধ
আমরণ ছিল যাঁরা অপ্রতিরোধ্য।
ছিল না যাঁদের কোনই ভৌগলিক সীমানা
বরং তাঁদের অধীনে ছিল সমগ্র যামানা।
অহি-র বিধানের কাছে চিরতরে বাতিল হবে বিলীন
আমাদেরই মাধ্যমে আসবে সোনালী সেই দিন।
আজি জাহেলিয়াতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন যুবা-বৃদ্ধ-তরুণ
জেনে নাও, পূর্বাকাশে আবার উদিত হবে প্রভাত অরুণ।
আমরাও হ'তে চাই সেই মুসলমান
'ক্বিয়ামত' পর্যন্ত যাদের কীর্তি রইবে অম্লান।

***

আর পারি না

রাসেল খন্দকার
সারাই, মালিয়াটারী
হারাগাছ, রংপুর।

বৃষ্টি আসুক
পৃথিবীর যত নোংরামী
থার্টি ফার্ষ্ট নামের বেহায়াপনা
ধনিকদের টাকার খেলা
অহংকারীদের অহংবোধ
অশ্লীলতাবাদী যুবকদের নারী ভোগের
খেলা থেমে যাক।
আল্লাহ্‌র কাছে আমার কামনা
হে পাক পরওয়ারদেগার!
তুমি এমন বৃষ্টি দাও
যাতে পৃথিবীর পাপ ধুয়ে মুছে যায়।
না হ'লে যে আর পারি না
পৃথিবীর অসভ্যদের
সভ্য নামক কর্মকাণ্ড সইতে।

***

প্রার্থনা

কাযী রামাযান আলী
আল-সোইয়ান গোল্ড ফ্যাক্টারী
উনায়যা, সঊদী আরব।

আল্লাহ তুমি আলিফ দিয়ে শুরু করেছ
আল-কুরআনের বাণী,
তুমি যে সত্য, তুমি পবিত্র
তুমি যে মহান জ্ঞানী॥
তুমি যে গফূর, ক্ষমা কর মোরে
করেছি অনেক পাপ,
তুছি ছাড়া কে আর আছে মার্জনাকারী
করিবে আমায় মাফ॥
তুমি যে করীম, তুমি যে রহীম
তুমিইতো সেই রহমান,
তোমারি নামেতে মরি আর বাঁচি
গাই তোমারি গুণগান॥
তোমার নামেতে রয়েছে শান্তি
তোমারি নামেতে শিফা,
অপমানিত হয় না সেজন
কর তুমি যারে কৃপা॥
ওগো দয়াময়! দয়া কর মোরে
পাপগুলো দাও ঢেকে,
তোমার দিদার পেতে চাই আমি
সমুন্নত জান্নাতুল ফিরদাউসে॥

***

আত-তাহরীক

-ডাঃ আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রানা)
সানারপুকুর, নাড়ুয়ামালাহাট
গাবতলী, বগুড়া।

আমার প্রিয় **আত-তাহরীক**
পাই মাস মাস পরে
সপ্তায় এলে কি ক্ষতি তোমার
মোদের ছোট্ট ঘরে।
পান্তা খেতে দেব তোমায়
সঙ্গে কাঁচা ঝাল
আরো দেব পিঁয়াজ লবণ
গাল ভরা পান।

***

মহিলাদের পাতা

সুজানাঃ সিয়েরালিওনের এক হতভাগ্য রমণী

-মেজর নাছিরুদ্দীন আহমাদ

আফ্রিকার সংঘাতময় দেশ সিয়েরালিওনে জন্ম নেয়াটাই যেন তার বড় অপরাধ। তা না হ'লে নিয়তির এমন নির্মম পরিহাস তার জীবনে কেন নেমে এল- তার কোন জবাব পায় না সুজানা।

সিয়েরালিওনের রাজধানী ফ্রিটাউনের অদূরে দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম 'লুঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর'। এ বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন শাখায় কাজ করেন সুজানা কলকার।

সিয়েরালিওনের পূর্বাঞ্চলে ছিল সুজানার সুখের সংসার। স্বামী স্টিফেন স্থানীয় টঙ্গোফিল্ডের হীরার খনিতে শ্রমিকের কাজ করত। তাদের সুখের সংসার আলো করে সুজানার কোল জুড়ে আসে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে। সবই চলছিল ঠিকঠাক। হঠাৎ করেই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সহজ সরল স্বামী স্টিফেন বুঝতেই পারেনি অল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে হীরক খণ্ড সে ঠিকাদারের হাতে তুলে দেয়, সে হীরক খণ্ডই একদিন তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। কোথা থেকে যেন অচেনা মানুষের আগমন ঘটতে থাকল শান্ত এ গ্রামটিতে। গাড়ী ও যান্ত্রিক শহরের চলাচলও বেড়ে যায়। একে একে স্টিফেনের সহকর্মীরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এক সময় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ স্থানীয় যুবকরা পাহারা দিতে থাকে এক একটি হীরার খনি। স্টিফেন ও অন্যান্য শ্রমিকদের কাজের চাপ বেড়ে যায়। চাইলেই নেশার জন্য বিচিত্র সব মাদক সামগ্রী পাওয়া যায়। কিন্তু কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, হীরাগুলো কোথায় যাচ্ছে- কিছুই জানতে পারে না স্টিফেন বা তার সহকর্মীরা। এতদিন যে যুবকরা তাদের সমীহ করত, তারাই আজ চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলে। কেউ কাজ করতে আপত্তি করলে বা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে রাতের আঁধারে সে হারিয়ে যায়। পরে তার লাশ পাওয়া যায় কোন এক জঙ্গলে। লাশ দেখে ঠোঁট বাঁকা করে হাসে গ্রামেরই একদল নেশাগ্রস্ত যুবক, যাদের হাতে সবসময় থাকে আধুনিক সমরাস্ত্র। স্টিফেন ভাবে, হায় ঈশ্বর! কি হচ্ছে এসব?

সহজ সরল স্টিফেন কিছুই বুঝতে পারে না বলে স্ত্রী সুজানার সাথে এসব বিষয় নিয়েই আলাপ করছিল এক রাতে। হঠাৎ করে শান্ত পাড়ায় ঢুকে আকাশের দিকে গুলী ছুঁড়তে থাকে একদল উগ্রমেজাজী বালক, তরুণ ও যুবক। স্টিফেন ও সুজানা পরে জানতে পারে এরা সরকার বিরোধী 'রেভুলুশনারী ইউনাইটেড ফ্রন্টে'র সদস্য। মাত্র ৭-৮ বছরের বালকও রয়েছে এদের দলে। এদের সহায়তা করছে প্রায় সমবয়সী মেয়েরাও। এ বয়সের বালকরাই কেউ মেজর এমনকি কর্নেল পদেও পদোন্নতিপ্রাপ্ত। নিষ্ঠুরতম উপায়ে সরকার সমর্থকদের হত্যাই এদের পদোন্নতির জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি। এই বালকেরা শাসিয়ে যায় গ্রামবাসীদের যে, যদি তাদের নেতা ফুদে সানকোর কোন আদেশ অমান্য করা হয় অথবা সরকারকে কেউ সমর্থন করে তবে নিষ্ঠুরতম উপায়ে তাদের হত্যা করা হবে।

পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে পাহাড়ি এলাকায় প্রায়ই গর্জে উঠে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। ঘন জঙ্গলের আনাচে-কানাচে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে মানুষের দেহ। ধারাল অস্ত্রে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাও পড়ে থাকে এখানে সেখানে। অসহায় গ্রামবাসী পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেও বিপদ। ধরে মেরে ফেলে বিদ্রোহীরা। নিষ্পাপ সন্তানদের দিকে তাকাতে পারে না সুজানা। কি আছে এদের ভাগ্যে?

কি হবে এখানে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না সুজানা। সাত-পাঁচ ভেবে সন্তানদের নিয়ে সে কোন এক রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাবার বাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

স্টিফেন তার গ্রামেই থেকে যায়। কেননা খনিতে কাজ না করলে তাদের মুখে খাওয়া জুটবে না। হঠাৎ করেই শুরু হয় ঘোরতর সংঘর্ষ। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বালক, শিশু নির্বিশেষে সবাইকে বলা হয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কি করবে ভেবে পায় না স্টিফেন ও তার সহকর্মীরা।

এমন সময় এক রাতে পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম ঘিরে ফেলে রেভুলুশনারী ইউনাইটেড ফ্রন্টের বিদ্রোহীরা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় স্টিফেনসহ প্রায় ৩০০ গ্রামবাসীকে। একে একে সবাইকে জবাই করে হত্যা করা হয়। জঙ্গলের মধ্যে এক হাঁটু রক্তের মধ্যে পড়ে থাকে স্টিফেনের মৃতদেহ। ভয়ে কেউ সে জঙ্গলের আশপাশেও যাওয়ার সাহস করেনি। মৃত দেহগুলো পরে কি করা হয়েছে কেউ জানে না। সব শুনে অসহায় সুজানা কেঁদে কেঁদে শুধু বুক ভাসায় কিন্তু কিছুই করতে পারে না।

নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে সুজানা পাড়ি জমায় রাজধানী ফ্রিটাউনে। ভাগ্যচক্রে চাকরিও জুটে যায় লুঙ্গি বিমান বন্দরে। আজ সে শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে পড়েছে যেন। এখন শুধু সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখাই তার জীবনের বড় স্বপ্ন। তার সন্তানরাও আতংকে কাটায় প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত। বড় ছেলের বয়স ১৪ বছর। যে কোন সময় তাকে বাধ্য করা হ'তে পারে অস্ত্র আর ড্রাগস হাতে নিতে। মেয়ে দু'টির বয়স ১২ আর ৮। বিদ্রোহীদের বহু নিষ্ঠুরতা ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এ বয়সের মেয়েরা। এসব ভাবলে সুজানা আর ঘুমাতে পারে না। রাত জেগে পাহারা দেয় সন্তানদের। রাতে কোন শব্দ শুনলেই জানালা দিয়ে পালিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। 'তোমার সন্তানরা কি জানে তাদের পিতার খবর? তারা কি বাবার হত্যার বিচার চায়? প্রতিশোধ নিতে চায়?' এই প্রশ্ন করেছিলাম সুজানাকে। জবাবে বলল- সবই জানে আমার সন্তানরা। কিন্তু বিচার বা প্রতিহিংসা কি জিনিস তা বুঝার মত কোন মানসিক শক্তি আমারই নেই, ওদের কি থাকবে? আমরা শান্তি চাই। যে কোন মূল্যে শান্তি চাই। যদি বলা হয় তোমরা সবাইকে ক্ষমা করে দাও, তবে শান্তি আসবে, তাহ'লে সত্যিই আমরা সবাইকে ক্ষমা করে দেব। তবুও শান্তিতে থাকুক আমার সন্তানেরা। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সুজানা বলল, 'ঈশ্বর সাক্ষী, আমি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে বলছি, মাঝে মাঝে মনে হয় এক সাথে মরে যাক সব সিয়েরালিওনবাসী। মানুষ হয়ে মানুষের যে বিকৃত মানসিকতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা আমরা দেখেছি, তা ইতিহাসে লেখা বা বলার মতও যেন কেউ বেঁচে না থাকে। পৃথিবী যেন না জানে কালো মানুষের এই কালো অধ্যায়'। কথাগুলো বলে সুজানা নির্বাক, নিষ্পলক তাকিয়ে দেখছিল জাতিসংঘের একটি ভাড়া করা বিমান। আমার চোখ ততক্ষণে ভিজে গেছে নোনা জলে। কিছুই বলতে পারিনি সুজানাকে।

[সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব]

[বাংলাদেশে যারা গৃহযুদ্ধ বাধাতে চান কিংবা কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে জঙ্গী তৎপরতা চালাতে চান, তারা উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। জানিনা এত দ্রুত তারা ৪৬ ও ৭১-এর দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা কেন ভুলে যেতে চান? দেশের রাজনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদেরকেই অধিকতর ধৈর্যশীল ও উদারপন্থী হওয়া এ মুহূর্তে সর্বাধিক যরূরী। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!- সম্পাদক]

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার ধাঁধাঁ-এর সঠিক উত্তর

১. চারদিক। ২. 'অ' অক্ষর। ৩. সময়। ৪. বাঁ হাতের কনুই। ৫. ভবিষ্যৎ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস)-এর সঠিক উত্তর

১. আলবিরূনী ও ওমর খৈয়াম। ২. আহমাদ ইবনে মজীদ। ৩. ইবনে আল-মফীয। ৪. আল-বাত্তানী। ৫. ইবনে সীনা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সম্পর্ক নির্ণয়)

১. তামান্না তোমার কি হয়, সে যদি তোমার দাদার একটি মাত্র ছেলের মেয়ে হয়?

২. আমার আব্বা তোমার খালাতো ভাইয়ের ছোট ভাই, তুমি আমার কি হও?

৩. 'ক' ও 'খ' যদি 'অ'-এর আব্বা-আম্মা হয় এবং 'অ' যদি 'ক' ও 'খ'-এর ছেলে না হয়, তবে কি হবে?

৪. বৃদ্ধ লোকটির ছেলে আমার ছেলের চাচা, বৃদ্ধ লোকটি আমার কি হয়?

৫. খাদীজা সালমার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয়, আবার আয়েশা যদি খাদীজার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয়, তবে কে বেশী আর কে কম সুন্দরী?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১. ২৫ হাত লম্বা একটি দড়ি (রশি) ৫ হাত অন্তর অন্তর কাটলে কতবার কাটতে হবে?

২. ৮০ হাত দীর্ঘ একটি জমির একধার দিয়ে ৫ হাত ফাঁকা দিয়ে গাছ লাগালে মোট কয়টি গাছ প্রয়োজন হবে?

৩. এমন একটি সংখ্যা বের কর, যা দু'বার ব্যবহার করলে প্রাপ্ত যোগফল তাদের গুণফল হ'তে ১ বেশী হবে?

৪. এমন দু'টি সংখ্যা বের কর, যাদের গুণফল তাদের যোগফল হ'তে ১ বেশী?

৫. ১ হ'তে ১০০ পর্যন্ত কয়টি শূন্য ও কয়টি পাঁচ আছে?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

যেলা গঠনঃ

(৩৩) ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল
" ঃ মুহাম্মাদ আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
" ঃ মুহাম্মাদ মেছবাহুদ্দীন হারূণ
" ঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর মুনছুর
" ঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান।

শাখা গঠনঃ

(২০০) ডাংগীপাড়া (বালক) শাখা, শাহমখদূম, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মে'রাজুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সুলায়মান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ নাজমুল হক
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আহমাদুল্লাহ
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইত্তেহাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ওছমান গণী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইয়াসীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ইয়াকত আলী।

(২০১) ডাংগীপাড়া (বালিকা) শাখা, শাহমখদূম, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
উপদেষ্টা ঃ মুসাম্মাৎ বিলকীস খাতুন
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ করীমা খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ জিয়াসমিন খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ খাদীজা খাতুন।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আয়েশা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ইয়াসমীন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ পারুল খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ জরিনা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ হাবীবা খাতুন।

(২০২) বাঁশবাড়িয়া (কলোনিপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, গাংণী, মেহেরপুরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ হায়দার আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই
পরিচালক ঃ রফীযুদ্দীন আহমাদ
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাক্বীব।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (রুসাফী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাগরেবুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ শফীকুযযামান।

(২০৩) বাটিকামারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সলীমুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ তা'যীমুদ্দীন
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসায়েন
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ রুকসানা সাথী

২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শিউলী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ যাকিয়া খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ এ্যানি পারভীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ রকিয়া খাতুন।

(২০৪) বাদুরতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ রবীউল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ গুলযার হোসায়েন
পরিচালক ঃ বেলাল হোসায়েন
সহ-পরিচালকঃ মামূনুর রশীদ
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ তুষার।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নাঈম ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ টুটুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহাদত হোসায়েন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সুজন ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মামূন ইসলাম।

(২০৫) বাদুরতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ আজমা খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ স্বপ্না খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মরিয়ম খাতুন।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোযীনা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মিনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ হাবীবা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ফাতেমা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ জলি খাতুন।

(২০৬) মহালদারপাড়া (বালক) শাখা, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুল খালেক
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ যিয়ারত আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহ আলম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সুমন ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নাযিউর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহ নেওয়াজ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ খুরশিদ আলী।

(২০৭) মহালদারপাড়া (বালিকা) শাখা, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুল খালেক
উপদেষ্টা ঃ এরশাদুল ইসলাম
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ বেলী পারভীন

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ তাসমিয়া পারভীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শাহেদা পারভীন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মাছুমা পারভীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ সিন পারভীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ সালমা খাতুন।

(২০৮) শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া জামে মসজিদ (বালক) শাখা, নীলফামারীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন (মাস্টার)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুর রহমান
পরিচালক ঃ হাবীবুল্লাহ বিন বাহার
সহ-পরিচালকঃ আব্দুল হালীম
সহ-পরিচালকঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহআলম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সুমন ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নাযিউর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহনেওয়াজ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ খুরশিদ আলী।

(২০৯) শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, নীলফামারীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মৌলভী মুজীবর রহমান
উপদেষ্টা ঃ হাফেয হাবীবুল্লাহ
পরিচালিকা ঃ উম্মে সালমা
সহ-পরিচালিকা ঃ কল্পনা বেগম।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ জেসমিন আখতার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শারমিন আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ কার্নিজ আখতার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ সানজিদা জাহান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মাহফূযা আখতার।

(২১০) বাটিকামারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সলীমুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ হাশেম আলী (মাস্টার)
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
সহ-পরিচালকঃ আযীযুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ আলাউদ্দীন।

কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জা'ফর আলী
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ লিটন আলী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সেলিম আহমাদ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান।

(২১১) বাখড়া উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, কালাই, জয়পুরহাটঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ ফাতেমা খানম

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ফারহানা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ খাদীজা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ কবিতা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মরিয়ম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ তামান্না।

(২১২) মোলামগাড়ী হাট (বাখরা) আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (বালক) শাখা, কালাই, জয়পুরহাটঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান

কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আরাফাত হোসায়েন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আলী হাদী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মতীঊর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শের আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ শরীফুল ইসলাম।

সোনামণি সমাবেশ ঃ

রাজশাহী যেলাঃ গত ২৫শে জুলাই চককাপাশিয়া; চারঘাট, ২৮শে জুলাই মহিপাড়া, দূর্গাপুর; ৩০শে জুলাই হরিষার ডাইং ও মিয়াপুরে সোনামণিদের বিশেষ সমাবেশ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সংগঠন, সোনামণিদের চরিত্র গঠন এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুবকর ছিদ্দীক্ব। যেলা পরিচালক, মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ।

নাটোর যেলাঃ গত ৮ই আগস্ট ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ জামনগর, বাগাতিপাড়া, নাটোরে বাদ আছর থেকে সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি রাজশাহী যেলার পরিচালক, নযরুল ইসলাম। সোনামণিদের ৭টি স্থায়ী কর্তব্যঃ (১) আল্লাহ্র হক (২) রাসূল (ছাঃ)-এর হক (৩) মাতা-পিতার হক (৪) আত্মীয়-স্বজনের হক (৫) প্রতিবেশীর হক (৬) নেতা ও বড়দের হক (৭) সকল মুসলমানের হক, কুরআনের সূরা নিসার ৩৬ ও ৫৯ নং আয়াতের আলোকে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সমাবেশের সভাপতির ভাষণে হাজী আবুবকর ছিদ্দীক্ব আলোচিত বিষয়গুলি যথাযথ অনুসরণ করার আহ্বান জানান এবং তা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সমাবেশ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন মুহাম্মাদ ফয়ছাল আহমাদ।

বিশেষ প্রশিক্ষণঃ

(১) গত ২১শে জুলাই ঝাউবোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চারঘাট দিনব্যাপী সোনামণিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ১৭৫ জনের অধিক সোনামণি স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ১৫ আগস্ট বাঁশবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুঠিয়া থানা পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে ৬টি এলাকার ১০০-এর অধিক বাছাইকৃত সোনামণি নিয়ে দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩ টায় পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনকারী ১৪ জন ছেলে ও ১৪ জন মেয়েকে পুরস্কার দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন থানা পরিচালক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান ও আনীসুর রহমান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব লুৎফর রহমান।

উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুবকর ছিদ্দীক্ব, রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। কেন্দ্রীয় পরিচালক সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সূরা নূরের ৬১ নং আয়াতের আলোকে নিজ পরিবারে সালাম প্রদান পদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন।

(৩) গত ৪ঠা আগস্ট শুক্রবার সকাল ১০-টা থেকে বাররশিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫০-এর অধিক সোনামণির উপস্থিতিতে এবং একই দিন বৈকাল ৩-টা থেকে চাটাইডুবি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০ এর অধিক সোনামণি ও ১০ জন সুধীর উপস্থিতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে সোনামণি সংগঠনের ৩০টির অধিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুহায়মিন এবং সূরা নূরের ৬১ নং আয়াতের আলোকে নিজ পরিবারে সালাম প্রদানের নীতিমালা, কথা বলা ও পথ চলার আদব কায়েদাহ, সোনামণিদের কর্তব্য ও ইসলামী সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি বাররশিয়ায় ট্রাষ্ট নির্মিত মসজিদে সূরা আ'রাফ ১৮১ আয়াতের আলোকে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (বাররশিয়া)।

(৪) গত ৫ই আগস্ট, নয়নসুকা উচ্চ বিদ্যালয় বাদ আছর হ'তে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির ১০০-এর অধিক সোনামণি এবং ১০/১২ জন সুধী ও ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠনের উপর প্রশিক্ষণ দেন আব্দুল মুহায়মিন এবং সোনামণি ৭টি স্থায়ী কর্তব্য, চরিত্র গঠন। খাওয়ার নিয়ম-ক্বানূন, যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে তিন জন বিজয়ীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন গোদাগাড়ী ডিগ্রী কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মাদ শহীদুল হক। বিজয়ীরা হ'লেন শারমীন খাতুন (৭ম শ্রেণী) ১ম স্থান, রেহেনা পারভীন (৮ম শ্রেণী) ২য় স্থান এবং শুকতারা ৩য় স্থান। প্রশিক্ষণে উপস্থিত সোনামণিরা অত্যন্ত উৎফুল্লভাবে আনন্দমুখর পরিবেশ বজায় রেখেছিল।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আদালত অবমাননার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৩টি মামলা দায়ের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে পৃথক পৃথক ৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আদালতকে অপরাধীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে গণ্য ও আদালত কর্তৃক অপরাধীদের যামিন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর আদালত অবমাননাকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে এই মামলাগুলি দায়ের করা হয়। প্রথম মামলাটি গত ১৬ আগষ্ট দায়ের করেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সমিতির পক্ষে সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। দ্বিতীয় মামলাটি গত ২০ আগষ্ট ৩৩৯ জন আইনজীবীর পক্ষে দায়ের করেন ব্যারিস্টার রফীকুল হক। তৃতীয় মামলাটি দায়ের করেন ১১০ জন সংসদ সদস্যের পক্ষে গত ২১ আগষ্ট ব্যারিস্টার মওদূদ আহমাদ।

ইতিমধ্যে মামলাগুলির শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। স্ব স্ব মামলার বাদীগণ তাদের দায়েরকৃত মামলার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। আদালত অবমাননা মামলার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নে হাইকোর্টের রায় আগামী ২৪ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে।

এরশাদের ৫ বছর কারাদণ্ড

গত ২৪শে আগষ্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদকে হাইকোর্ট বহুল আলোচিত 'জনতা টাওয়ার মামলা'র রায়ে ৫ বছর কারাদণ্ড ও সাড়ে ৫ কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২ বছর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা গেছে, এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নামমাত্র মূল্যে তার পত্নী বেগম রওশন এরশাদের মালিকানাধীন জনতা পাবলিশার্স লিমিটেডকে জনতা টাওয়ারের জমি বরাদ্দ দেন। এছাড়া টাওয়ার নির্মাণের জন্য এরশাদ ১০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেন এবং এর মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি টাকা তিনি নিজে পরিশোধ করেন, যা একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়- এ অভিযোগ এনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বি,এন,পি সরকারের আমলে এরশাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার রায়ে ঢাকা যেলা দায়রা জজ ১৯৯৩ সালের ৭ই জুন জনাব এরশাদ, রওশন এরশাদ, সাবেক মন্ত্রী এম,এ, সাত্তার, সাবেক রাজউক চেয়ারম্যান এম, রহমতউল্লাহ সহ ১৯ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ৭ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। আসামীগণ পরে হাইকোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। ফলে গত ২৪শে আগষ্ট হাইকোর্ট উপরোক্ত রায় প্রদান করে। বাকী ১৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের রায় মওকূফ করে প্রত্যেককে ১০ হাযার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন।

উক্ত রায়ের পর গত ২৯ আগষ্ট জাতীয় সংসদ সচিবালয় এরশাদের নির্বাচনী আসন (রংপুর-৩) শূন্য ঘোষণা করে এরশাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিল করেছে। সংসদ সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংবিধানের ৬৬ (২) (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এরশাদ সংসদ সদস্য থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আদালতের রায় ঘোষণার তারিখ থেকে তাঁর নির্বাচনী আসন শূন্য হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী বিদেশে সফররত অবস্থায় তাঁর পক্ষে সংসদ সচিবালয় এই বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এদিকে এরশাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ এরশাদকে আদালতে আদালতে আত্মসমর্পণের মেয়াদ আদালতের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে আগামী ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।

সন্ত্রাসীদের গুলিতে আইনজীবী নিহত

গত ২০ আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ২ জন আইনজীবীকে। নিহত আইনজীবীরা হ'লেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ আইনজীবী বিএনপি নেতা এ্যাডঃ হাবীবুর রহমান ও বাগেরহাটের হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ নেতা এ্যাডঃ কালিদাস বড়াল। বিএনপির ঢাকা মহানগর কমিটির যুগ্ম সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক এপিপি এ্যাডঃ হাবীবুর রহমান মণ্ডল ঘটনার দিন সকাল সাড়ে ৯টায় বাসা থেকে বের হয়ে ভেসপা মটর সাইকেল যোগে কোর্টে যাচ্ছিলেন। মটর সাইকেল চালাচ্ছিল তারই সহকারী আরশাদ। বাসা থেকে ৬০ গজ দূরে না যেতেই পূর্ব থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা ঘাতকরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ১টি গুলি তার মাথা দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এ্যাডঃ হাবীবুর রহমান-এর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চারদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে। আদালতগুলিতে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং ভাংচুরও হয়। চারদিক থেকে দলীয় কর্মীরা ছুটে আসেন। তারা লাশ নিয়ে হত্যাকারীদের শাস্তির দাবীতে মিছিল বের করে। লাশবাহী মিছিল পুলিশ কর্তৃক কয়েক বার বাধার সম্মুখীন হয়। পুলিশ ১০ রাউণ্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এ্যাডঃ হাবীবুর রহমানের হত্যার প্রতিবাদে গত ২৩ আগষ্ট সারা দেশে অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয়।

উল্লেখ্য যে, অসংখ্য দুষ্কৃতির হোতা স্থানীয় শতীদ কমিশনার এই হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক বলে নিহতের স্ত্রীসহ স্থানীয় অভিজ্ঞ জনেরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে একই দিন সকাল ৮ টায় বাগেরহাটে সাধনার মোড়ে গুলি করে চিতলমারীর উপযেলার জনপ্রিয় নেতা এ্যাডঃ কালিদাস বড়ালকে হত্যা করা হয়। এ সময় এ্যাডভোকেট কালিদাস বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। চিতলমারী উপযেলার দু'দু'বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এ্যাডঃ কালিদাস বড়াল-এর এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে চিতলমানী উপযেলার জনগণ ক্রোধে ফুসে ওঠে এবং মূল নায়ক সন্দেহে স্থানীয় এম,পি ও প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষভে ফেটে পড়ে। গত ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর চিতলমারী জনসভায় উপস্থিত শেখ হেলালকে লক্ষ্য করে জনগণ জুতা-সেণ্ডেল ইত্যাদি নিক্ষেপ ও মারমুখী হ'য়ে উঠলে তিনি পিছন দিক থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

উল্লেখ্য যে, জীবদ্দশায় তাকে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য পদ না দেওয়া হ'লেও হত্যাকাণ্ডের পর ৪ঠা সেপ্টেম্বরে তাকে বাগেরহাট যেলা আওয়ামী লীগের মরনোত্তর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ভূষিত করা হয়।

জ্বালানী তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি

সরকার আকস্মিকভাবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ্যে কোন ঘোষণা না দিয়ে অতি সংগোপনে জ্বালানী তেলের মূল্য শতকরা ৮ ভাগ ও গ্যাসের মূল্য শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত বাজারে কার্যকর হয়েছে। ফলে এখন ১২.৯৫ টাকার কেরোসিন ১৫.৫০ টাকা, ১২.৯৫ টাকার ডিজেল ১৫.৫০ টাকা, ২১ টাকার পেট্রোল ২৩ টাকা এবং ২৩ টাকার অকটেন ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে স্থান বিশেষে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যেও জ্বালানী তেল বিক্রি হচ্ছে। জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে জনগণের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একই কারণে যানবাহনের ভাড়াও অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের তাৎক্ষণিক এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পেট্রোল পাম্পগুলো ১৫ আগষ্ট হরতাল পালন করে।

ডাক্তারদের কাণ্ড

বাম পায়ের অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য ঢাকাস্থ পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগী রফীকুল ইসলাম (২০)-এর অসুস্থ বাম পা বাদ দিয়ে সুস্থ ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করে তাকে পুরোপুরিভাবে পঙ্গু করে দিয়েছেন ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালের ডাক্তারগণ। রফীকুল ইসলাম গাছ থেকে পড়ে গিয়ে বাম পা ও কোমরে আঘাত পান। গুরুতর যখমী অবস্থায় তাকে গত ৩১শে জুলাই ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারগণ রফীকুলের পায়ে অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত অতঃপর রোগীর যখমী বাম পায়ের পরিবর্তে সুস্থ-সবল ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচার শেষে রোগীকে বিছানায় নিয়ে আসলে তার স্বজনরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান পরে ডাক্তারগণ ফাইলপত্র দেখে পুনরায় বাম পায়ে অপারেশন করেন।

আগামী বছরে ৫০ হাযার বাংলাদেশী হজ্জ করবেন

আগামী ২০০১ সালের হজ্জ মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে ৫০ হাযার ব্যক্তি হজ্জব্রত পালন করতে পারবেন। গত ৬ আগষ্ট ধর্ম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আগামী মৌসুমে হজ্জ পালনের জন্য বিমান ভাড়া গত বছরের ন্যায় ৪৪ হাযার টাকা (প্রস্তাবিত) ধার্য করে সার্বিক ব্যয় ৯৬ হাযার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

হিরোইন পাচারে পবিত্র কুরআন!

পবিত্র কুরআন শরীফের মধ্যে হিরোইন লুকিয়ে পাচারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। ঈশ্বরদী থানার কুবিরদিয়ার গ্রাম থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদফতরের একটি বিশেষ দল হিরোইন লুকানো একটি কুরআন শরীফ উদ্ধার করেছে। জানা গেছে, নিষিদ্ধ হিরোইন নিরাপদে পাচার করার জন্য ঈশ্বরদী এলাকায় এখন পবিত্র কুরআন শরীফকে ব্যবহার করছে মাদক ব্যবসায়ীরা। গোপনে সংবাদ পেয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদফতরের একটি বিশেষ দল গত ১৫ আগষ্ট সন্ধ্যায় ঈশ্বরদীর কুবিরদিয়ার গ্রামের সোহরাব আলীর বাড়ীতে তল্লাশি চালিয়ে হেরোইন লুকিয়ে রাখা একটি কুরআন শরীফ উদ্ধার করে। পবিত্র কুরআনের মধ্যে হিরোইন লুকিয়ে রাখার দায়ে মাদক ব্যবসায়ী সোহরাব আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র ঘোষণার পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র ঘোষণার পক্ষে বাংলাদেশ তার পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। গত ১৮ আগষ্ট ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র ঘোষণার পক্ষ্যে বাংলাদেশের সমর্থন আদায়ের লক্ষে বাংলাদেশে ১ দিনের সরকারী সফরে আসলে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, আমরা সর্বদাই ফিলিস্তীনীদের পক্ষে আছি এবং এই ব্যাপারেও আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ফিলিস্তীন নেতা ইয়াসির আরাফাত ঐ দিন সন্ধ্যা ৬-০৫ মিনিটে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে স্বাগত জানান। এসময় বিমানবন্দরে অন্যদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুছ ছামাদ আযাদ, অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, পররাষ্ট্র সচিব সিএম, শফি সামি ও ঢাকাস্থ ফিলিস্তীনি রাষ্ট্রদূত শাহতাজারাব উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তীনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার জন্য ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্সের সমর্থন সহ বিশ্বের ১২০টি রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছেন।

৭ মাসে দেশে খুন ২০৮১ জন ও ধর্ষিত ৩৭১ জন

গত জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে সারাদেশে বিভিন্ন ঘটনায় খুন হয়েছে ২ হাযার ৮১ জন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৭১ জন। গড়ে দৈনিক ১০ জন ও ২ জন। যাদের মধ্যে মহিলা, তরুণী ও শিশু কন্যা রয়েছে। শুধুমাত্র গত জুলাই মাসেই খুন হয়েছে ৩৪৬ জন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৮৮ জন। গড়ে দৈনিক ১২ জন ও ৩ জন। এছাড়া জুলাই মাসে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৫৪ টি, এসিড নিক্ষেপ ১৫টি ও ডাকাতি হয়েছে ১৫৩টি। বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো ও দি ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক রাইট্সের পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

যশোর বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃতরা এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবে না

যশোর শিক্ষা বোর্ড এবারের বহিষ্কৃত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হ'লে ঐ বোর্ডের বহু ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারবে না। তাছাড়া এমনও পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ এবছরই শেষ হবে। সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীরা আর কখনই পরীক্ষা দিতে পারবে না। বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

নতুন শহর !

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার ডেমরা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত প্রস্তাবিত ইস্টার্ণ বাইপাসের চারপাশে 'সুপার সিটি' নামে নতুন শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। গত ২৯শে আগষ্ট গণভবনে সম্পাদক বৃন্দের সাথে রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময়কালে তিনি একথা

জানান তিনি বলেন, এটা হবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক শহর। এখানে থাকবে সচিবালয় ও অন্যান্য সরকারী অফিস। রাজধানীর উপকণ্ঠে প্রস্তাবিত নতুন শহরটি কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এটা ঢাকা মহানগরীর প্রকট যানজট নিরসনেও সহায়ক হবে।

সন্তানের পরিচিতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মায়ের নাম উল্লেখ করতে হবে

-তথ্য বিবরণী

এখন থেকে বাংলাদেশে সন্তানের পরিচিতির ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি বাধ্যতামূলকভাবে মাতার নামও উল্লেখ করতে হবে, এই মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারী এক তথ্য বিবরণীতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

[এই নির্দেশ ইসলামের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্পষ্ট লংঘন। এর দ্বারা ইসলামের উত্তরাধিকার নীতিতেও আঘাত আসবে। কেননা জারজ সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এর ফলে ব্যভিচারী মায়েরা সমাজে সম্মানিতা হবে এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ বিলুপ্ত হবে। যা সমাজ ধ্বংসের কারণ হবে।- সম্পাদক]

লাইনম্যানকে বকাঝকা করার খেসারত

এক মাসে বিল ৩ লক্ষ ৮৩ হাযার ৬শত ৯৪ টাকা

লাইনম্যানকে বকাঝকার প্রতিশোধে এক ভৌতিক বিলের বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ঢাকার মিরপুর এক্সচেঞ্জের আওতাধীন জনৈক টেলিফোন গ্রাহকের উপর। মেসার্স মাহিন নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ-এর নামে বরাদ্দকৃত ৮০১৪৫১৯ নম্বরের টেলিফোনের বিপরীতে গত জুলাই মাসে বিল এসেছে ৩ লক্ষ ৮৩ হাযার ৬শত ৯৪ টাকা। এই বিপুল অংকের বিল এসেছে আইএসডি অর্থাৎ বিদেশে কল করার জন্য। উল্লেখ্য যে, ৫ই আগষ্ট ইস্যুকৃত বিলে আইএসডি কলের যে পৃথক চার্ট দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, দেশের বাইরে মাত্র দুই হাযার তিনশ' পঁচিশ টাকার কল ব্যতীত বাকী সব কল করা হয়েছে ৪ থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত। অথচ উক্ত সময়ে টেলিফোন বিকল হয়ে যায়। বার বার অভিযোগ করার পরও দীর্ঘ দু'মাস লাইন সচল করা হয়নি। এর কারণ হিসাবে তিনি জানান, প্রায় প্রতি মাসেই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইনম্যান বিভিন্ন ছুঁতোয় টেলিফোন লাইন বিকল করে দিয়ে বখশিশের বিনিময়ে লাইন সচল করে দিত। এতে এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে লাইনম্যানকে বেশ বকাঝকা করেন। ফলে সেদিন থেকেই তার লাইন অচল হয়। অতঃপর অনেক চেষ্টা তদ্বিরের পর গত জুলাই মাসের ১৬ তারিখ টেলিফোন লাইনটি সচল হলেও আগষ্ট মাসে বিল পেয়ে গ্রাহকের মাথায় হাত।

বিদেশ

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ব্যর্থঃ নতুন সংস্থা গঠিত!

প্রতিবেশী দেশগুলোতে আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তিতে সিদ্ধহস্ত হ'লেও ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন ভারতীয় নীতিনির্ধারক মহল। বিশেষ করে গত বছর কাশ্মীরের কারগিল গিরিচূড়ায় স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের অভিযান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পূর্ব সতর্কতা প্রদানে 'র' চরমভাবে ব্যর্থ হয় বলে ভারত সরকার গঠিত 'কারগিল কমিটি'র সুফারিশে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার একটি নতুন গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করবে বলে জানা গেছে। নতুন এই গোয়েন্দা সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী' ডিআইএ-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কুমারাতুঙ্গা রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছেন?

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা বলেছেন, নতুন খসড়া সংবিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এলটিটিই'র সাথে জাতিগত সংঘর্ষের অবসানের পর তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিবেন। তিনি তার সাংবিধানিক সংস্কার কর্মসূচীকে বানচাল করার বিরোধী দলের উদ্যোগের বিরুদ্ধে ভোট প্রদানের আহ্বান জানান। গত ২০ আগষ্ট কলম্বোর দক্ষিণে এক নির্বাচনী প্রচারাভিযান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দেশ গড়ার জন্য আরও ৬ বছরের প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজ শেষ করা মাত্র আমরা আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। এরপর যে কেউ দেশ শাসন করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

শীর্ষ ৮-জাতি গ্রুপের বৈঠক সমাপ্ত

দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফের উদ্যোগ নেই

বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর তিন দিনের শীর্ষ বৈঠক গত ২৩ জুলাই শেষ হয়েছে। জাপানের 'ওকিনাওয়া' দ্বীপে এ বৈঠক হয়। বিশ্বের সেরা ধনী এ ৮-জাতি গ্রুপ উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফের কোন নতুন উদ্যোগ নেয়নি। তারা জানিয়েছেন যে, ৮-জাতি গ্রুপ কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। তবে নেতারা কিছু আশার বাণী শুনিয়েছেন যে, এ বছর শেষ নাগাদ ২০টি দেশ ঋণের বোঝা মওকুফের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, গত বছরের তুলনায় এ বছর তারা খুব সামান্য অঙ্গীকার করেছেন। ফলে আন্দোলনকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী এর কঠোর সমালোচনা করেছে। বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো চরম হতাশাগ্রস্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, জাপান, বৃটেন, কানাডা ও রাশিয়াকে নিয়ে গঠিত এই ৮- জাতি গ্রুপ-এর আগামী বছরের শীর্ষ বৈঠক হবে ইটালীর জেনোয়ায়।

ভারতের যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত

রাশিয়ার তৈরী ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি মিগ-২১ জঙ্গী বিমান গত ৫ আগষ্ট নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উড্ডয়নের পর পরই বিধ্বস্ত হয়। এদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ গত মাসে পার্লামেন্টে বলেন, ভারতীয় বিমান বাহিনী গত তিন বছরে ৫৪টি রুশ নির্মিত মিগ, ৪টি অন্যান্য বিমান এবং ২১ জন পাইলটকে হারিয়েছে।

নেপালে খাদ্য সংকট

নেপালের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। খাদ্য সংকটের কারণে বহু পরিবার ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ইতিমধ্যে কাঠমণ্ডুর ২শ ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মুস্তু প্রদেশের গ্রামবাসীরা ঘড়বাড়ী ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। খরার কারণে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় গত এপ্রিল মাস হ'তে উক্ত এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

শ্রীলংকার পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা গত ১৮ আগষ্ট সেদেশের ২২৫ আসনের পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে আগামী ১০ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। সংসদের মেয়াদ শেষের ৬ দিন আগে তিনি এই ঘোষণা দেন।

রুশ ডুবো জাহাজ বিধ্বস্তঃ ১১৮ জন নাবিক নিহত

গত ১২ই আগষ্ট সুমেরা অঞ্চলের ব্যারেন্ট সাগরে এক বিস্ফোরণে রুশ পরমাণু সাবমেরিন কুর্স্ক নামক একটি ডুবোজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ৩৫৪ ফুট নীচে সাগরের তলদেশে ডুবে যায়। এতে জাহাযের ১১৮ জন হতভাগ্য নাবিকের সকলেই নিহত হয়।

[স্বাধীন মুসলিম প্রজাতন্ত্র চেচেনদের উপরে নির্যাতনকারী রাশিয়ান সরকারের জন্য এটা হুঁশিয়ারী সংকেত বলেই বিবেচনা করা উচিত।-সম্পাদক]

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মুসলিম জাহান

১০ বছর পর বাগদাদ বিমানবন্দর চালু

ইরাক জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ১৭ আগষ্ট রাজধানী বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পুনরায় চালু করেছে। ১০ বছর পূর্বে কুয়েতে ইরাকের সামরিক অভিযানের পর জাতিসংঘ এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরই ইরাকী এয়ারওয়েজের একটি আভ্যন্তরীণ রুটের বিমান দেশের পশ্চিমাঞ্চলের একটি শহর থেকে যাত্রীদের নিয়ে বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ইরাকী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন যাত্রীবাহী আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার সঙ্গে বাগদাদ বিমানবন্দরকে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে।

ভণ্ড নবীর মৃত্যুদণ্ড

পাকিস্তানের আদালত ইউসুফ কায্যাব (৬০) নামে এক স্বঘোষিত ভণ্ড নবীকে গত ৫ আগষ্ট মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও ২ লাখ রূপী জরিমানা করেছে।

নিজেকে 'নবী' দাবী করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে ১৯৯৮ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানের ব্লাসফেমি আইনের আওতায় দীর্ঘদিন মামলা পরিচালনার পর আদালত উল্লেখিত রায় প্রদান করে।

পাকিস্তানে সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

পাকিস্তানের ৩০টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জোট 'অল পার্টিস কনফারেন্স' (এপিসি) সে দেশের সামরিক সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে। গত ৬ আগষ্ট লাহোর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর এ জোট সাধারণ নির্বাচনের দাবী জানায় এবং সংবিধানের কোন প্রকার সংশোধন করার ব্যাপারে সামরিক সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। বিবৃতিতে জোট আরো উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দলবিহীন নির্বাচন মৌলিক অধিকার পরিপন্থী। 'অল পার্টিস কনফারেন্স' দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানান।

আফগানিস্তানে সংঘর্ষঃ ৭০ জন তালিবান নিহত

আফগানিস্তানের তালিবান বিরোধী গেরিলারা রাজধানী কাবুলের সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সালাংপাস এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী করেছে। তালিবানরা গত দু'মাস আগে এটা দখল করেছিল। সালাংপাসে তালিবানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে

দিয়ে এলাকাটি পুনর্দখলের দাবী করে বিরোধীদের একজন মুখপাত্র জানান, এখনো সেখানে ভীষণ সংঘর্ষ চলছে। মুখপাত্র বলেন, সংঘর্ষে ৭০ জন তালিবান সৈন্য নিহত ও ৩০ জন গ্রেফতার হয়েছে।

আনোয়ার ইবরাহীমের ৯ বছর কারাদণ্ড

মালয়েশিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীমকে সমকামিতার অভিযোগে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আদালত জানায়, দুর্নীতির দায়ে ৬ বছরের সাজা শেষ হওয়ার পর এই আদেশ কার্যকর হবে। আদালত একই অভিযোগে আনোয়ার ইবরাহীমের দত্তক ভাই সুকমাকমা দারমাওয়ান (৩৯) কে ৬ বছরের কারাদণ্ড ও ৪ বেত মারার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে আনোয়ারের সাবেক ড্রাইভার আজিজান আবুবকরের সাথে সমকামিতার অভিযোগ আনা হয়।

ইরানে বিষাক্ত গ্যাসে ১০ জনের মৃত্যু

ইরানের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ১০ জন কৃষক মারা গেছে। গত ২রা আগষ্ট সেদেশের সরকারী সংবাদ সংস্থা ইরনা জানায়, ১লা আগষ্ট একটি গভীর কূপ খননের সময় কূপ থেকে আকস্মিক নির্গত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ২ জন মারা যায়। পরে এই ২ ব্যক্তিকে খুঁজতে এসে বাকী ৮ জন মারা যায়।

কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হ'তে হবে

-হুররিয়াত সম্মেলন

কাশ্মীরের প্রধান মুজাহিদ জোট সর্বদলীয় হুররিয়াত সম্মেলন বলেছে, গোলযোগপূর্ণ কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হচ্ছে পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা শুরু করা। সর্বদলীয় হুররিয়াত সম্মেলনের চেয়ারম্যান আব্দুল গণী বাট গত ৩রা আগষ্ট শুরু হওয়া ভারত সরকার ও হিযবুল মুজাহেদীনের মধ্যে আলোচনাকে নাকচ করে দিয়ে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হ'লে ভারত, পাকিস্তান ও সর্বদলীয় হুররিয়াত সম্মেলনকে নিয়ে একত্রে আলোচনা শুরুর উদ্যোগ নিতে হবে। কাশ্মীর প্রশ্নে বিচ্ছিন্নভাবে কোন পদক্ষেপ নিলে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

পাকিস্তান আক্রান্ত হ'লে প্রথমে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে

প্রচলিত বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হ'লে পাকিস্তান প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। পাক উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইনামুল হক সম্প্রতি এ কথা বলেন। মন্ত্রী জার্মানী সফরকালে বলেন, পাকিস্তানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হ'লে কোন পরমাণু অস্ত্র ব্যবহৃত হবে না- এই আশ্বাস কোন ভাবেই দেয়া যেতে পারে না। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার পর এই প্রথম কোন পদস্থ পাকিস্তানী কর্মকর্তা জার্মানী সফর করেন।

১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারতের পরমাণু পরীক্ষার জবাবে পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। মন্ত্রী একথা উল্লেখ করেন যে, শীতল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত হামলা মোকাবিলায় ন্যাটো এ ধরনের নীতি অবলম্বন করে।

ইরাকের অবরোধ প্রত্যাহারের দাবীতে আমেরিকানদের বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভবন হোয়াইট হাউসের সামনে গত ৬ আগষ্ট হাযার হাযার আমেরিকান ইরাকের উপর অবরোধ বহাল রাখার প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী গান গাইছিল। তারা অবিলম্বে এই অবরোধ প্রত্যাহারের দাবী জানায়।

ইরানে গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় খরা

ইরানে গত ৩০ বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক খরা দেখা দিয়েছে। সেদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী ইতিমধ্যেই এই খরা কবলিত হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সমন্বয় দফতরের... ভ্লাদিমির শাখারভ বলেছেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে অবস্থা খুবই মারাত্মক, এখনই যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে আমাদেরকে পুরোপুরি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হবে। শাখারভ ইরানের খরা পরিস্থিতি নিরুপণের জন্য ১৭ দিনের এক মিশন শেষে বলেছেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল খাবার পানি সংকট। এছাড়া খরার কারণে আনুমানিক ৮ লাখ পশু ইতিমধ্যেই মারা গেছে। গ্রাম অঞ্চলের ৬০ শতাংশ লোক শহরে চলে আসতে পারে। কারণ তারা তাদের শস্য ও গবাদি পশু হারিয়েছে।

মেসার্স নর্থ বেঙ্গল গ্যাষ্টার এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

মেসার্স নর্থ বেঙ্গল গ্যাষ্টার এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর উৎপাদিত পণ্যঃ- (১) জৈব সার কম্পোষ্ট, (২) সাদা দস্তা সার, (৩) মৃত্তিকা প্রাণ সবুজ সার, (৪) বোরাক সালফেট, (৫) পাতা কম্পোজ এবং (৬) স্পেশাল বোরণ সার। এই সমস্ত কৃষি উপকরণ কৃষক ব্যবহার করে কম খরচে তুলনামূলক ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে। আপনার নিকটবর্তী ডিলারের নিকট আজই যোগাযোগ করুন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ নজরুল ইসলাম
(বিসিক ভবনের সামনে) সপুরা, রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কাঁঠাল গাছে কলম!

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। দেশে বছরে প্রায় ২৫,৪৯৫ হেক্টর জমিতে কাঁঠাল চাষ হয়। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ০.২৬ মিলিয়ন টন। সর্বশ্রেণীর প্রিয় এ ফলটি আম ও কলার পরই স্থান দখল করেছে। কিন্তু আমের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঁঠালের চাষের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাঁঠাল গাছ জন্মানো হয় শুধু বীজ থেকে। আম যেখানে কলম করে উন্নত চাষ করা হয়, কাঁঠাল সেখানে শুধু বীজের উপর নির্ভরশীল। এর কোন কলমের ব্যবস্থা নেই। ফলে জাতের গুণগত মানও ঠিক থাকে না। সুতরাং কাঁঠালের জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে উপযুক্ত কলম পদ্ধতির অভাব। আর এ অভাব দূর করে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য একটি কলম প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় একটি গবেষণা প্রকল্প। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) কাঁঠালের কলম করার অন্তরায় অনুসন্ধান ও দূরীকরণ (২) বাণিজ্যিকভাবে কলম করার উদ্দেশ্যে সহজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং (৩) উৎকৃষ্ট ও বারমাসী কাঁঠাল উৎপাদনকারী গাছ বাছাই করে তাদের কলম উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ।

সুদীর্ঘ ৫ বছর উক্ত বিষয়ে গবেষণার পর গবেষকগণ বাংলাদেশের উপযোগী কলম পদ্ধতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে প্রথমে উৎকৃষ্ট জাতের কাঁঠালের বয়স্ক গাছ থেকে ছাল বা শাখা নিয়ে জংলী বা যে কোন কাঁঠালের চারার সাথে পার্শ্ব জোড় কলম করা হয়। এই কলমের সংযোজন যাতে জোরালো এবং ত্বরিত করা হয় সেজন্য একটি বিশেষ ধরনের ক্লিপ ব্যবহার করতে হয়। সংযোজন স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত কলমগুলোকে ৩-৪ সপ্তাহ উচ্চ আর্দ্রতা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হয়। এর দুই থেকে তিন মাস পর এটি রোপণের উপযোগী হয়। উদ্ভাবিত এই নতুন প্রযুক্তি সীড গ্রাফটিং (বীজ কলম) নামে পরিচিত।

বীজ কলম করার নতুন প্রযুক্তিঃ স্টক তৈরীঃ কাঁঠালের কলম করার জন্য প্রথমে স্টক তৈরী করতে হয়। স্টকের জন্য প্রথমে যে কোন ধরনের পরিপক্ক কাঁঠালের ফল থেকে পরিপুষ্ট বীজ সংগ্রহ করে চারা উত্তোলন করতে হয়। বীজ লাগানোর জন্য প্রথমে ভিটিবালুর সাথে অর্ধেক পচা গোবর সার অথবা কম্পোস্ট মিশ্রিত করতে হয়। গোবর সার মিশ্রিত বালু ১০ সেঃমিঃ ৮ সেঃমিঃ সাইজের পলিব্যাগ ভর্তি করে পলিব্যাগে ১টি করে বীজ বপন করতে হয়। বীজ লাগানোর ৭-১০ দিন পর চারা গজাতে শুরু করে। চারার বয়স যখন ১০ থেকে ১২ দিন হয় তখনই কলম করার উপযুক্ত সময়।

কলম করার পদ্ধতিঃ প্রথমে ১০-১২ দিন বয়সের বীজের চারা যা স্টক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ঐটিকে বীজের গোড়া থেকে ৪-৫ সেঃমিঃ উপরে পার্শ্ব জোড় কলম পদ্ধতিতে ব্লেড বা বাডিং নাইফ দিয়ে তেরসা করে কাটতে হয়। এরপর সাথে সাথে সায়নকেও তার উভয় পার্শ্বে তেরসা করে কেটে নিয়ে স্টকের কাটা অংশে স্থাপন করতে হয়। স্থাপিত স্থানে বাম হাত দিয়ে ভাল করে চাপ দিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে গ্রাফটিং ক্লিপ পার্শ্ব জোড় কলম অংশে লাগাতে হয়। যদি গ্রাফটিং ক্লিপ না থাকে, তবে পলিথিন রিবন দিয়ে পার্শ্ব জোড় কলম করা অংশে ভালভাবে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হয়, যাতে কর্তিত অংশে ফাঁক না থাকে। পার্শ্ব জোড় কলম করা শেষে কলম করা পলিব্যাগটি ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে মরটিনের খালি বোতলের মধ্যে পানি ভরে তা স্প্রে করতে হবে।

পার্শ্ব কলম করার উপযুক্ত সময়ঃ কলম করার সময় নির্ভর করে ২টি কারণের উপর। **প্রথমতঃ** স্টকের বয়স (১০-১২ দিন) যা পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** কলম করার সময় বায়ুর আর্দ্রতা। কলম সাধারণতঃ জুলাই ও আগষ্ট মাসে করা সবচাইতে ভাল। এ সময় আমাদের দেশে বাতাসের আর্দ্রতা থাকে ৮০-৮৫% এর বেশী। সব মিলিয়ে জুলাই ও আগষ্ট মাসে কলম করলে জোড়া তাড়াতাড়ি লাগাতে সহায়ক হয় এবং ক্যালাস উৎপাদন কমে যায়। যার ফলে কলমের সাফল্য প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ হয়।

সুঁচবিহীন ইনজেকশন

ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ডের পাওয়ারজেক্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের ক'জন গবেষক সুঁচবিহীন ইনজেকশন সিরিঞ্জ তৈরীর ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। রাসায়নবিদ টেরি বারকথ এবং তার সহযোগীরা মিলে ইনজেকশন সিরিঞ্জের ভয়ঙ্কর সুচকে অপসারণ করে বসিয়ে দিয়েছেন ফ্ল্যাশ লাইট সাইজের এক সরু টিউব। এই টিউবটি মূলতঃ হিলিয়ামের একটি বিশেষ ফিনকি দিয়ে ব্যবহার করে গুঁড়ো ঔষধ দেহে প্রবেশ করিয়ে দিবে সুপারসনিক স্পিডে। চামড়ার ওপর বসিয়ে সিরিঞ্জটিতে চাপ দিলেই সেটার পাওয়ারজেক্ট সিস্টেমটি নিখুঁতভাবে ইনজেকশনের ডোজটি সরাসরি পৌছে দিবে চামড়ার নিম্নস্থ কোষে। এই ঔষধ কণাগুলো এত ছোট যে, কোন রোগী বাহ্যিক বেদনা দূরে থাক সামান্যতম টেরও পাবে না।

১০টি নতুন গ্রহ আবিষ্কার

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরমণ্ডলের বাইরে ১০টি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে মহা বিশ্বের অন্যত্র প্রাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে নতুন করে জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম বলেন, এই আবিষ্কার আমাদের ঘরের পেছনে গ্রহ খুঁজে পাওয়ার ঘটনার মতো। সবচেয়ে উত্তেজনাকর আবিষ্কারটি হচ্ছে বৃহস্পতির আকারের মতো একটি বিশাল গ্যাসীয় গ্রহের সন্ধান পাওয়া।

সবাইকে স্বাগতম
উত্তরবঙ্গ ইসলামিয়া হাসপাতাল
এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের যাবতীয় মেডিসিন, সার্জারী, নাক, কান, গলা, হাড়জোড়, গাইনী, চর্ম-যৌন ও চক্ষু রোগের চিকিৎসা এবং অপারেশন, এম.আর, ডি এন্ড সি, এক্স-রে, ই.সিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফী ও প্যাথলজী টেষ্ট করা হয়।
লক্ষীপুর মোড়ের পশ্চিমে, রাজশাহী-৬০০০।
ফোন- ০১৭৩৪৮১৪৫, ৭৭২৯৮০ (অনুঃ)।

মারকায সংবাদ

মারকাযে বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দঃ

১. ১৯শে জানুয়ারী ২০০০ বুধবারঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্হাব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরের এক পর্যায়ে 'মারকায' পরিদর্শনে আসেন। তিনি মারকাযের বিভিন্ন ভবন ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং দারুল ইমারতে বসে দীর্ঘক্ষণ যাবত আমীরে জামা'আতের সাথে বৈঠক করেন। তিনি বিশেষ করে অমূল্য থিসিস গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদের ব্যাপারে তাকীদ দেন। প্রয়োজনে তিনি নিজে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাযী আছেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রংপুরের জলডাঙ্গা উপযেলাধীন মৌজা ষোলমারি গ্রামের এই কৃতি সন্তান আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির প্রতি খুবই আগ্রহশীল।

২. ১০ই এপ্রিল সোমবারঃ রাজশাহীর বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসায়েন এদিন বেলা ৩-টায় মারকায পরিদর্শনে আসেন। তিনি মারকায ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন পরিদর্শন করেন। তিনি মারকাযের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হন এবং মাগরিবের পরে হাদীছ ফাউণ্ডেশনে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

৩. ১ লা মে সোমবারঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ডঃ আমীনুল হক রাজশাহী বিদ্যালয়ে সফরের শুরুতে একই ফ্লাইটে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে মারকাযে আসেন ও রাতে সেখানে অবস্থান করেন। তিনি মারকাযের লাইব্রেরী ও অন্যান্য বিষয় ঘুরে ঘুরে দেখেন ও খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৪. ২২ শে জুন বৃহস্পতিবারঃ সঊদী আরবের উনায়যা ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষক শায়খ রশীদ আহমাদ তিনজন সাথী সহ মারকাযে আসেন। কিন্তু মুহতারাম আমীরে জামা'আত এই সময় সাংগঠনিক সফরে বাইরে থাকায় তাঁরা বাধ্য হয়ে মারকাযে ৪ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর ২৫শে জুন রবিবার দুপুরে আমীরে জামা'আতের আগমনের পরে সাক্ষাৎ শেষে রাতের কোচে ঢাকা চলে যান। মারকায পরিদর্শনে তিনি ও তাঁর সাথীবৃন্দ খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। = সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০০ সংখ্যা পৃঃ ২৫।

৫. ২২ শে জুন বৃহস্পতিবারঃ সকাল সাড়ে ১০-টায় আমেরিকার হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ এম, মুমতায আহমাদ (পাকিস্তান) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সফরের এক পর্যায়ে মারকায পরিদর্শনে আসেন। তাঁর সাথে আসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মকছুদুর রহমান ও ডঃ আবুল কাসেম। তাঁরা শ্রেণীকক্ষে গিয়ে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে কথা বলেন। অতঃপর বৈঠকী আলোচনায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন ও গণ সচেতনতায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও এর অঙ্গসংগঠন সমূহের সাংগঠনিক ভূমিকা ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। এ সময় মাদরাসার অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী ও উপাধ্যক্ষ জনাব সাঈদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

৬. ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবারঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর আ,ন,ম, আবদুল মান্নান খান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ,বি,এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী (লক্ষীপুর, নোয়াখালী), প্রফেসর মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (বরিশাল) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ রশীদ (চট্টগ্রাম) মারকাযে আগমন করেন ও পরিদর্শন শেষে মারকাযের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দো'আ করেন।

৭. ১০ই জুলাই সোমবারঃ রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর চারজন প্রতিনিধি সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে ঢাকা আসেন। অতঃপর সেখান থেকে হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের একজন প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে সড়কপথে সরাসরি মারকাযে আসেন। তাঁরা বাদ যোহর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশ মূলক সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর মারকাযের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন ও বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

৮. ১১ই জুলাই মঙ্গলবারঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শায়খ আব্দুল্লাহ যাহরানী এদিন সকালে মারকায পরিদর্শনে আসেন। তিনি বিভিন্ন ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্য পরিদর্শন করেন ও ছাত্রদের নিকটে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। ছাত্রদের উপস্থিত জবাবে তিনি অত্যন্ত খুশী হন ও তা পরিদর্শন বইয়ে নিজ মন্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি মারকাযকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে মঞ্জুরী প্রাপ্তির দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন।

৯. ২২ শে জুলাই শনিবারঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দেশের বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ, ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ কাউন্সিলের সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান সকাল পৌনে ১০-টায় মারকাযে আগমন করেন। অতঃপর তিনি দুপুর পর্যন্ত একটানা বৈঠকে একটি বাস্তব মুখী অর্থনৈতিক 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' তৈরীর ব্যাপারে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দেওয়া প্রস্তাব আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন ও এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

১০. ২৫শে আগষ্ট শুক্রবারঃ জমঈয়তু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামীর কুয়েতস্থ হেড অফিস হ'তে আগত প্রতিনিধি শায়খ মুসা'এদ এবং ঢাকাস্থ বাংলাদেশ অফিসের ডাইরেক্টর শায়খ আবদুল লতীফ (জর্ডন) ও ইঞ্জিনিয়ার শেখ লুওয়াই (সূদান) মারকাযে আগমন করেন। জুম'আর ছালাতের পরে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে শায়খ আহমাদ আবদুল লতীফ বক্তব্য রাখেন। বিকালে ও পরদিন সকালে তাঁরা মারকাযের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩৩১)ঃ বিবাহ পড়ানোর বিস্তারিত নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ বিবাহের বৈঠকে বর, ওয়ালী ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিত থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'দু'জন সাক্ষী এবং একজন বিবেকবান ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪)*। বিবাহের বৈঠকে ওয়ালী বা কোন ব্যক্তি প্রথমে খুৎবা পড়বেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দু'টি তাশাহহুদ শিখাতেন একটি ছালাতে অপরটি প্রয়োজনীয় কাজে বলার জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে বিবাহের প্রয়োজনে ও অন্যান্য প্রয়োজনে তিনি প্রথমে বলতেন-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ –

তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেনঃ আলে ইমরান ১৩২, নিসা ১ ও আহযাব ৭০-৭১ আয়াত। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় কথা বলতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৪৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে খুৎবা অতঃপর প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। অর্থাৎ ওয়ালী কনেকে বরের নিকট সমর্পন করবেন। স্পষ্ট ও পরিস্কার হওয়ার জন্য ওয়ালী কথাগুলি তিন বার বলতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) কথা স্পষ্ট হওয়ার জন্য তিনবার বলতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৮)*। ওয়ালীর কথার উত্তরে বর 'ক্বাবিলতু' (আমি কবুল করলাম) বলবেন *(ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ)*। অতঃপ ওয়ালী তাদের মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন করালে বলতেন-

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

(বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলায়কুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন) *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৪৪৫)*। অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন ও তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন! তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দাম্পত্য মিলন কল্যাণ মণ্ডিত করুন'!

প্রকাশ থাকে যে, মেয়ের নিকট গিয়ে মেয়েকে কবুল করাতে হবে না। কারণ মেয়ের পক্ষ থেকে ওয়ালীই যথেষ্ট। আর এজন্যই মেয়ের ওয়ালীর প্রয়োজন হয়। পুরুষের কোন ওয়ালীর প্রয়োজন হয় না। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেছিলেন তখন উম্মে হাবীবা ছিলেন হাবশায়। আর নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন মদীনায় *(মুহাল্লা ৯/১৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/৩৩২)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী পসন্দ না হওয়ায় জাদুর মাধ্যমে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। সে এখন তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে চায়। এক্ষণে তার পাপ মোচন হবে কি? এবং সে তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি?

-আবুবকর
চক হরিদাসপুর
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জাদু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। এর একটি হচ্ছে জাদু... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২)*। এমনকি জাদুকর পুরুষ ও নারীকে হত্যা করতেও বলা হয়েছে' *(বুখারী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩০৪৩)*। অতএব এরকম লোক থেকে দূরে থাকা উচিত। তবে তার পাপ ক্ষমা হবে না এমনটি বলা যাবে না। তওবার কারণে আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার অপরাধী বান্দাগণ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন *(যুমার ৫৩)*। কাজেই মেয়ের পক্ষ সম্মত হ'লে সে তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩/৩৩৩)ঃ জনাব সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি! স্পষ্ট হাদীছ থাকা সত্ত্বেও আপনি কোন স্বার্থে শবেবরাতকে চাপা দিচ্ছেন? অজ্ঞাত বিদ্বান ও আলবানীর দোহাই দিয়ে আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজার ৩৩৪৪ খানা হাদীছ বর্জনের ষড়যন্ত্র করছেন কেন? আলবানী কোন যুগের মুহাদ্দিছ? ১৩৩৩ হিজরীতে তিনি কতটি হাদীছ সংগ্রহ করেছেন? ইমাম তিরমিযীর জন্ম ২০২ হিজরীতে। তিনি ৩৮১২টি হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তার গ্রন্থে ৮২৯টি যঈফ হাদীছ সংযোজন করেছেন বলে পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন। শুধু হাদীছ যঈফ বললে চলবে না, অন্তত ৫০০ হিজরীর পূর্বের মুহাদ্দেছ দ্বারা চিহ্নিত যঈফ হাদীছ দেখাতে হবে। আমরা এখন আর চুপ করে থাকব না। আপনাদের মনগড়া ও কপট বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে আমরা যেকোন মুহূর্তেই সক্ষম।

-আব্দুল কাদের
ভেলাবাড়ী কারামতিয়া দাখিল মাদরাসা
পোঃ ভেলাবাড়ী
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ভাই আব্দুল ক্বাদের। আমরা আপনার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ রহমত ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। কারণ আপনার লেখা পড়ে বুঝতে পারছি যে, আপনি ইসলামী বই চর্চা করেন। আশা করি, চর্চা আরো বেশী করলে আমাদের উপর বিরূপ ধারণার অবসান হবে। জানা উচিত যে, শায়খ আলবানী (রহঃ) যেমন নিজে কোন মন্তব্য করেননি, কেবল পূর্বের কথা উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। তেমনি আমরাও কোন মনগড়া কথা লিখি না। ইমাম তিরমিযী নিজে কতটি হাদীছের উপর মন্তব্য করেছেন, সেটা আপনার জানা প্রয়োজন। আপনার নিকটে আমাদের পরামর্শ হ'লঃ আরবী বুঝতে পারলে ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানীর কিতাব গুলি পড়ুন। না পারলে মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেবের 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' বইটি পড়ুন। আশা করি ভুল ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন (৪/৩৩৪)ঃ চার বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার সমান নেকী পাওয়া যায়। তিনবার সূরা ইখলাছ পড়ে ঘুমালে এক খতম কুরআনের নেকী পাওয়া যায়। তিন বার 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর নেকী পাওয়া যায়। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী হয়। কথাগুলি কতদূর সত্য। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুমেন
আব্দুল্লাহ্‌র পাড়া
বারকোনা, সাঘাটা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উল্লেখিত সূরা ও দো'আগুলি ঘুমানোর সময় পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত পাহাড় প্রমাণ নেকীর দাবী ভিত্তিহীন। তবে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ তিনবার পড়ে ঘুমানোর প্রমাণ আছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৩২)*। চার বার সূরা ফাতিহা পড়ে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার নেকী পাওয়া যায় একথা মিথ্যা। তবে সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের সমান নেকী হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

দশ বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর সমান নেকী হয় এ কথাও সত্য নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর (উহা ছাফ করার জন্য) আমি দৈনিক একশত বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৪)*। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী পাওয়া যায়, একথাও সত্য নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলা আমার নিকট সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫)*।

প্রশ্ন (৫/৩৩৫)ঃ মুর্মূর্ষু রোগীকে রক্ত দানের বিনিময়ে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা যায় কি?

-ফযলুর রহমান
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মুর্মূষু রোগীকে রক্ত প্রদান করে চিকিৎসা করা জায়েয *(মায়েদা ৩)*। বাধ্যগত অবস্থায় পরস্পর রক্ত ক্রয়-বিক্রয়ও নেকীর কাজে পরস্পরের সহযোগিতার শামিল *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্ন (৬/৩৩৬)ঃ আমি একজন ক্যান্সার ও প্যারালাইসিস-এর রুগী। ঔষধ খাওয়ার পূর্বে অনেকেই 'আল্লাহ শাফী, আল্লাহ মাফী, আল্লাহ কাফী' এই দো'আ পড়ে থাকে। এটা কি ঔষধ খাওয়ার দো'আ? রোগ মুক্তির দো'আ কোন্‌টি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুর রহমান
পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১
ঢাকা।

উত্তরঃ ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহ কাফী, আল্লাহ মাফী ও আল্লাহ শাফী' নামে কোন দো'আ নেই। ঔষধ সহ যেকোন খানাপিনার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন। যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহ'লে বলবেন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ' (আবুদাউদ হা/৪২০২)। অর্থঃ উহার শুরুতে ও শেষে 'বিসমিল্লাহ'।

রোগ মুক্তির দো'আঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا-

(আযহিবিল বা'সা রাব্বান না-সে ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা)।

'হে মানব জাতির প্রতিপালক! এই রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য যা বাকী রাখেনা কোন রোগকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন তাঁর

পরিবারের কেউ পীড়িত হ'ত, তখন তিনি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩২)*।

তবে কোন রোগী যদি আরোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, তাহ'লে বলবে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

(আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আল্হিক্বনী বির রাফীক্বিল আ'লা)

'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ্র) সাথে মিলিয়ে দাও' *(বুখারী; মুসলিম ১ম খণ্ড 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৭/৩৩৭)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত 'আউওয়াবীনে'র ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের পাপ মোচন হয় এবং ১২ বছর যাবত ছিয়াম অবস্থায় দান করার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুস সালাম
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের ইবাদতের সমান নেকী হয় বলে তিরমিযীতে একটি হাদীছ পাওয়া যায়, যা নিতান্তই 'যঈফ'। তবে হাদীছটিতে যেমন ১২ বছরের পাপ মোচন হওয়ার কথা নেই, তেমনি ১২ বছর ছিয়াম অবস্থায় দান করার সমান নেকী পাওয়ার কথাও নেই। আর এই ছালাতের নাম 'আউওয়াবীন'ও নয়। চাস্তের ছালাতের নাম 'আউওয়াবীন' বলে একটি হাদীছ পাওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২)*।

মাগরিবের পর ৬ রাক'আত ও ২০ রাক'আতের তিনটি হাদীছ রয়েছে, যা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের মাঝে মন্দ কথা বলবেনা তার ৬ রাক'আত ছালাতকে ১২ বছরের ইবাদতের সমান করা হবে *(যঈফ তিরমিযী হা/৪৩৬; মিশকাত হা/১১৭৩; সিলসিলা যাঈফা হা/৪৬৯)*। (২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭৪)*। হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যাঈফা হা/৪৬৭)*। (৩) সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(সিলসিলা যাঈফা ১/৬৮০ পৃঃ হাদীছটি যঈফ (ঐ)*।

প্রশ্ন (৮/৩৩৮)ঃ কুরআন তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' পড়া যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে কি পড়তে হবে?

-আব্দুর রশীদ
বড়িয়া দাখিল মাদরাসা
বেথুলী, কালীগঞ্জ
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বৈঠক শেষে, কিংবা ছালাত শেষে কিছু কালেমা পড়তেন। আমি একদা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যখনই আপনি কোন বৈঠকে বসেন অথবা ছালাত আদায় করেন, তখনই এই কালেমাগুলি দ্বারা শেষ করেন। তিনি বললেন, হাঁ। কোন ব্যক্তি ভাল কথা বললে ঐ ভাল-র উপরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কিছু করলে এই দো'আ তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। দো'আটি হচ্ছে- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ –

'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'

অর্থঃ মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*। নাসাঈ স্বীয় عمل اليوم والليلة গ্রন্থে مايختم تلاوة القر آن কথাটিও বর্ণনা করেছেন। যার অর্থঃ 'যদ্বারা তিনি কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন' *(ঐ, হা/৩০৮ নাসাঈ হা/১৩৪৩-এর টীকা, বিরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭ ৩/৮১)*।

প্রশ্ন (৯/৩৩৯)ঃ শিশু সন্তানের দুধ পান করানোর সময় সীমা কত দিন?

(১) মিসেস শাহানা জসীম
সাং- নবিয়াবাদ
চান্দিনা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।
(২) আব্দুর রশীদ
বড়িয়া দাখিল মাদরাসা
বেথুলী, কালীগঞ্জ

ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ শিশু সন্তানের দুধ পান করানোর সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর দুগ্ধবতী মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। তবে দু'বছরের বেশী দুধ পান করালে পাপ হবে বা করানো যাবে না এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১০/৩৪০)ঃ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে ঈদের মাঠে মাহিলাদেরকে যে মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে বলা হয়েছে এর অর্থ কি? এ দো'আ কি সেই দো'আ, যা ঈদের মাঠে খুৎবা শেষে ইমাম ও মুক্তাদী হাত তুলে সম্মিলিতভাবে করে থাকেন?

-আব্দুর রহীম
বাহাদুরপুর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় যে শরীক হ'তে বলা হয়েছে এ দো'আ সে দো'আ নয়, যা আমাদের দেশে ঈদের মাঠে খুৎবা শেষে ইমামও মুক্তাদী হাত তুলে সম্মিলিতভাবে করে থাকেন। কারণ এরূপ দো'আ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াতেন। মুছল্লীরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দান করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৬)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি ছালাত শেষে খুৎবা দিতেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট আসতেন ও তাদের উপদেশ দিতেন। রাবী বলেন, আমি মহিলাদের দেখলাম তারা কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছে এবং গয়না খুলে খুলে বেলালের দিকে দিচ্ছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৯)*।

কাজেই দো'আয় শরীক হওয়া অর্থ মহিলাগণ তাকবীর ও ইমামের বক্তব্যে শরীক হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঋতুবতী মহিলারা পুরুষের সাথে তাকবীর দিবে *(মুসলিম ১/২৯০ পৃঃ)*। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারাকপুরী (রহঃ) বলেন, এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থঃ ইমামের বক্তব্য ও উপদেশ শ্রবণে শরীক হওয়া। কারণ দো'আ শব্দটি 'আম; যা বক্তব্য, যিকর, উপদেশ সবকিছুকে বুঝায়' *(মির'আত ৫ম খণ্ড 'ঈদায়েন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১১/৩৪১)ঃ জনৈক ভাই তার বোনের রোগ মুক্তি কামনায় ১০০টি ছিয়াম মানত করেছে। তাকে কি ১০০টি ছিয়ামই পালন করতে হবে, না কম করলেও চলবে।

-হারেছ
চাকলা

গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ নেক আমল করার জন্য মানত করলে তা পালন করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রশংসা করে বলেন, 'যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী' *(দাহর ৮)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করে, তাহ'লে সে যেন তা পূরণ করে। আর কোন ব্যক্তি যদি নাফরমানীর মানত করে, সে যেন তা পূরণ না করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। তবে মানত কারীর পক্ষে যদি মানত পূরণ করা সম্ভব না হয় তাহ'লে তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। আর মানতের কাফ্‌ফারা হচ্ছে শপথের কাফফারা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। শপথের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমাদের শক্তভাবে শপথের জন্য পাকড়াও করবেন। এই শপথের কাফ্‌ফারা হচ্ছে এই যে, ১০ জন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করবে, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে নিয়ে খেয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করবে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা, সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদা ৮৯)*।

অতএব ঐ ছেলেটি একশতটি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না হ'লে কাফফারা আদায় করবে।

প্রশ্ন (১২/৩৪২)ঃ জনৈক ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মারা গেছে। তার জানাযা করা যাবে কি?

-রুহুল আমীন
গ্রাম+পোঃ ভূষণছড়া
থানাঃ বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযা করা যায়। তবে কোন বড় আলেম না পড়িয়ে সাধারণ লোক দ্বারা জানাযা করা উত্তম। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবী যখম হয়েছিল। যখমের ব্যথা সহ্য করতে না পারায় আত্মহত্যা করেছিল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা করেননি। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, এটা ছিল তাকে আদব দেওয়ার জন্য *(ইবনে মাজাহ হা/১২৪৬)*। সাহাবীগণ তার জানাযা করেছিলেন *(নায়ল ৪/৪৭ পৃঃ, আওনুল মা'বূদ ৪/৩২৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৪৩)ঃ আমার স্বামী তার ভাইদের সাথে একান্নভুক্ত। আমাকে স্বাধীন ভাবে খরচ করার জন্য মাঝে মাঝে কিছু টাকা দেন। আমি ঐ টাকা ইচ্ছামত খরচ ও দান করে থাকি। আমি কি ঐ দানের নেকী পাব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজবাড়ী।

উত্তরঃ স্ত্রী স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে স্বামীর সংসারে ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে স্বামীর সম্পদ দান করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মহিলা সম্পদ ধ্বংস না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে তার বাড়ীর খাদ্য দান করে, তাহ'লে দান করার কারণে সে নেকী পাবে এবং উপার্জনের কারণে স্বামী নেকী পাবে। আর সম্পদের পাহারাদারও অনুরূপ নেকী পাবে। এতে কারো নেকী কমানো হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সম্পদ তার অনুমতি ব্যতীত দান করে, তাহ'লে সে অর্ধেক নেকী পাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৮)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৪৪)ঃ কোন ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হয়, কথাটা কি সত্য?

-আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। আওস ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজে গোসল করল এবং স্ত্রীকে গোসল করাল। অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল, ইমামের পার্শ্বে গিয়ে খুৎবা শুনল এবং কোন বাজে কথা বলল না, তার প্রতি পদে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের নেকী হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৪৫)ঃ মসজিদের গায়ে 'আহলেহাদীছ মসজিদ' লেখা হয় কোন্ দলীলের ভিত্তিতে? মাযহাবীদের কোন মসজিদের দেয়ালে স্ব স্ব মাযহাবের নাম নেই। অথচ আল্লাহ বলেছেন মসজিদ আল্লাহর জন্য।

-নযরুল ইসলাম
আলীপুর, বেলঘরিয়া
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহর ঘর হ'লেও কোন ব্যক্তি বা বংশের নামে মসজিদের নামকরণ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেন। তিনি প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলেন 'ছানিয়াতুল বিদা' হ'তে 'বনু যুরাইক্ব'-এর মসজিদ পর্যন্ত *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩১৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ' প্রচলিত অর্থে ব্যক্তি ভিত্তিক কোন মাযহাবের নাম নয়। এটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের নাম এক্ষণে যে মসজিদের ব্যবস্থাপনা আহলেহাদীছগণের হাতে সেটাই 'আহলেহাদীছ মসজিদ'। সেখানে সকল মুসলমানের ছালাতের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু ধর্মের নামে বিদ'আতের প্রচার ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদি করার অধিকার সেখানে নেই। এদেশে আহলেহাদীছ মসজিদের সংখ্যা কম। তাই চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে উপরের হাদীছের আলোকে 'আহলেহাদীছ মসজিদ' নাম লেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৬/৩৪৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে তার সাথে মিলন করে। কিন্তু সে সূরা বাক্বারাহ ২২২ নং আয়াত জানে যে, আল্লাহ মাসিক অবস্থায় মিলন করা থেকে নিষেধ করেছেন। এখন তার কাফফারা কি হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ যদি কোন ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় হালাল মনে করে মিলন করে থাকে, তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি নিজকে সংযত রাখতে না পেরে মিলন করে, তাহলে তাকে অর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ও অন্যান্য; সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৫৫৩ 'হায়েয' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৪৭)ঃ দুই যমজ বোন জন্মলগ্ন থেকে তাদের কাঁধ, পার্শ্ব ও কোমর এক সাথে যুক্ত। যা আলাদা করা সম্ভব ছিল না। তাদের একসাথে ক্ষুধা লাগে। এক সাথে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়। এক সাথেই অসুস্থ হয় এবং সুস্থতা লাভ করে। তারা এখন যুবতী। তাদের বিবাহ কি একজন পুরুষের সাথে হ'তে পারে?

-জামীরুল
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ মানুষের উপর এমন শরীয়ত অর্পণ করেননি, যা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না *(বাক্বারাহ ২৮৬; আন'আম ১৫২; আ'রাফ ৪২; মুমিনূন ৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যা আদম সন্তানের আয়ত্বে নয়, তা তাকে পালন করতে হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১০)*। কাজেই ডাক্তারী চিকিৎসায় যদি তাদের পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে একজনের সাথেই বিবাহ বৈধ হবে।

প্রশ্ন (১৮/৩৪৮)ঃ আমাদের দেশে একটি প্রচলন রয়েছে যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে গ্রামের লোক মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে তার গরু-ছাগল যাই থাক, বিনা অনুমতিতে যবেহ করে যত লোক আসবে সবাইকে ভাত-গোশত খাওয়াবে। এদিকে বাড়ীর মানুষ সবাই শোকাহত হয়ে কান্নাকাটি করে। তারা কোন খোঁজ-খবর নিতে পারে না। এটা কি শরীয়ত সম্মত? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুখলেছুর রহমান
সিঙ্গী, সাগরপুর
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এটা নেহায়েত অন্যায় কাজ। এই অন্যায় রীতি এখুনি পরিত্যাজ্য। বরং প্রতিবেশীদের উচিত মৃতের পরিবারের লোকদের কমপক্ষে একটি দিন ও রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য হ'ল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করা ও তার বাচ্চাদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো। =*দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩০।*

প্রশ্ন (১৯/৩৪৯)ঃ জানাযার দো'আ ছোট বড় সকল মাইয়েতের জন্য কি একই? নাকি বাচ্চাদের পৃথক কোন দো'আ আছে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হেলালুদ্দীন
খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মাইয়েত শিশু হ'লে জানাযার দো'আর সাথে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দো'আটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَاَجْرًا

'আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ও আজরান'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন' *(বুখারী-তা'লীক্ব ১/১৭৮; মিশকাত হা/১৬৯০)।*

প্রশ্ন (২০/৩৫০)ঃ বোনের ছেলের ঘরের নাতিনকে বিবাহ করা জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
গ্রামঃ মিরতুলী দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আপন বোন, বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও এদের যত শাখা-প্রশাখা হবে, তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। বোনের ছেলের ঘরের নাতিন যেহেতু বোনের শাখা, সেহেতু তাকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ২৩, আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন ৫/৭১ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (২১/৩৫১)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দুধ খেয়ে নিত। স্ত্রী কথা ফাঁস করে দিলে জনৈক মুফতী ফৎওয়া দেন যে, তোমার তালাক হয়ে গেছে। ফলে মহিলা অন্য জায়গায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখানে একটি সন্তান হয়। এদিকে পূর্বের স্বামী মারা গেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- দুধ খাওয়ার ফলে কি তার তালাক সম্পন্ন হয়েছিল? দ্বিতীয় বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান কি বৈধ? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রুস্তম আলী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রীর দুধ পান করার ফলে তালাক হয়ে গেছে কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যেহেতু তালাক হয়নি সেহেতু দ্বিতীয় বিবাহও বৈধ হয়নি। ব্যভিচারী হিসাবে তারা গণ্য হয়েছে। আর তাদের যে সন্তান হয়েছে সে জারজ সন্তান হিসাবে পিতার সম্পত্তির ওয়ারেছ হ'তে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি দুগ্ধ দানকারিনী স্ত্রীর দুধ পান করা হ'তে নিষেধ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। কিন্তু রোম ও পারস্যের লোকেরা স্ত্রীর দুধ পান করাতে বাচ্চাদের ক্ষতি হয় না (বিধায় নিষেধ করলাম না) *(মুসলিম, হা/১৪৪২)।*

প্রশ্ন (২২/৩৫২)ঃ কোন ইমাম যদি ছালাত আদায় করার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতের আঙ্গুল ফুটায় এবং দাড়ি টেনে ছিঁড়তে থাকে তাহ'লে তার ও মুক্তাদীদের ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
প্রযত্নেঃ সিরাজুদ্দীন
গ্রামঃ আখালিয়া
সাতগ্রাম, নরসিংদী।

উত্তরঃ ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুকে হারাম করে আল্লাহ্র সম্মুখে নিবেদিত চিত্তে দন্ডায়মান হওয়া। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে যাও *(বাক্বারাহ ২৩৮)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাতে নিষেধ করেছেন। এতে ছালাতের খুশু-খুযূ নষ্ট হয়। কিন্তু ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ আঙ্গুল ফুটানো, দাড়ি ছিঁড়া এগুলি ছালাত বিনষ্টের কারণ নয়। তবে ছালাতের খুশূ-খুযূ (একাগ্রতা) নষ্ট হয় বিধায় নিঃসন্দেহে মাকরূহ।

প্রশ্ন (২৩/৩৫৩)ঃ অনেক মসজিদে লিখা থাকে লাল বাতি জ্বললে সুন্নাত পড়া নিষেধ বা সুন্নাত পড়বেন না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এধরনের কথা লেখা কি ঠিক?

-আব্দুল হামীদ
সদরঘাট, ঢাকা।

উত্তরঃ এধরনের কথা বলা বা মসজিদে লেখা উচিৎ নয়। কেননা উক্ত লালবাতি যদি ছালাতের নিষিদ্ধ তিনটি সময়ের নির্দেশক হয়, তবে বিভিন্ন হাদীছের আলোকে উক্ত সময়ে 'কারণ বিশিষ্ট' ছালাত সমূহ আদায় করা জায়েয। যেমন তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযার ছালাত ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২ পৃঃ)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে নেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৫৪)ঃ তাক্বলীদের আবির্ভাব কখন ঘটে? 'তাক্বলীদ' কাকে বলে? তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য কি? চার ইমাম কি নিজ নিজ উস্তাযের মুক্বাল্লিদ

ছিলেন? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ ২য় শতাব্দী হিজরীতে 'তাক্বলীদে'র আবির্ভাব ঘটে এবং ৪র্থ শতাব্দীতে এসে তাক্বলীদ ভিত্তিক প্রচলিত মাযহাবী ফের্কাবন্দী শুরু হয়' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হিঃ) ১/১৫২।* ফলে মুসলিম উম্মাহ হাদীছের অনুসরণের বদলে ব্যক্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়। 'রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কারু শারঈ সিদ্ধান্ত বিনা দলীলে কবুল করে নেওয়াকে তাক্বলীদ বা তাক্বলীদে শাখছী বলে'। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলা হয়। অর্থাৎ ইত্তেবা হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্ত দলীল সহকারে গ্রহণ করা। অপরদিকে 'তাক্বলীদ' হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা'। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমামের বক্তব্য ছিল একটাই "إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا" 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে মনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব' (শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৩, ৭৩ পৃঃ; দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১৭৩-৭৭, টীকা ২, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৪)। চার ইমামের অধিকাংশ পরস্পরের ছাত্র হ'লেও তারা কেউ কারু মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তাঁদের শিষ্যরাও স্ব স্ব উস্তাযের শিক্ষা অনুযায়ী সাধ্যপক্ষে হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এর জন্য স্বীয় উস্তাদের ফৎওয়ার বিরোধিতা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। হেদায়া, শারহে বেকায়া ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। = *বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '৯৯ দরসে কুরআনঃ ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)।*

প্রশ্ন (২৫/৩৫৫)ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার সময় লজ্জাস্থানে ৭টি ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। দাঁতে খিলাল করা হয় ইত্যাদি। এগুলি কি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত? গোসলের সঠিক পদ্ধতি কি হবে?

-মুজীবুর রহমান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ মাইয়েতের গোসলের সময় কুলুখ ব্যবহার ও খিলাল করানো মানুষের মনগড়া রীতি। শরীয়তে এর কোন অস্তিত্ব নেই। মাইয়েতের গোসলের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছেঃ বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। গোসল দেওয়ার হাতে ভিজা কাপড় বা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে কাপড় খুলে নিবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবেনা। তিন বার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে যে কোন সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দেবে *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, ১২১ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (২৬/৩৫৬)ঃ হাশরের ময়দানে দিশেহারা মানুষ কার কাছে সুফারিশের জন্য ছুটবে? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কাওছারুল বারী
কান্দিরহাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ হাশরের ময়দানের বিভীষিকাময় অবস্থায় দিশেহারা মানুষ সুপারিশের জন্য প্রথমে ছুটবে মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। এরপর হযরত মূসা (আঃ), অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)। পরিশেষে সকলে ছুটবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে। তিনি সুফারিশের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইবেন। অনুমতি পেয়ে আল্লাহকে দেখে তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়বেন। কিছুক্ষণ সাজদায় থাকার পর মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, 'মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ! কি বলতে চাও শোনা হবে! কি সুফারিশ করতে চাও কবুল করা হবে। তুমি কি চাও দেওয়া হবে'। তখন রাসূল (ছাঃ) মাথা ওঠাবেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করার পরে (মহা পাপীদের) মুক্তির জন্য সুফারিশ করবেন। এই ভাবে তিনবার যাবেন ও তিন বারে আল্লাহ্র হুমুমে নির্দিষ্ট সংখ্যক গোনাহগার বান্দাকে মুক্ত করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩; তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৫৫৯৮, ৫৬০০)।* =*বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০০ দরসে কুরআন 'আখেরাতের কথা'।*

প্রশ্ন (২৭/৩৫৭)ঃ আমার স্বামী রাগ করে রাতে আমাকে একসাথে তিন তালাক দেয়। ফজরের সময় ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং বলে যে, এক বুড়া নানা আছে তার সাথে বিবাহ পড়িয়ে এক রাত তার কাছে থাকতে হবে তাহ'লে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারব। নচেৎ আর কোন উপায় নেই। আমি রাযী না হয়ে বাপের বাড়ীতে অবস্থান করছি। এধরনের এক রাতের বিবাহ কি জায়েয এবং আমার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার শারঈ বিধান কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দিবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জোড়বাড়িয়া, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এখনও আপনারা স্বামী-স্ত্রী রয়েছেন। শুধুমাত্র একটি তালাক হয়েছে। এক সাথে তিনটি কেন তিনশতটি তালাক দিলেও এক তালাক হিসাবে পরিগণিত হবে। তালাকে বায়েন-এর পর এক রাত্রির জন্য অন্য একজন পুরুষের নিকটে সাময়িক বিবাহ দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে পুনরায় পূর্ব স্বামীর

নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাকে এদেশে 'হীলা' বিবাহ বা হিল্লা বিয়ে বলা হয়ে থাকে। এটা জাহেলী যুগের প্রথা। ইসলামী শরীয়তে এটি সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) হীলাকারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লা'নত করেছেন (সনদ ছহীহ তিরমিযী ও অন্যান্য)। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول الله (ص) 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এই ধরনের বিয়েকে যেনা হিসাবে গণ্য করতাম' *(হাকেম, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, নায়ল ৭/৩১১-১২ 'হীলা' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব উপরোক্ত ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে বলবে 'তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম'। এটাই যথেষ্ট হবে। নতুন করে বিবাহের প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৮/৩৫৮)ঃ আমার স্ত্রীকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু আমার মা-বাবা তাকে তালাক দিতে বলে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাধান চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৩৬; আনকাবূত ৮; ইসরা ২৩, ২৪, লোকমান ১৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর (রাঃ) আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করতেন এবং তিনি আমাকে তালাক দিতে বলেন। কিন্তু আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। তখন আমার পিতা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন *(আবুদাঊদ, রিয়ায হা/৩৩৩ সনদ ছহীহ)*। ছাহাবী আবুদ্দারদার নিকটে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মা আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন (আমি কি করব?), আবুদ্দারদা বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা হচ্ছেন জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যম দরজা। তুমি যদি চাও তাহ'লে দরজাটিকে সেখানে (জান্নাতে) রাখ অথবা সেটিকে সংরক্ষণ কর *(তিরমিযী হা/১৯০১ সনদ ছহীহ; রিয়ায হা/৩৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্তানকে মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য চারবারের মধ্যে তিনবার নির্দেশ দিয়েছেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/৩১৬)।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা মাতার সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ। তবে ছেলের বৌ যদি দ্বীনদার পরহেযগার হয় এবং কঠিন কোন অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকেও সেদিকে লক্ষ্য রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিৎ। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর তালাক পসন্দ করে না। বরং সংসার জীবন অক্ষুন্ন রাখাই ইসলামী শরীয়তের একান্ত লক্ষ্য।

প্রশ্ন (২৯/৩৫৯)ঃ রাতে সশস্ত্র ডাকাত দল জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে টাকা ও স্বর্ণালংকার চায়। কিন্তু সে ব্যক্তি নিজ মাল ও পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ডাকাতদের মুকাবেলা প্রাণ হারাল এবং একজন ডাকাতও মারা গেল। এক্ষণে জানতে চাই নিহত দুই ব্যক্তির বিধান ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কি হবে?

-লিটন
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ গৃহকর্তা যদি স্বীয় সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়ে থাকে তাহ'লে ছহীহ হাদীছের আলোকে তাকে 'শহীদ' বলা যাবে। অপরদিকে আক্রমণ কারীর স্থান হবে জাহান্নামে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় মাল রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ' *(তুহফার মধ্যে উক্ত হাদীছে স্বীয় পরিবার রক্ষার্থে অংশটুকুও হাদীছের অংশ হিসাবে যুক্ত রয়েছে) (তিরমিযী 'দিয়াত' অধ্যায় ১/১৭০ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/১১৪৮)*।

উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে আক্রমণকারী প্রাণ হারালে সে জাহান্নামে যাবে বলে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে' *(ফৎহুল বারী 'মাযালিম' অধ্যায় ৫/১২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৬০)ঃ অনেক ইমামকে ফজর বা অন্য জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত ভুলে গেলে সূরা ইখলাছ পড়ে রুকুতে যেতে দেখা যায়। এটা কি শরীয়ত সম্মত। ছহীহ দলীল সহ জওয়াব চাই।

-ইবনু আব্দিল্লাহ
স্বরূপদহ, হাকিমপুর
উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ফজরের প্রত্যেক রাক'আতে (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) অন্য সূরার সাথে ইখলাছ মিলিয়ে পড়া যায় *(বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ)*। কিন্তু ছালাতে সূরা পাঠ করার মধ্যে সূরা ভুলে গেলে কিংবা ভুল হওয়ার আশংকা থাকলে সে স্থানে নির্দিষ্ট ভাবে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন দলীল নেই। তাই বিধান মনে করে পাঠ করা উচিৎ নয়। ক্বিরাআত যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকলে সে অবস্থায়ই সে রুকুতে চলে যাবে। নচেৎ সুবিধামত যে কোন সূরা পাঠ করে ক্বিরাআত পূর্ণ করবে ও রুকুতে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কুরআন থেকে সহজমত পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*।

YEAR TABLE (3rd. Vol.) বর্ষসূচী-৩ (Oct. '99 to Sept. 2000)

(৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'৯৯ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০০ পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়ঃ

১. তাওহীদ ও রিসালাত (অক্টোবর '৯৯) ২, পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান (নভেম্বর '৯৯) ৩. পশুত্বের পতন হৌক! (ডিসেম্বর '৯৯) ৪. মুছল্লী না সন্ত্রাসী? (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ৫. হজ্জঃ বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক (মার্চ ২০০০) ৬. স্বাধীনতার মাসে অধীনতার কসরৎ (এপ্রিল ২০০০) ৭. কথিত মহাপ্রলয়ঃ প্রকৃত সত্যের অপপ্রচার (মে ২০০০) ৮. ভৌগলিক ও ঈমানী প্রতিরক্ষা চাই (জুন ২০০০) ৯. উত্তরাঞ্চলকে বাঁচান! (জুলাই ২০০০) ১০. ডেঙ্গুজ্বরঃ আসুন! অন্যায় থেকে তওবা করি ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিই (আগস্ট ২০০০) ১১. বিশ্বায়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

দরসে কুরআন -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. জান্নাতের পথ আপোষহীন (অক্টোবর '৯৯) ২. পর্দাঃ নারী মর্যাদার রক্ষাকবচ (নভেম্বর '৯৯) ৩. ধর্মনিরপেক্ষতা (ডিসেম্বর '৯৯) ৪ . জাতীয়তাবাদ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ৫. ইসলামী খেলাফত (মার্চ ২০০০) ৬. নেতৃত্ব নির্বাচন (মে ২০০০) ৭. কবরের কথা (জুন ২০০০) ৮. আখেরাতের কথা (জুলাই ২০০০) ৯. জাহান্নামের বিবরণ (আগস্ট ২০০০) ১০. জান্নাতের বিবরণ (সেপ্টেম্বর ২০০০)।

দরসে হাদীছ -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. খতমে নবুওয়াত (অক্টোবর '৯৯) ২. তিনটি প্রবহমান আমল (নভেম্বর '৯৯) ৩. যাকাতঃ দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী (ডিসেম্বর '৯৯) ৪. কথা ও কাজ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০)।

প্রবন্ধঃ

অক্টোবর'৯৯

১. ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ (৪র্থ ও শেষ কিস্তি) (৩/১,২ সংখ্যা) শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (প্রভাষক, পাইকগাছা কলেজ, খুলনা) ২. জ্বলন্ত কাশ্মীরঃ সমাধান কোন্ পথে? (৩/১-২), শামসুল আলম।

নভেম্বর'৯৯

৩. মানব মর্যাদার মানদণ্ড নিরুপণে আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান, মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী (হরিরামপুর, দিনাজপুর), ৪. শবে মে'রাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান, সাঈদুর রহমান।

ডিসেম্বর'৯৯

৫. মাহে রামাযানঃ আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময়, মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ৬. মাহে মুবারক রামাযান, যিল্লুর রহমান নদভী, ৭. ছালাতুত তারাবীহ, সাঈদুর রহমান, ৮. বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার (৩/৩, ৪, ৫), শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০

৯. মানফালূতীর ছোট গল্প 'আল-ইক্বাব'-এর আলোকে মিসরীয় সমাজ চিত্র, শামীমা আখতারা ১০. তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ছালাতের ভালবাসা সৃষ্টি কর! অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, ১১. মহানবী (ছাঃ) মানুষ ছিলেন কি-না?, অধ্যাপক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ১২. ছালাতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, আব্দুল আউয়াল, ১৩. চিন্তা-ভাবনাঃ মুসলিম জীবনে অপরিহার্য কর্তব্য, আহমাদ শরীফ, ১৪. ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা, মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ১৫. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, ১৬. বিশ্বনবী কি ইলমে গায়েব জানতেন?, যিল্লুর রহমান নদভী, ১৭. পর্দা কি শুধু নারীদের জন্য?, যহরুল বিন ওছমান, ১৮. আর্সেনিক দূষণঃ কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ, এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, ১৯. হজ্জ ও সামাজিক ধারণা, মুহাম্মাদ ছাকী হোসাইন, ২০. মক্কা-মদীনায় হজ্জ নামে যা দেখেছি, ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী, ২১. এক নযরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ, মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান।

মার্চ ২০০০

২২. মাসায়েল কুরবানী, সাঈদুর রহমান, ২৩. কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল (শেষ কিস্তি) অনুবাদঃ মুয্যাম্মিল আলী (শিক্ষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ২৪. দাড়ি কামানো হারাম, মূলঃ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

এপ্রিল ২০০০

২৫. আশূরায়ে মুহাররমঃ করণীয় ও বর্জনীয়, সাঈদুর রহমান, ২৬. মুসলিম ঐক্যের মানদণ্ড, অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, ২৭. সূদঃ অর্থনৈতিক কুফল ও উচ্ছেদের উপায়, শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ২৮. যঈফ ও জাল হাদীছ এবং মুসলিম সমাজে তার কুপ্রভাব, আখতারুল আমান, ২৯. প্রচলিত সমাজ বনাম রাসূলল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ, ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

মে ২০০০

৩০. শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত (৩/৮, ৯, ১২), রফীক আহমাদ, ৩১. ন্যায়পরায়ণতা, ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক, ৩২. উৎসব-উপহার, মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ৩৩. প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ (৩/৮, ৯, ১০, ১১), আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

জুন ২০০০

৩৪. মানব জাতির ভাঙ্গন চিত্র, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৩৫. ঈদে মীলাদুন্নবীঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা, সাঈদুর রহমান, ৩৬. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও জননিরাপত্তা আইন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ৩৭. শাশ্বত সত্যের সন্ধান, যহূরুল বিন ওছমান, ৩৮. খৃষ্টীয় ২০০০ সাল উদযাপন সম্পর্কে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া, অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম, ৩৯. ডারউইনের বিবর্তনবাদঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা, মুহাম্মাদ হাসান তারিক।

জুলাই ২০০০

৪০. মুসলিম উম্মাহ্র ভাঙ্গনচিত্র (৩/১০, ১১), ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৪১. নতুন শতাব্দীর মুসলিম যুব মানস, মুহাম্মাদ হাসানুযযামান, ৪২. ডঃ ইসলামুল হকঃ খসে গেল এক তারকা (৩/১০,১১) শেখ দরবার আলম, ৪৩. পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্ম কথাঃ কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে, ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক।

আগষ্ট ২০০০
৪৪. সার্বজনীন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ), সিরাজুল ইসলাম, ৪৫. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কতিপয় সুপারিশ, আহমাদ শরীফ।

সেপ্টেম্বর ২০০০
৪৬. প্রসঙ্গঃ নিয়ত, গোলাম রহমান, ৪৭. আমাদের মুক্তি কোথায়?, ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ।

✪ ছাহাবা চরিতঃ
১. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ), মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (অক্টোবর '৯৯) ২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ), ঐ, (নভেম্বর '৯৯) ৩. হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ), ঐ, (মার্চ ২০০০) ৪. খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ), মুহাম্মাদ বিলাল হুসাইন (এপ্রিল ২০০০) ৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাকতূম (রাঃ), মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মে ২০০০) ।

✪ মনীষী চরিতঃ
১. মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী, আমীনুল ইসলাম (অক্টোবর '৯৯) ২. মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (ডিসেম্বর '৯৯) ৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ), নূরুল ইসলাম (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ৪. মাওলানা আযীমুদ্দীন আল-আযহারী, ডঃ ওমর ফারূক (সেপ্টেম্বর ২০০০)।

✪ অর্থনীতির পাতাঃ
১. ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা (৩/১০, ১১), শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ২. আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডঃ অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের এক দৃপ্ত কাফেলা, মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (আগষ্ট ২০০০)।

✪ সাক্ষাৎকারঃ
১. মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালনঃ একটি সাক্ষাৎকার (জুন, জুলাই ও আগষ্ট ২০০০) ২. 'আল-কাওছার হজ্জ কাফেলা ২০০০'-এর নায়েবে আমীর জনাব মুহাম্মাদ শহীদ-উল-মুল্ক ছাহেবের সাক্ষাৎকার (জুন ২০০০) ৩. শায়খ রশীদ আহমাদ (উনায়যা, সঊদী আরব) জুলাই ২০০০) ।

✪ নবীনদের পাতাঃ
১. ছবি ও মূর্তি, শেখ আবদুছ ছামাদ (আগষ্ট ২০০০) ২. মাদকতাঃ সুশীল সমাজ ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার, ইমামুদ্দীন (সেপ্টেম্বর ২০০০)।

✪ চিকিৎসা জগৎঃ
১. (ক) ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকলেও ফুসফুসের ক্যান্সার হ'তে পারে (খ) কুষ্ঠ একটি নিরাময়যোগ্য রোগ (অক্টোবর '৯৯), ২. (ক) বাতজ্বর ও চিকিৎসা (খ) অন্ধত্ব রোধের সহজ চিকিৎসা (নভেম্বর'৯৯), ৩. (ক) চোখ উঠা ও তার প্রতিকার, ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক (খ) পশু-পাখীর হোমিও চিকিৎসা, ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী (ডিসেম্বর'৯৯) ৪. রাতকানা রোগের কারণ এবং সহজলভ্য প্রতিকার, ডাঃ গোলাম জিলানী (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ৫. (ক) মাথা ব্যথা ॥ যা জানা প্রয়োজন (খ) হেলথ ট্রিপ্সঃ ধূমপায়ী সাবধান!, স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে চাইলে; জীবাণুমুক্ত গলা; চুলকানি থেকে বাঁচতে হ'লে; চোখে আঘাত লাগলে (এপ্রিল ২০০০) ৬. (ক) মাটি থেকে রক্তক্ষরণঃ কারণ ও প্রতিকার, ডাঃ কে,এ, জলীল (খ) হেলথ ট্রিপ্সঃ মাইগ্রেনের রোগীদের জন্য সুখবর; নিয়মিত দুধ পান; বিষণ্নতা ও হৃদরোগ; শিশুর ক্ষীণ দৃষ্টি (গ) পুষ্টি কথা (মে ২০০০) ৭. শান্তি পাচ্ছি না, ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী (জুন ২০০০) ৮. (ক) ত্বকের রোগঃ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, ডাঃ মহসিন আলী দেওয়ান (খ) ভাইরাস বা সর্দিজ্বরঃ কারণ ও প্রতিকার, ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন (গ) হেল্থ ট্রিপসঃ ব্যায়াম করুন সকালে; কিডনিতে পাথর ছেলেদেরই বেশী; ফুসফুসের ক্যান্সার ও নারী; বার্ধক্যেও ব্যায়াম করুন; বেড়ে যাচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির শঙ্কা; ধূমপায়ীগণ সাবধান! (জুলাই ২০০০) ৯. (ক) যক্ষ্মা, ডাঃ এ,টি,এম, হোসাইন, (খ) ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্কঃ আমাদের করনীয় (আগষ্ট ২০০০) ১০. গৃহপালিত পশুর ওলান প্রদাহ, ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী (সেপ্টেম্বর ২০০০)।

✪ হাদীছের গল্পঃ
১. কা'ব বিন মালিক (রাঃ)-এর ঘটনা, শিহাবুদ্দীন সুন্নী (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ২. সত্যের সাক্ষ্য, ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জুলাই ২০০০) ৩. মুমিনের কারামত, শিহাবুদ্দীন সুন্নী (আগষ্ট ২০০০)।

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ
১. রেযওয়ানার ভাবনা, মারূফা বিনতে ইবরাহিমী (অক্টোবর '৯৯) ২. আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন, ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ৩. সুবিচার, মুহাম্মাদ মোস্তাফীযুর রহমান (এপ্রিল ২০০০) ৪. প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকেই ফিরে যায়, শিহাবুদ্দীন সুন্নী (মে ২০০০) ৫. (ক) সম্রাট বাবরের মহত্ত্ব (খ) জিহ্বার শক্তি, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (জুন ২০০০) ৬. স্বপ্ন থেকে আত্মোপলব্ধি, মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর (আগষ্ট ২০০০)।

✪ খুৎবাতুল জুম'আঃ
১. মাদক মুক্ত সমাজ গড়ুন! (অক্টোবর '৯৯) ২. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য (নভেম্বর '৯৯) ৩. (ক) সমাজ সংস্কারের জামা'আতী প্রচেষ্টা (খ) কুরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর '৯৯)।

✪ দো'আঃ
১. খানাপিনার আদব ও দো'আ ২. মেযবানের জন্য দো'আ ৩. নতুন গন্তব্য স্থল কিংবা অন্যকোন ভীতিকর স্থানে নামার পর দো'আ ৪. শত্রুর ভয় থাকলে দো'আ (অক্টোবর '৯৯) ৫. নিজ গৃহে প্রবেশকালীন দো'আ ৬. সফরকালীন দো'আ (নভেম্বর '৯৯) ৭. শয়তানী ধোকা থেকে বাঁচার দো'আ ৮. ছালাতে ধোকা থেকে বাঁচার উপায় ৯. তওবা-ইস্তিগফার ১০. সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ (ডিসেম্বর '৯৯) ১১. নতুন চাঁদ দেখার দো'আ ১২. ঝড়ের সময়কার দো'আ ১৩. বজ্রের আওয়ায শুনে দো'আ ১৪. বৃষ্টির দো'আ ১৫. খরা ও অনাবৃষ্টির সময়ের দো'আ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০) ১৬. নতুন কাপড় পরিধান কালে দো'আ ১৭. মৃত্যু বা কঠিন বিপদ কালে দো'আ ১৮. দুঃখ ও সংকট কালে দো'আ ১৯. দিবা-রাত্রির ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার দো'আ (মে ২০০০) ২০. স্বপ্ন দেখলে দো'আ ২১. শয়তান তাড়ানোর দো'আ ২২ সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁকের দো'আ ২৩. রোগী পরিচর্যার দো'আ ২৪. ব্যথা দূরীকরণের দো'আ (জুন ২০০০) ২৫. দো'আয়ে ইউনুস (আঃ) ২৬. ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ ২৭. কবর যিয়ারতের দো'আ (সেপ্টেম্বর ২০০০)।

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর '৯৯ (৩/১)	আবদুল লতীফ, রাজপুর, সাতক্ষীরা।	মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি?	(১/১)
"	আবদুল্লাহ, বায়েযীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।	আউলিয়াদের কারামত সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ফায়ছালা কি? কোন আউলিয়ার কারামতের ফলে একথা সাব্যস্ত করা যাবে কি যে, তিনি হেদায়াত প্রাপ্ত?	(২/২)
"	আবদুর রহমান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	প্রেম-ভালবাসা নাকি পবিত্র জিনিষ। উদাহরণ স্বরূপ ইউসুফ-যুলায়খা ও লায়লী-মজনুর কথা বলা হয়। লায়লী-মজনুর কথা নাকি ছিহাহ্ সিত্তাহ্র হাদীছে আছে। আর যারা প্রথম থেকে দাঁড়ি রাখে, তারা নাকি জান্নাতে মজনুর বরযাত্রী হবে।	(৩/৩)
"	আবদুল বারী, গ্রাম+পোঃ নয়া দিয়াড়ী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?	(৪/৪)
"	আব্দুল্লাহ, থানাপাড়া, ঝিনাইদহ।	আমার একটা মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল। এখন যদি আমি সেই মেয়েকে বিবাহ করি, তাহ'লে কি আমার পাপ ক্ষমা হবে?	(৫/৫)
"	মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, মোংলার পাড়, বারকোনা, গাইবান্ধা।	জনৈক মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, ও অন্যান্য নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক কি জান্নাত পাবে?	(৬/৬)
"	আবদুল ওয়াহেদ সরকার, গ্রামঃ আমড়া, পোঃ গোপালপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	হাদীছে আছে মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত এবং স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত। যদি থাকে তাহ'লে বেহেস্ত দু'টির নাম কি?	(৭/৭)
"	আবু তাহের, সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন, যেলাঃ ভোলা।	কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?	(৮/৮)
"	মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন, যেলাঃ ভোলা।	খাওয়া অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া যায় কি?	(৯/৯)
"	জুয়েল, রহমান, রুমেল, শিমন, সাং- জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	কোন ছেলে কোন মেয়েকে বিবাহের উদ্দেশ্যে দেখতে পারে কি? এবং অবিভাবকের পসন্দ হ'লেই চলবে, না উভয়ের পসন্দ হ'তে হবে।	(১০/১০)
"	আবদুল বারী, সাং- হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় কি?	(১১/১১)
"	মামূনুর রশীদ, সাং- চেয়ারম্যান পাড়া, পোঃ গোপালবাড়ী, যেলাঃ নীলফামারী।	জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে?	(১২/১২)
"	আবদুস সাত্তার, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	যুবকরা আজকাল গলায় স্বর্ণের চেইন পরছে। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি? হারাম হ'লে এবিষয়ে আলেমদের ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার?	(১৩/১৩)
"	মুজীবুর রহমান, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।	আমি ছোটবেলা থেকে আমাদের উস্তাদজীদের মুখে শুনেছি এবং পড়েছি যে, অর্থঃ 'প্রত্যেক কাজ যা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ'। এখন শুনছি হাদীছটি 'যঈফ'। কোন কিতাবে আছে জানালে উপকৃত হব।	(১৪/১৪)
"	ছিদ্দীকুর রহমান, আত্রাই, নওগাঁ।	জুম'আর খুৎবা চলা কালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে ঐ সময় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেন।	(১৫/১৫)

"	আবদুল মুমিন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ছালাতরত মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায় কি?	(১৬/১৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দিয়াড় মানিক চক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা যায় কি?	(১৭/১৭)
"	আবদুল জব্বার, শিরোইল, রাজশাহী।	সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেকে পিতা-মাতা ও কুরআনের কসম করা যাবে কি?	(১৮/১৮)
"	আশেকে রব্বানী, পোঃ +থানাঃ গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ, ।	সূরা মায়েদাহ ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত অসীলা-র অর্থ কি?	(১৯/১৯)
"	শরীয়তুল্লাহ, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	আমি স্বল্প শিক্ষিত হানাফী মাযহাবের লোক। আমার জানা মতে أهل الحديث অর্থ দাঁড়ায় হাদীছের অনুসারী। তাহ'লে তো কুরআন বাদ পড়ে যায়। আহলে হাদীছের সংজ্ঞা আপনারা কিভাবে দেন, জানালে খুশি হব।	(২০/২০)
"	মতীউর রহমান, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	গণকের কাছে গিয়ে কি কোন কথা জিজ্ঞেস করা যায়?	(২১/২১)
"	আবদুছ ছামাদ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	কবরে মাটি দেওয়ার সময় 'মিনহা খালাক্বনা-কুম..' দো'আটি পড়া যায় কি?	(২২/২২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পশ্চিমপাড়া, কোয়ার্টার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের কি অবস্থা হবে জানালে বাধিত হব।	(২৩/২৩)
"	মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, চিতলমারী, বাগেরহাট।	কোন ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়াই বাড়িতে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি?	(২৪/২৪)
"	আবদুল বাকী, সাং- কোদালকাটি, পোঃ ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।	জামে মসজিদ ও ঈদগাহের মুছল্লীগণ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করে, তাহ'লে নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(২৫/২৫)
"	সিপাহী আলিয়ার রহমান, ১০ ই, বেঙ্গল ডি কোম্পনী, খাগড়াছড়ি সেনানিবাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম।	আমার স্ত্রীর কঠিন রোগ হ'ল আমি মানত করি যে, যদি আমার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়ে যায় তাহ'লে আল্লাহ্র নামে একটি কোরবানী করব। সেই মুহূর্তে রোগ ভাল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত কুরবানীর গোস্ত আমি কিভাবে বন্টন করব, আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় আছি।	(২৬/২৬)
"	মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান, সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	জিন তাড়ানোর জন্য বাড়ীর চার কোণে চারটি ও মাঝখানে একটি কাঁচের বোতলে খাড়া লোহা ঢুকিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা এবং পোঁতার সময় নিম্নস্বরে আযান দেওয়া ও পাতিলের ঢাকনায় আয়াতুল কুরসী লিখে আঙ্গিনার মাঝে লম্বা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা জায়েয হবে কি? না হ'লে জিন থেকে আশ্রয়ের উপায় কি?	(২৭/২৭)
"	আসুতর রহমান, সাং- দাইপুখুরীয়া, শিবগ , রাজশাহী।	শ্বশুর ও জামাই একই বিছানায় শোয়ার পর জামাইয়ের কাম আবেগের হাত শ্বশুরের গাত্র স্পর্শ করল। এতে জামাইয়ের জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?	(২৮/২৮)
"	আবদুল হামীদ তালুকদার, শিরীন কটেজ, নাটাইপাড়া রোড, বগুড়া।	'মোরাকাবা' কি? এটা কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি মোরাকাবা করেছেন?	(২৯/২৯)
	অধ্যাপক স.ম. আবদুল মজীদ কাজিপুরী, মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ	কোন মুসলমান বেদ্বীন বা হিন্দুর রক্ত তার শরীরে নিতে পারবে কি?	(৩০/৩০)
নভেম্বর '৯৯ (৩/২)	মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান, দঃ বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম -এর পরিবর্তে '৭৮৬' লিখা যাবে কি? অনেকে এর দলীল হিসাবে 'নেয়ামুল কুরআন' দেখিয়ে থাকেন।	(১/৩১)
"	আব্দুর রহমান, পোঃ কুশখালী থানা+যেলাঃ সাতক্ষীরা।	দাঁড়িয়ে পানি পান করা কি জায়েয আছে? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২/৩২)
"	মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন, সাং- সারাংপুর গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ঘুমের কারণে যদি 'ছালাতুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারে, তাহ'লে উক্ত ছালাত দিনে পড়া যাবে কি?	(৩/৩৩)
"	আবদুল্লাহ আল-মামূন, পোঃ দরবস্ত, থানাঃ	ঈদের দিন সকালে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহ'লে ঐ সন্তানের ফিৎরা	(৪/৩৪)

	জৈন্তাপুর, সিলেট।	দিতে হবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।	
"	কেরামত আলী, আতর আলী রোড, থানা+যেলাঃ মাগুরা।	আমি হজ্জ করতে গিয়ে হারাম শরীফে বহু জানাযার ছালাত আদায় করেছি। সেখানে ইমামগণ শুধু ডান দিকে সালাম ফিরান। হাদীছের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন।	(৫/৩৫)
"	আব্দুল জাব্বার, পোঃ হাট শ্যামগ থানাঃ ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	'উশর' শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ। অথচ আমরা বিশ ভাগের এক ভাগ প্রাদানকেও 'উশর' বলে থাকি? এর তাৎপর্য কি?	(৬/৩৬)
"	মোস্তফা, পোঃ হাপানিয়া নলডাঙ্গা, নাটোর।	মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছের বিধান জানতে চাই।	(৭/৩৭)
"	আব্দুল হাফীয, নাযিরাবাজার, ঢাকা।	বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের বেছে বেছে ওয়ালীমার দাওয়াত দেওয়া হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?	(৮/৩৮)
"	আবদুল লতীফ, গ্রামঃ রাজাবাড়ী, পোঃ পাকবালীঘর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	এক সাথে দু'জন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(৯/৩৯)
"	গোলাম কিবরিয়া, গ্রাম+পোঃ পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	মৃত জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে পুড়ানো যাবে কি?	(১০/৪০)
"	ইকবাল হোসায়েন, ধনেশ্বর, পাইকড়া, আত্রাই, নওগাঁ।	বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনের জন্য শাড়ী, ব্লাউজ, কসমেটিকস সহ যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হয়, সেগুলো মোহরানার মধ্যে গণ্য করা যাবে কি?	(১১/৪১)
"	আব্দুল লতীফ, সাং- রাজপুর সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদীগণ প্রয়োজনীয় কোন কথা বলতে পারে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(১২/৪২)
"	আনোয়ার হোসায়েন, গ্রামঃ নড়িয়াল শিবগঞ্জ, বগুড়া।	জনৈক মাওলানা ছাহেব বলেন যে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে, সে ব্যক্তি ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী পাবে। এরূপ নেকীর সত্যতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা জানতে চাই।	(১৩/৪৩)
"	রফীকুল ইসলাম, মধ্যম মাগুরিয়া হলায়জনা মাদরাসা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	আমি একটি জারী গানের ক্যাসেটে শুনেছি যে, 'হযরত ওছমান (রাঃ) -এর বাড়ীতে নাকি বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে নবী করীম (ছাঃ) সহ আরবের প্রায় সকল মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু ওছমান (রাঃ)-এর স্ত্রী ও মহানবী (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে (রাঃ) কুলছুম স্বীয় বোন ফাতেমা (রাঃ)-কে দারিদ্র্যের কারণে দাওয়াত কনেনি। ফলে নবী করীম (ছাঃ) সহ সকলে খেতে বসে দেখেন যে, সমস্ত খানা কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে উম্মে কুলছুম (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে দাওয়াত দিলে কয়লা পুনরায় খাবারে পরিণত হয় এবং ফাতেমা (রাঃ) নিজে সকলকে খাবার পরিবেশন করেন'। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।	(১৪/৪৪)
"	এস,এম,এ গোফার হুসায়েন, অফিস সহকারী, ডিসি অফিস, নওগাঁ।	আমরা জানি যে, আহলেহাদীছগণ মাযহাব মানেন না। কিন্তু সাধারণ লোক আলেমদের নিকট থেকেই মাসআলা জেনে থাকে এবং সে মোতাবেক আমল করে থাকে। আমরা তো সবাই আলেম নই। আমাদেরকে কোন না কোন আলেমের শরণাপন্ন হ'তেই হয়। আর এটাই তখন মাযহাব হয়ে যায়। অপরদিকে আহলেহাদীছগণও অনেক আলেমের যুক্তি পেশ করে থাকেন। ফলে তারাও মাযহাব মেনে থাকে। দয়া করে এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন।	(১৫/৪৫)
"	হাবীবুর রহমান, দঃ ফুলবাড়ী গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ পড়া হয় কেন?	(১৬/৪৬)
"	বযলুর রশীদ, যশোর।	মাতা-পিতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে মাতা-পিতার শরীরের নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে কি? পিতার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে প্রস্রাব করানোর জন্য ছেলে ক্যাথেড্রল পরাতে পারে কি?	(১৭/৪৭)

"	মিসেস হালীমা, বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।	আমার স্বামী আমার মোহরানার টাকা দিয়ে আমার জন্য জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা আমার স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খেতে পারবে কি?	(১৮/৪৮)
"	মুহাম্মাদ যামিরুল ইসলাম, গাংণী, মেহেরপুর।	জনৈক হুযূরের কাছে শুনেছি যে, মানুষের আত্মা দুই প্রকার। এক প্রকার তার মৃত্যুর সাথে সাথে বের হয়ে যায়। আর এক প্রকার আত্মা ৪০ দিন ধরে বাড়ীতে অবস্থান করে। ৪০ দিন পর খানা (চল্লিশা) দিয়ে কিছু আটা কুলায় রাখলে আটার উপর পা দিয়ে চলে যায়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/৪৯)
"	ওয়াসিম, গ্রামঃ ছাতিয়ান পাড়া পোঃ কি চক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	কোন ব্যক্তির আমলনামা সমান সমান হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না জাহান্নামে প্রবেশ করবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(২০/৫০)
"	কামারুযযামান (পলাশ), সহকারী শিক্ষক, পূর্ব মাতাপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।	আমার এক আত্মীয় তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছে। এই বিবাহ কি জায়েয হয়েছে? জায়েয না হ'লে সমাধান কি?	(২১/৫১)
"	মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন, সাং- নেযামপুর ষ্টেশন, পোঃ বাকইল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	কোন ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় মারা গেলে তাকে কতবার গোসল দিতে হবে?	(২২/৫২)
"	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, গ্রামঃ রুদ্রপুর, পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।	স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি?	(২৩/৫৩)
"	মুহাম্মাদ হানারুল ইসলাম, গ্রামঃ ভরাট, পোঃ করমদী, থানাঃ গাংণী, মেহেরপুর।	কবর খনন কালে সেখানে কিছু হাড় পাওয়া গেলে সেই কবরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা যাবে কি? কবর খনন করতে গিয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সেই কবর বাদ দিয়ে অন্য কোন স্থানে কবর খনন করা যাবে কি?	(২৪/৫৪)
"	মুস্তাফীযুর রহমান, শামসুন বই ঘর, গাবতলী, বগুড়া।	আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার দোকানে অনেক সময় ক্রেতা কেনা দ্রব্য ভুলবশতঃ রেখে যান। অনেকেই পরে সংগ্রহ করেন, আবার অনেকে ঘোষণা দেওয়ার পরও সংগ্রহ করেন না। এমতাবস্থায় আমি উক্ত দ্রব্য কি করব?	(২৫/৫৫)
"	আবদুল্লাহিল কাফী, ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।	ফুটবল, ক্রিকেট, কেরাম বোর্ড, হাডুডু, দাবা, তাস ইত্যাদি খেলা সমূহ কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(২৬/৫৬)
"	আমীনুল ইসলাম, পাড়ালটোলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তির কবরে যেমন নেকী পৌঁছে তেমনি পাপ পৌঁছে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।	(২৭/৫৭)
"	আবদুল বারী, গণপূর্ত সার্কেল, বরিশাল।	আমি সরকারী চাকুরী করি। এ জন্য আমাকে যথারীতি বেতনও প্রদান করা হয়। এক্ষণে কারো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দিলে খুশী হয়ে যদি তিনি ৫০/১০০ টাকা প্রদান করেন, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?	(২৮/৫৮)
"	এম, আবদুল কুদ্দূছ, ডঃ যোহা কলেজ, গুরুদাসপুর, নাটোর।	সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরার দলীল কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাগড়ী পরে জুম'আর খুৎবা দিতেন কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর আশা করি	(২৯/৫৯)
"	আব্দুল হাফীয, জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া গাইবান্ধা।	ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রকাশিত আলোকচিত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দাঁত, কাঠের বাটি, পেয়ালা, নিমুকদানী, চামচ, চামড়ার দস্তরখানা, রাসূল (ছাঃ) -এর দাড়ী, কা'বা ঘরের তালা-চাবি, কালো রং -এর জুব্বা, হাড় দ্বারা তৈরী চিরুনী, সুতীর টুপী, সুতী কাপড়ের তৈরী কোরতা, খেজুর গাছের ছালপূর্ণ বালিশ, সেগুন কাঠের তৈরী চৌকি, ঝাউ কাঠের তৈরী মিম্বার, নাইলন ফিতার সেন্ডেল ইত্যাদি ছাপিয়ে ৫ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এর বৈধতা জানতে চাই।	(৩০/৬০)
ডিসেম্বর '৯৯ (৩/৩)	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গ্রামঃ চরকুড়া, পোঃ জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।	আমি প্রায় চির রুগী। তিন বছর যাবৎ রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারিনা। ছিয়াম পালন করলেই অসুখ বেড়ে যায়। সামনে রামাযান মাস। কি করতে পারি?	(১/৬১)
"	মুহাম্মাদ মুবারক আলী, সিহালীহাট শিবগঞ্জ, বগুড়া।	অনেক ভাইকে দেখা যায় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার না করে দেরীতে ইফতার করেন। এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি?	(২/৬২)
"	আবদুর জাব্বার, মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।	রামাযান মাসের '১ম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির' এর সপক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি?	(৩/৬৩)

"	শিরীন বিশ্বাস, গ্রামঃ কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।	কোন পুরুষ গায়র মাহরাম মহিলাকে অথবা কোন মহিলা গায়র মাহরাম পুরুষকে সালাম দিতে পারে কি?	(৪/৬৪)
"	আইয়ূব আলী, পঞ্চবটি, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি? বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতেই মলত্যাগ করতে হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/৬৫)
"	জান্নাতুল ফেরদাউস, বংশাল, ঢাকা।	মজলিস শেষে যে দু'আটি পড়তে হয় তা অনুবাদ সহ মাসিক 'আত তাহরীকে' জানতে চাই।	(৬/৬৬)
"	আব্দুল হান্নান, আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমার খালার মৃত্যুর পর খালু খালাকে গোসল দিতে গেলে হৈচৈ বেধে যায়। কিছু লোক বলে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেখা হারাম। সুতরাং স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবেনা। আর কেউ বলে, গোসল দিতে পারবে। শেষে খালু গোসল দিয়েছেন। কোন্‌টি শরীয়ত সম্মত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৬৭)
"	মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার, দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমার আব্বা মারা গেছেন। আমার আম্মা কুলখানি করতে চান আমার প্রশ্নঃ কুলখানি কি শরীয়ত সম্মত এবং এতে কি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে?	(৮/৬৮)
"	আবদুল মুমিন, আযমপুর, ঢাকা।	ঢাকার উত্তরাতে একটি মসজিদে কয়েকজন বিদেশী মেহমানকে জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। জুতা পায়ে ছালাত আদায় জায়েয কি?	(৯/৬৯)
"	মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।	আমার পিতা বর্তমানে 'আশেকে রাসূল' নামে একটি দলের সদস্য হয়ে তাদের ন্যায় আমল করছে। কুরআন-হাদীছের খুব একটা ধার ধারেনা। আমি তার কোন কথাও মানি না। শরীয়ত অনুযায়ী চলি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে?	(১০/৭০)
"	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান গ্রামঃ কালিগাংনী, পোঃ নওয়াপাড়া, মেহেরপুর।	অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।	(১১/৭১)
"	মুহাম্মাদ আনোয়ার হুসাইন, গ্রামঃ নাড়িয়াল, পোঃ সিহালী হাট, থানাঃ শিবগঞ্জ, বগুড়া।	বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর উপযুক্ত মেয়ে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে কি-না? এরূপ অপেক্ষায় পাপ হওয়ার আশংকা আছে কি?	(১২/৭২)
"	আব্দুল জাব্বার খান, গ্রামঃ গোলনা, পোঃ সাজিয়াড়া, খুলনা।	সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ। কিন্তু শুক্রবারে দ্বিপ্রহরেও ছালাত আদায় করা হয়। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা জানতে চাই।	(১৩/৭৩)
"	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মণ্ডল, সাং দোশয়া পলাশবাড়ী, থানাঃ বিরামপুর, দিনাজপুর।	ছালাত আদায় কালে বিভিন্ন কথা মনে হ'লে ছালাত হবে কি? এ অবস্থায় কি করণীয়?	(১৪/৭৪)
"	আব্দুল মতীন, সাং- চরকুড়া কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(১৫/৭৫)
"	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, গ্রামঃ রুদ্রপুর, পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।	অসুস্থ অবস্থায় গোসল ফরয হ'লে এবং গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে গোসল না করে ওযূ বা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৬/৭৬)
"	আবুল হুসাইন, সাং- বিষ্ণুপুর পোঃ গোপালপুর, নাটোর।	মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে ও তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে কি? আর যদি নাপাক হয় তবে তার বিধান কি?	(১৭/৭৭)
"	আব্দুল হাকীম তালুকদার, শিরীন কটেজ, নাটাইপাড়া রোড, বগুড়া।	কোন মুসলমান কোন খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করার পর তাদের সন্তান কি মুসলমান হবে? না তাকে পরে মুসলমান করতে হবে?	(১৮/৭৮)
"	ইয়াসীন আলী, দক্ষিণ ভাদিয়ালী, সাতক্ষীরা।	ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(১৯/৭৯)
"	আবদুস সালাম, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ লিখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অথবা কোন নকশা করা যাবে কি?	(২০/৮০)
"	ইয়াকুব আলী, গ্রামঃ শিবদেবচর, পোঃ পাওটানা হাট, পীরগাছা, রংপুর।	আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারী মিলে যৌথভাবে ২০ সদস্যের একটি সূদ বিহীন সমিতি গঠন করেছি। মাসে শতকরা ৫ টাকা লাভে সদস্যদের	(২১/৮১)

		মাঝে টাকা লেনদেন করব বলে সংকল্প করেছি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বলেছেন যে, শতকরা ৫ টাকার স্থলে যদি শতকরা ৪ টাকা লাভে লেনদেন করা হয় তাহ'লে উক্ত লাভ সূদ হবে না। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।	
"	এস,এম শাফা'আত হোসাইন শের-ই-বাংলা হল, পূর্ব ১২, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শৃগালের গোশত ভক্ষণ করা জায়েয কি?	(২২/৮২)
"	আবদুছ ছবুর, ঝিকরগাছা, যশোর।	সঊদী আরবে বা আরব দেশ গুলোতে তারাবীহ দুই রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো হয়। এরূপ পড়ার পদ্ধতি কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?	(২৩/৮৩)
"	মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ, সাং- সোনাবাড়ীয়া কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	যানবাহন থেকে নেমে বা কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়া শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/৮৪)
"	হাসীবুল আলম, কাথুলী, মেহেরপুর।	আছরের পূর্বে যে ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়া হয়, সেটা কি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ? অনেককে আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/৮৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	এক মায়ের দুই সন্তান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কিন্তু তাদের বাপ দু'জন। উক্ত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ জায়েয হবে কি?	(২৬/৮৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঙ্গাবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমি বিবাহ করার পর সহবাসের সময় নিম্নের দো'আটি পড়তাম 'রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া" যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা'। অথচ আমার একটি হিরোইনখোর ছেলে হ'ল। তাহ'লে কি আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেননি?	(২৭/৮৭)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, সহকারী শিক্ষক, কারীমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাটকেখালি, সাতক্ষীরা।	অনেকে আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে যে, ভগবান, ঈশ্বর, গড একই জিনিষ। যে ধর্মের লোক যা বলে তাই ঠিক। এরূপ কথা যদি কোন মুসলমান বলে তাহ'লে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবে কি?	(২৮/৮৮)
"	শিহাবুদ্দীন আহমাদ ২য় বর্ষ (সম্মান) আরবী বিভাগ, রাঃ বিঃ।	জাদুর মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ এবং তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ কি সমান?	(২৯/৮৯)
"	ছফীউদ্দীন, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	যে সমস্ত ফরয ছালাতে কিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলে নীরবে কিরাআত পড়া যাবে কি?	(৩০/৯০)
জানুঃ ২০০০ (৩/৪)	মতীউর রহমান, ইসলামকাঠি, তালা, সাতক্ষীরা।	আমরা শুনেছি যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্য হ'তে ফিৎরা আদায় করতে হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা আদায় পদ্ধতি কি শরীয়ত সম্মত?	(১/৯১)
"	নাঈমা, গাহোরকুট, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	'শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালন করা হয়' -এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।	(২/৯২)
"	আমীনুল ইসলাম, কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	বর্তমান যুগে যে ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজা হয় এটাকি জায়েয? নবী করীম (ছাঃ) কি দিয়ে দাঁত মাজতেন? অনেকেই বলেন, রামাযান মাসে রস জাতীয় গাছের ডাল এবং পেষ্ট দ্বারা দাঁত মাজা ঠিক নয়।	(৩/৯৩)
"	মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধের নামে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে যেকোন রোগ নিরাময় হবে বলে ঔষধ দেওয়া ও রুগী হিসাবে তার ঔষধ খাওয়া জায়েয হবে কি? ঈদের মাঠে ইমাম ছাহেবকে কি তিন থাক বিশিষ্ট মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে হবে?	(৪/৯৪)
"	নূর হুসাইন, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি জায়েয হবে কি?	(৫/৯৫)
"	আবদুল মুমিন, ঝিকরগাছা, যশোর।	যোহরের ফরয ছালাতের পর অনেককে চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে দেখা যায়। সঠিক বিষয় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৬/৯৬)
"	মুহাম্মাদ আবুল কাসেম, বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।	'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৯৭)

"	আবদুল জাব্বার, নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া।	অসুস্থ হ'লে সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি?	(৮/৯৮)
"	হুমায়ূন কবীর, ডুগডুগী হাট, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	বাংলাদেশে আহলেহাদীছ ও হানাফী ভাইদের এশা-র ছালাতের সময়ের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। কোন্‌টি সঠিক?	(৯/৯৯)
"	ইয়াকুব আলী (প্রধান দপ্তরী), শিবদেবচর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ পাওটানা হাট, পীরগাছা, রংপুর।	জনৈক ইমামকে খুৎবা দিতে শুনেছি যে, 'সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ আছর সকল মৃত মানুষের 'রূহ' দুনিয়াতে ফিরে আসে এবং নিজ নিজ ওয়ারিছগণের নিকট হ'তে ছাদাক্বা, দান-খয়রাত ইত্যাদির ছওয়াব নিয়ে শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর পুনরায় নিজ নিজ কবরে ফিরে যায়'। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/১০০
"	আহমাদ আলী, দাউদপুর রোড নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	আমাদের মসজিদে তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল দ্বারা সর্বদা ইশারা করা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ এটিকে বিদ'আত বলছেন। হাদীছে থাকলে দয়া করে হাদীছটি অনুবাদ করে আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।	(১১/১০১
"	রশীদুল ইসলাম, বিনাই মোল্লাপাড়া পোঃ কানাইহাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	একটি পোষ্টারে কা'বা শরীফের ছবি এবং তৎসঙ্গে কিছু মুছল্লীর ছবি রয়েছে। এরূপ পোষ্টার মসজিদে টাঙিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	(১২/১০২
"	নূরুল ইসলাম, খোলাবাড়িয়া দাখিল মাদরাসা, পোঃ খোলাবাড়িয়া, থানা+যেলাঃ নাটোর।	আমার ১০ বিঘা জমি আছে। কিন্তু আমি ১০ হাযার টাকা ঋণী আছি। এমতাবস্থায় জমির উৎপাদিত ধানের ওশর না দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি?	(১৩/১০৩)
"	রবী'উল ইসলাম, গ্রাম+পোঃ হলিদাগাছী, চারঘাট, রাজশাহী।	বয়স ৪০ এর উপরে। ছালাতের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা ও দো'আ শত চেষ্টার পরও মুখস্থ হয় না। এক্ষণে জানা অল্প সূরা ও দো'আর মাধ্যমে ছালাত হবে কি?	(১৪/১০৪)
"	বেদেনা খাতুন, গ্রামঃ বাখড়া মোলামগাড়ী, কালাই, জয়পুরহাট।	মুসলমান ছেলেদের খাৎনা করতে হয় কেন? মেয়েদের এর বিপরীতে কি করতে হবে?	(১৫/১০৫)
"	শাহিনুর, নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	শহীদদের স্মরণে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ করা যাবে কি?	(১৬/১০৬)
"	-আব্দুল জাব্বার, ডুমুরিয়া, খুলনা।	হাঁস-মুরগী বা যে কোন হালাল পশু যবেহ করার নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?	(১৭/১০৭)
"	ইদরীস আলী, উজান খলসী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	ইসলামে নারী নেতৃত্ব বৈধ কি-না? জনাব আসাদুয্‌যামান রচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি' বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় অনেক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নারী নেতৃত্বকে বৈধ করা হয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/১০৮)
"	জিনিয়া আফরোয, প্রযত্নেঃ মীযানুর রহমান, ফুলবাড়িয়া হাট, কাথুলী, মেহেরপুর।	আমাদের ছাগলের একটি বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাটি তার মায়ের দুধ পায়নি। এমনকি অন্য কোন ছাগল বা গরুর দুধ না পাওয়ায় অবশেষে আমার নিজের বুকের দুধ থেকে কিছু দুধ বাচ্চাটিকে খাওয়াই। এ ঘটনা আমার স্বামী জানতে পেরে আমাকে গালমন্দ করেন এবং বলেন যে, এ ছাগলের গোস্ত মানুষের জন্য হারাম। আমি জানতে চাই এরূপ কাজ জায়েয কি? এবং এই ছাগলের গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে কি?	(১৯/১০৯)
"	আতীকুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা।	ফজরের জামা'আত শুরু হবার পরেও হানাফী ভাইগণ সুন্নাত পড়তে থাকেন। তাদেরকে ছালাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হ'লে তারা দলীল চান। দলীল প্রদানে বাধিত করবেন।	(২০/১১০)
"	অধ্যাপক আবুল কাসেম, গ্রাম+পোঃ বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২১/১১১)
"	আবদুল জাব্বার, ঝাপাঘাটা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমরা এক ছা' করে চাউল ফিৎরা প্রদান করে থাকি। এর দলীল জানতে চাই।	(২২/১১২)
"	আবদুল হান্নান, কৃষ্ণপুর পোঃ ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।	চার রাক'আত অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ভুল করে চার-এর স্থলে তিন এবং তিন-এর স্থলে চার রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালে করণীয় কি?	(২৩/১১৩)
"	খাঁন সিরাজুল ইসলাম নূর	আমাদের একটা সমিতি আছে। তা থেকে টাকা লীজ (ইজারা) দেওয়া হয়।	(২৪/১১৪)

	লেবুদিয়া, তেরখাদা, খুলনা।	দু'হাযার টাকায় তিন হাযার দু'শত টাকা নেওয়া হয়। সপ্তাহে ৫০ টাকা করে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে হয়। এতে ৩২০০ টাকা আদায় হ'তে ৬৪ সপ্তাহ লাগে। এভাবে টাকা লীজ দেওয়া বৈধ কি-না? জানালে উপকৃত হব।	
"	মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী খান যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ কারিগরী ছাত্র পরিষদ, ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ, দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট।	কাউকে যদি খাৎনা না করা হয়, আর সে যদি এ অবস্থায় ধর্ম প্রচারের কাজ চালায়, তাহ'লে তাকে মুসলমান বলা যাবে কি-না? ১৮০০ বছর পূর্বে এ খাৎনা প্রথার প্রচলন ছিল কি? থাকলে কোন নবীর আমলে ছিল।	(২৫/১১৫)
"	মুহাম্মাদ যয়নুল আবদীন, বুড়িচং, কুমিল্লা।	বিষাক্ত সাপকে আঘাত করার পর মারতে না পারলে কিছু করণীয় আছে কি?	(২৬/১১৬)
"	মুহাম্মাদ আমীনুল হক, ষ্টেশনপাড়া, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	যঈফ হাদীছের সংজ্ঞা কি? মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যার প্রশ্নোত্তরে ১/১৭৬ নং প্রশ্নের উত্তরে ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার হাদীছ 'যঈফ' বলা হয়েছে। অথচ একজন প্রভাবশালী আলেম তাঁর 'সহীহ নামাজ ও মাসনূন দোয়া শিক্ষা' বইয়ে লিখেছেন উক্ত তিনটি আয়াত পাঠে অনেক সওয়াব রয়েছে (তিরমিযী, মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৭/১১৭)
"	ডাঃ আহমাদ আলী, গ্রাম+পোঃ মহিষবাথান, থানাঃ খোকসা, কুষ্টিয়া।	জনৈক ব্যক্তি কিছুদিন ছালাত আদায় করেন, আবার ছেড়ে দেন। এটা তার খামখেয়ালী মাত্র। এ ধরনের ছালাত আদায়কারীর কি শাস্তি হ'তে পারে? আর অন্য এক ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন। কিন্তু সূদ-ঘুষ থেকে শুরু করে অনেক অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকেন। তার কি শাস্তি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২৮/১১৮)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, বামুন্দী, গাংণী, মেহেরপুর।	জনৈক ব্যক্তি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না, সংস্কারক ছিলেন মাত্র। রাসূল ও সংস্কারকের অর্থ কি? রাসূল (ছাঃ)-কে সংস্কারক বলা যাবে কি?	(২৯/১১৯)
"	রিয়ায, তালাইমারী, রাজশাহী।	কোন নেক মাকছূদের জন্য কি শুধু একবার 'ছালাতুল হাজত' আদায় করতে হয়, নাকি মাকছূদ পুরা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে আদায় করতে হয়?	(৩০/১২০)
ফেব্রুঃ ২০০০ (৩/৫)	মুহাম্মাদ আখতারুয্যামান গ্রামঃ জলাইডাঙ্গা (পূর্বপাড়া), পোঃ গোপালপুর, থানাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।	দু'জন লোক পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে একে অপরকে দেখতে পারে না। একদিন আছরের ছালাতে তাদের একজন মসজিদে এসে দেখে ২য় জনের পাশে একটু জায়গা খালি আছে। এ অবস্থায় সে ঐখানে না দাঁড়িয়ে জামা'আত শেষ হ'লে এসে ছালাত আদায় করে। তার ছালাত হবে কি?	(৩১/১২১)
"	মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম, সাং+পোঃ সাতানী কুশখালি, যেলা সাতক্ষীরা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছেন? 'দরূদে রুইয়াত' পড়লে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে স্বপ্নে দেখা হবে' একথা কোন ছহীহ হাদীছে আছে কি? 'নিয়ামুল কোরান' বইয়ে নিম্নোক্ত ভাবে দরূদ বর্ণিত আছে- 'আল্লাহুমা ছাল্লে আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন নাবীইন উম্মেইন'। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩২/১২২)
"	রাশেদ, কুষ্টিয়া।	মেয়েদের দিকে এক বারের বেশী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ছগীরা না কবীরা গোনাহ হবে? কোন্ কোন্ মেয়ের দিকে তাকানো নাজায়েয।	(৩৩/১২৩)
"	মীযানুর রহমান, গ্রামঃ পলাশী গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	পাঁচ হাযার টাকার বিনিময়ে পাঁচ মাসের জন্য একটি গাভী বন্ধক রেখেছিলাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাভীটি একটি বাচ্চা প্রসব করে। এখন পাঁচ হাযার টাকা জমা দিয়ে গাভীটি বাচ্চাসহ ফেরত পাব কি?	(৩৪/১২৪)
"	খায়রুল আনাম, গ্রামঃ ইসলামপুর পোঃ আক্কেলপুর, গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।	গোরস্থানটি পুকুর পাড়ে। বর্তমানে গোরস্থানের পার্শ্বের মাটি ক্ষয় হয়ে আমার আব্বার কবরটি বিলীন হ'তে চলেছে এমতাবস্থায় কবরটি কি ইট দিয়ে বাঁধানো যায়?	(৩৫/১২৫)
"	যিয়াউল বিন আবদুল গণী, গ্রাম ও পোঃ পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ফরয ও নফল ছালাতে কুরআন দেখে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?	(৩৬/১২৬)
"	ইমামুদ্দীন, গ্রামঃ আখিলা	তারাবীহ্‌র ছালাতে শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালে ছালাত পূর্ণ হবে কি?	(৩৭/১২৭)

	নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।		
"	আবদুল খালেক, প্রধান শিক্ষক, সাঁইধারা (রেজিঃ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বাগমারা, রাজশাহী।	মসজিদের স্থান কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করে তার নিকট হ'তে অন্য স্থানে জমি নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?	(৩৮/১২৮)
"	এম, এ, হুসায়েন ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক	বর্তমানে কাযী-র মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যে তালাক দেওয়া হয়, তা কি শরীয়ত সম্মত? দলীলসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/১২৯)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান মেহেরচন্ডি, চকপাড়া, রাজশাহী।	স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে, আমি তোমার নিকটে তোমার মায়ের ন্যায়। তাহ'লে ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে কি-না?	(৪০/১৩০)
"	আবদুল ক্বাহ্হার, রামপাড়া, পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	আলেমদের মুখে শুনে থাকি যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ১১টি। এ সংখ্যা কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তাহ'লে কি কি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪১/১৩১)
"	হাফীযুর রহমান, সম্রাট মটর মেশিনারিজ বিআরটিসি মার্কেট, বগুড়া।	কথিত আছে যে, 'দশ জনে যাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।' এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৪২/১৩২)
"	ওয়ালিউল্লাহ, দৌলতখালী, দৌলতপুর।	জুম'আর দিনে খুৎবা শুরু হ'লে শুধুমাত্র দাখেলী দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে বসা হয়। এক্ষণে ছালাত শেষে জুম'আর পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে কি? যোহরের সুন্নাত ছুটে গেলে পরে পড়তে হবে কি?	(৪৩/১৩৩)
"	সেলিম, চোষডাঙ্গা, কদমচিলিন লালপুর, নাটোর।	আল্লাহ্র নবীর মি'রাজ এবং আল্লাহ্র সাথে তাঁর সাক্ষাত কি সশরীরে হয়েছিল? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(৪৪/১৩৪)
"	আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া সাতক্ষীরা।	আমার যাবতীয় সম্পদ আমার ছেলেদের মাঝে মৌখিকভাগে বন্টন করে দিয়েছি। বর্তমানে আমি ও আমার স্ত্রী সকল ছেলেদের সাথে পর্যায়ক্রমে খাই। আমার ঐ সম্পদে যা আয় হয়, তা নেছাব পরিমাণ হয়। অথচ তারা কেউ যাকাত-ওশর দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাদের রোজগার আমাদের পক্ষে খাওয়া হালাল হবে কি?	(৪৫/১৩৫)
"	শফীকুর রহমান, গ্রামঃ মৈশালা পাংশা, রাজবাড়ী।	আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে একটা সমিতি করেছি। আমাদের সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কিছু দ্রব্য ক্রয় করে কিস্তির মাধ্যমে ছাড়তে আগ্রহী। এখন কিভাবে কিস্তিতে দ্রব্য প্রদান করলে সূদ হবে না? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪৬/১৩৬)
"	আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা, ভালুকগাছি পুঠিয়া, রাজশাহী।	আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে নাকি এমন ঘা হয়েছিল যাতে পোকা হয়েছিল। যার দুর্গন্ধের কারণে গ্রামের লোক তাঁকে গ্রাম থেকে দূরে রেখে এসেছিল। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।	(৪৭/১৩৭)
"	আব্দুল হাফীয, জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	কেউ যদি রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে কিছু ছালাত আদায় করতে চায়, তাহ'লে সে কি আবার বিতর পড়বে? নাকি শেষ রাতে এক রাক'আত পড়ে জোড় করে নিয়ে শেষে বিতর পড়বে?	(৪৮/১৩৮
"	আলাউদ্দীন, গ্রামঃ কিশোরীনগর দৌলতখালী, কুষ্টিয়া।	কচ্ছপ খাওয়া জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(৪৯/১৩৯)
"	আরযেনা খাতুন, পলিকাদোয়া মহিলা দাঃ মাঃ, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	শিক্ষকদের চাকুরী শেষ হ'লে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষককে যে উপঢৌকন প্রদান করা হয় তা জায়েয কি?	(৫০/১৪০)
"	আবদুল খালেক, আলীপুর, সাতক্ষীরা।	কোন জমিতে যদি ফসলের পরিবর্তে মাছের চাষ করা হয়, তাহ'লে মাছের ওশর দিতে হবে কি?	(৫১/১৪১)
"	আবদুর রশীদ, নন্দলালপুর কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর চাচা আবু ত্বালেব যে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এর বিনিময়ে কি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন? তার অবস্থা কি হবে?	(৫২/১৪২)
"	মুহাম্মাদ বেলাল, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	সিল্কের পাঞ্জাবী, শাড়ী ব্যবহার করা যাবে কি? আমি একজন দোকানদার। আমার দোকানে সিল্কের পাঞ্জাবী ও শাড়ী বিক্রি করা হয়।	(৫৩/১৪৩)

"	আবদুল জাব্বার, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	জনৈক হিন্দু একজন মুসলমান নারীকে বিবাহ করেছে এবং তাদের সন্তানও হয়েছে। তাদের বিবাহ কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে এবং তাদের সন্তানদের হুকুম কি?	(৫৪/১৪৪)
"	এখলাছুর রহমান, আন্দারিয়া পাড়া কাটখইর, নওগাঁ।	ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? অনেকে বলেন, পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কি কোন দলীল আছে?	(৫৫/১৪৫)
"	ফযলে রাব্বী, কোদালকাটি ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।	নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য রমণীদের সালাম প্রদান করা যাবে কি? অনুরূপভাবে মহিলাগণ পুরুষদের সালাম প্রদান করতে পারবে কি?	(৫৬/১৪৬)
"	নযরুল ইসলাম, সাং- বাররশিয়া, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও সামাদ এণ্ড সন্স, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	হিন্দুর জমিতে বা হিন্দুর অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?	(৫৭/১৪৭)
"	ফাতেমা, কলেজ রোড, বগুড়া।	কিস্তিতে কোন জিনিস ক্রয় করলে কি হারাম হবে?	(৫৮/১৪৮)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জয়পুরহাট।	জনৈক ব্যক্তি বিয়ের আগে কয়েকবার যিনা করেছে। গ্রামবাসী তার কোন বিচার করেনি। পরে এ ব্যক্তি অন্য গ্রামের একটি ভাল মেয়েকে বিবাহ করে। বিবাহের পরেও সে পূর্বের ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়। তার স্ত্রী এসব সহ্য করতে না পেরে তাকে ভাল হওয়ার উপদেশ দেয়। ফলে সে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। গ্রামবাসী এরও কোন বিচার করেনি। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী যদি তাকে ভাল পথে আনার নিয়তে কোন গোপন ব্যবস্থা নেয়। তাহ'লে সেকি আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে? স্বামীর খারাপ চরিত্রের জন্য যদি তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ও খুশি মত তার খেদমত না করে তবে কি সে গোনাহগার হবে?	(৫৯/১৪৯)
"	-হাবীবুর রহমান মীযান প্রভাষক, কাযিপুর কলেজ গাংণী, মেহেরপুর।	কোন সন্তান জন্মগ্রহণের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে তার আকীকা দিতে হবে কি?	(৬০/১৫০)
মার্চ ২০০০ (৩/৬)	মতীউর রহমান, চিতলমারী, বাগেরহাট।	'তওবা' শব্দের অর্থ কি? কিভাবে তওবা করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/১৫১)
"	খলীলুর রহমান, দাউদপুর রোড চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব একদিন খুৎবায় বললেন, রামাযান মাসে একটি উমরাহ পালন করলে একটি হজ্জ-এর নেকী পাওয়া যায়। একথা শুনে আমার আব্বা স্থির করলেন যে, এবার হজ্জে না গিয়ে আগামী বছর রামাযান মাসে আমরা বাপ-বেটা দু'জনে উমরা করব। এতে এক খরচে দু'টি হজ্জ হয়ে যাবে। আমার পিতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি তাই করব?	(২/১৫২)
"	আতীকুর রহমান, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	কমিটির সাথে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে মাদরাসার নামে দানকৃত জমি ফেরত নেওয়া যাবে কি? দলীল সহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(৩/১৫৩)
"	আব্দুর রহমান, চরকুড়া, জামতৈল কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	ছালাতের কাতারে দু'জনের মাঝে ফাঁক করে দাঁড়ালে শয়তান প্রবেশ করে, একথা কি ঠিক? অনেকে বলেন, ছালাতের সময় শয়তান দূরে সরে যায়।	(৪/১৫৪)
"	আযাদ আলী, রুদ্রেশ্বর, কাকিনা কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।	অনেক টয়লেট আছে যেগুলোতে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে বসতে হয়। এধরনের টয়লেট ব্যবহার করা যাবে কি?	(৫/১৫৫)
"	আমীনুল ইসলাম, রাজপুর, সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা	আক্বীক্বার সুন্নাতী পদ্ধতি কি? সাত সন্তানের আক্বীক্বাতে একটি গরু করা শরীয়তে বৈধ কি? যার অক্বীক্বা করা হয় তার চুল সমপরিমাণ সোনা বা চাঁদি কি ছাদাক্বা করতে হয়? আক্বীক্বার গোশত কি মা-বাবা খেতে পারবেন?	(৬/১৫৬)
"	আব্দুল খালেক, ধোপাঘাটা, রাজশাহী।	ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান কাতে শু'তেন বলে জানি। এটা কি সকলের জন্য প্রযোজ্য? নাকি শুধু তাহাজ্জুদ গুযারদের জন্য?	(৭/১৫৭)
"	আব্দুল্লাহ আল-মামূন রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় আমাদের ইমাম ছাহেব এত লম্বা ক্বিরাআত ও রুকূ'-সিজদা করেন যে, আমার পক্ষে জামা'আতে ছালাত আদায় দুষ্কর হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে আমি একাকী ছালাত আদায় করি। ইমাম ছাহেবের এত দীর্ঘ ছালাত আদায় কি শরীয়ত সম্মত?	(৮/১৫৮)

"	আবদুল হান্নান, ভালুকগাছী, কোণাপাড়া পুঠিয়া, রাজশাহী।	যোহর ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া সম্ভব না হ'লে পরে পড়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(৯/১৫৯)
"	আহসান হাবীব, দক্ষিণ হালিশহর চট্টগ্রাম।	একটি মসজিদে বাংলায় লেখা দেখলাম, 'যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ে ছালাত আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ফজর ও আছর।' এই ব্যাখ্যা কি সঠিক? কোন্ কিতাবে হাদীছটি আছে রেফারেন্স সহ ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(১০/১৬০)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কাযীপাড়া ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	স্বামীরা কি স্ত্রীদেরকে যখন-তখন অন্যায়ভাবে মারতে ও গালিগালাজ করতে পারে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।	(১১/১৬১)
"	আবদুল খালেক, হাসপাতাল রোড জয়পুরহাট।	আহলেহাদীছ মসজিদ গুলোতে খুৎবার সময় বাংলায় যে বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেটা নাকি নছীহত, খুৎবা নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।	(১২/১৬২)
"	ইমাম, বড়কামতা জামে' মসজিদ চান্দিনা, কুমিল্লা।	'মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে কবরের গভীরতা নাভী পর্যন্ত হবে আর নারী হ'লে সীনা পর্যন্ত হবে' এ কথা সত্য কি?	(১৩/১৬৩)
"	ইদ্রীস আলী, শঠিবাড়ী, রংপুর।	জানাযার ছালাতের কিছু অংশ ছুটে গেলে ইমামের সালাম শেষে বাকী অংশ আদায় করতে হবে কি?	(১৪/১৬৪)
"	আবদুল মতীন, গ্রামঃ বড়কামতা চান্দিনা, কুমিল্লা।	মাইয়েতকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া যাবে কি?	(১৫/১৬৫)
"	আবুল হাসান, গ্রামঃ নুনগোলা, পোঃ রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি মারা গেলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, না মাঠে ফেলে দিতে হবে? এর চামড়া কি করতে হবে?	(১৬/১৬৬)
"	গোলাম সারওয়ার, সাং+পোঃ ঘোনা, সাতক্ষীরা।	মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর তার চোখে সুরমা, হাত-পায়ের আঙ্গুলে কর্পূর ও শরীরে গোলাপজল ছিটিয়ে দেওয়া এবং জানাযায় উপস্থিত মুছল্লীদের উপর ও কবরের ভিতরে গোলাপজল ছিটানো যাবে কি?	(১৭/১৬৭)
"	আব্দুছ ছবুর, আইচপাড়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমরা জানি পুরুষদের পিছনে মহিলাদের কাতার করে ছালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে পুরুষদের পার্শ্বে পর্দা করে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কি শরীয়ত অনুমোদিত।	(১৮/১৬৮)
"	হক্ব মুন্সী, বড়বাড়িয়া, কুষ্টিয়া।	মুসাফিরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে কি? নাকি যোহরের ক্বছর করাই যথেষ্ট হবে?	(১৯/১৬৯)
"	নূরুল ইসলাম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	পবিত্র কুরআনের একটি সূরায় বিসমিল্লাহ নেই এবং একটি সূরায় দুইবার বিসমিল্লাহ রয়েছে। এর রহস্য কি? জানতে চাই।	(২০/১৭০)
"	মুসাম্মাৎ রোজিনা বেগম, গ্রামঃ গোটিয়া দক্ষিণ পাড়া, ধোকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।	মাসিক হ'লে স্বামী-স্ত্রী কতদিন পর একত্রে থাকতে পারে এবং কতদিন পর তাদের পুনরায় মিলন হ'তে পারে।	(২১/১৭১)
"	নূরুল ইসলাম, ব্রজবক্স বাজার কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমরা যে 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পড়ি, এটা কি কুরআনের নির্দেশ, না হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২২/১৭২)
"	আবদুল মতীন, বড়কামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা।	মৃত ব্যক্তির দাফন শেষে কবরের চার কোণে ৪ ব্যক্তি কর্তৃক চার কুল পড়ে রসুন গেড়ে দেওয়া, সূরা কুরায়েশ পড়ে কবরকে বন্ধ করা (যেন শৃগাল-কুকুর কোন ক্ষতি করতে না পারে), কবর খননের সময় প্রথম কোপের মাটি ভিন্ন করে রাখা অতঃপর দাফন শেষে কবরের উপর ঐ মাটি দেওয়া, কবরের চার কোণে খেজুরের কাঁচা ডাল গেড়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রচলিত কার্যসমূহের শরীয়তে বৈধতা আছে কি?	(২৩/১৭৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	'শহীদ' কাকে বলে এবং কোন কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা লাভ করা যায়।	(২৪/১৭৪)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ রাজপুর, সাতক্ষীরা।	ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র-এর সময়ের কোন পার্থক্য আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২৫/১৭৫)

"	মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস, সাং সারাই হারাগাছ, রংপুর।	সাপ বা বিচ্ছুতে দংশন করলে বিষ নামানোর জন্য ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২৬/১৭৬)
"	আবদুস সুবহান, লালগোলা বাজার পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক হিসাবে জনৈক কবিরাজ ক্যাঙ্গারুর গোস্ত খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষণে ক্যাঙ্গারুর গোস্ত প্রতিষেধক হিসাবে খাওয়া যাবে কি?	(২৭/১৭৭)
"	মুহাম্মাদ নাসিম কোর্ট বাজার, রাজশাহী।	১০ই যিলহজ্জ মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডন অতঃপর কুরবানী করতে হবে। আগপিছ করলে হজ্জ হবেনা। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(২৮/১৭৮)
"	আবদুল মালেক, গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর।	শিকারী কুকুর কোন হালাল প্রাণী শিকার করে আনলে সেটি খাওয়া বৈধ হবে কি?	(২৯/১৭৯)
"	আবদুল মুহাইমিন, সাং- পলাশবাড়ী বিরামপুর, দিনাজপুর।	যে মুরগী মানুষের মলমূত্র খায়, সে মুরগীর গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে কি?	(৩০/১৮০)
এপ্রিল ২০০০ (৩/৭)	আবদুল হাদী, সাং- নলছিয়া, জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	ছেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে আযান দিতে হয়, আর মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে আযান দিতে হয় না। এরূপ বিধান শরীয়তে আছে কি?	(১/১৮১)
"	ইসহাক্ব আলী, খয়রাবাদ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মসজিদে আগুন অথবা আগরবাতি জ্বালানো যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২/১৮২)
"	আবদুল ক্বাদের, সাথিয়া, পাবনা।	আমাদের গ্রামে খুব সরল মনের একজন লোক আছে। কিন্তু তার স্ত্রী খুব বদবখত। সে তার স্বামীকে যখন তখন গালিগালাজ করে। কাফেরও বলে। অথচ লোকটা ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত। এর কারণ হ'ল- ঐ লোকের যা জমি ছিল তার স্ত্রীর নামে সব লিখে দিয়েছে। ফলে তার স্ত্রী তাকে কোন মূল্যায়ণ করে না। আর সেও ভয়ে কিছু বলে না। এই পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির ঘর-সংসার করা কি ঠিক হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(৩/১৮৩)
"	ত্বা-হা, ২৪/৮/২-২য় কলোনী, মাজার রোড, ঢাকা।	কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে ধর্ষণ করে, তাহ'লে তাদের উভয়ের শাস্তি কি যেনার শাস্তি হবে?	(৪/১৮৪)
"	আবদুল জাব্বার, গ্রাম- গোলনা, পোঃ- সাজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।	ছহীহ হাদীছের আলোকে কবর যিয়ারত করার নিয়ম জানতে চাই। কবরস্থানে গেলে অনেকেই লুঙ্গীর নিচে গিট দেন। এর সত্যতা জানতে চাই।	(৫/১৮৫)
"	মুনীরুযযামান, কামালনগর, সাতক্ষীরা।	আযানের সময় কুরআন-হাদীছের আলোচনা করা যায় কি?	(৬/১৮৬)
"	মনীর, যুগীপাড়া, লক্ষণহাটি, নাটোর।	পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে কি? এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করা যাবে কি?	(৭/১৮৭)
"	আব্দুল্লাহিল কাফী, যুগীপাড়া, লক্ষণহাটী, নাটোর।	ছালাত অবস্থায় থুথু ফেলা যাবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(৮/১৮৮)
"	আব্দুল জাব্বার, এস,পি,এম,ডি, বাজার, দিনাজপুর।	'সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতম করার সমান নেকী হয়' এই হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।	(৯/১৮৯)
"	ইসহাক্ব, গোমস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আগে আমি কুরআন পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার অসুস্থতার কারণে এখন আর কুরআন পড়তে পারি না। অন্যকে দিয়ে কুরআন পড়ালে আমার নেকী হবে কি?	(১০/১৯০)
"	খালেদা, লস্করখোলা, নাটোর।	বড়দের যদি কোন ভুল দেখি কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখি, সে সময় সত্য কথা বলে বাধা দেওয়া যাবে কি? আর যদি সত্য কথা বলাতে আঘাত পায়, তাহ'লে তার উপর দোষ বর্তাবে কি?	(১১/১৯১)
"	আয়েশা, যুগীপাড়া, নাটোর।	বর্তমানে আমাদের তিনজন সন্তান রয়েছে। আমাদের আয় কম। এমতাবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/১৯২)
"	তরীকুল ইসলাম, সাং- বেনীপুর,	মুহাররমের ছিয়াম কি হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের	(১৩/১৯৩)

	ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	কারণেই রাখা হয়? সেই ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক , খেসবা, নাচোল চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ছেলে তার পিতার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করেছিল যে, সে ছাত্র জীবনে বিবাহ করবে না। পরবর্তীতে সেই ছেলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার পিতার অনুমতি ছাড়াই 'কোর্ট ম্যারেজ' করে। একথা শুনে তার পিতা বলে যে, আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত ঐ ছেলেকে বাড়ীতে উঠতে দিব না এবং তার লেখা-পড়ার কোন খরচও দিব না। এই পরিস্থিতিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছেলেটি পিতার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে এবং বলছে, আমি কিছুই চাই না শুধু ক্ষমা চাই। অন্যথায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিবাহ হয়েছে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১৪/১৯৪)
”	আহসান হাবীব, আলবাহা, সঊদী আরব।	কোন লোক যদি তালাকের নিয়তে অস্থায়ী ভাবে কোন নারীকে বিবাহ করে, তাহ'লে কি এ বিবাহ জায়েয হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিবেন।	(১৫/১৯৫)
”	মুহাম্মাদ নওশের আলী, সাং+পোঃ শিবপুর, পুঠিয়া, রাজশাহী।	আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণ সমূহের মধ্যে কিভাবে শিরক হয় উদাহরণ সহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১৬/১৯৬)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	আমি বেশ কিছুদিন হ'তে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' পরিচালিত সাপ্তাহিক মহিলা বৈঠকে যাই। অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করি। আমার স্বামী আগে থেকেই ছালাতে অভ্যস্ত। তিনি ধনিক শ্রেণীর লোক। আমাদের পাশে অনেক গরীব মানুষ আছে। আমি তাকে পার্শ্ববর্তী গরীবদের দান করতে বলি। কিন্তু তিনি খুব কৃপণ। কিছুই দান করতে চান না। কৃপণতা করা কি জায়েয? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১৭/১৯৭)
”	মুহাম্মাদ মহসিন আলী, ইসলামকাঠি, তালা সাতক্ষীরা।	মওযূ বা জাল হাদীছ কি করে প্রমাণ করবেন? যেমন জনৈক বক্তা বললেন, مَنْ زَارَ قَبْرِىْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ رواه البزار 'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' (বায্যার)। উক্ত হাদীছটি জাল বা মওযূ প্রমাণ করুন!	(১৮/১৯৮)
”	তসলীমা নাসরীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।	পেপার-পত্রিকায় অদ্ভূত সব ঘটনা দেখা যায়। যেমন এক জন মহিলা ৮ জন সন্তান প্রসব করেছে। এধরনের ঘটনা কি সত্য? আর এটা কি সম্ভব?	(১৯/১৯৯)
”	খলীলুর রহমান, বংশাল, পুরাতন ঢাকা।	আমাদের পাশেই 'আশেকে রাসূল' নামে একটি গোষ্ঠী আছে। যাদের অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না। তাদের কাজ সব সময় মীলাদ মাহফিল ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এরা ছহীহ হাদীছের ধারে কাছেও যায় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কি?	(২০/২০০)
”	হাশমতুল্লাহ কালাই, জয়পুরহাট।	অনেক আলেমকে দেখা যায় যে, তাফসীর মাহফিল বা বিভিন্ন জালসায় জেনে-শুনে জাল হাদীছ বলে থাকেন। তাদের হুকুম কি? জাল হাদীছ তৈরীকারীর ন্যায় তাদেরও কি একই হুকুম হবে?	(২১/২০১)
”	মুফাযযল হোসাইন , প্রেমতলী গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	সফরে যোহর ও আছর ছালাত জমা করা যাবে কি? এক সফরে আমরা এরূপ করলে আমাদের সাথী কিছু হানাফী ছাত্রভাই শুধু যোহর পড়ল এবং বলল যে, এধরনের কোন হাদীছ নেই। এর সত্যতা জানতে চাই এবং জমা' তাক্বদীম (প্রথমে জমা করা) ও জমা' তাখীর (শেষে জমা করা) জায়েয কি-না?	(২২/২০২)
”	ইবরাহীম, নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক কোন দো'আটি পড়তে হবে এবং দো'আ পড়ার পদ্ধতি কিরূপ হবে? দো'আটি উচ্চারণ সহ আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।	(২৩/২০৩
”	আবদুর রহমান নওদাপাড়া, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি একদিকে হজ্জ করে হাজী ছাহেব বনেছেন, অপরদিকে গান-বাজনা ক্লাবের সভাপতিও হয়েছেন। এই দ্বি-মুখী নীতি ইসলামে বৈধ কি?	(২৪/২০৪)
”	আবদুস সাত্তার সরকার, গ্রাম- কানসোনা, পোঃ- উল্লাপাড়া, যেলা- সিরাজগঞ্জ।	কবরস্থানের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে ঈদের মাঠ করা যাবে কি?	(২৫/২০৫)

"	মুহাম্মাদ আযীযুল্লাহ বালিয়াডাঙ্গা, হঠাৎগঞ্জ, সাতক্ষীরা।	কুরআন শরীফ পড়ার পূর্বে কি কি দো'আ পড়তে হয়? টেবিলের উপর কুরআন রেখে টেবিলে পা স্পর্শ করা , পায়ের সমতলে কুরআন রেখে পড়া এবং কুরআনের উপর অন্য কোন বই রাখা যায় কি?	(২৬/২০৬)
"	-ইবনে হাকীম , সোনাপাতিল, নাটোর।	পানি যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তেমন পায়খানার রস ও পেশাবও বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আর এ বাষ্প মানুষের পোশাকেও লাগে। তাহ'লে কি এ বাষ্পে কাপড় অপবিত্র হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৭/২০৭)
"	বর্ণা, গাবতলী, বগুড়া।	৫ দিন ই'তেকাফ করার পর যদি হায়েয হয়, তবে বাকি দিনগুলোতে কি ই'তেকাফের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে যিকির করা যাবে?	(২৮/২০৮
"	মুসাম্মাৎ নাদিরা পারভিন, কাথুলী, মেহেরপুর।	পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন মায়াবড়ি, কনডম, নরডেট ২৮, মারভেলন ইত্যাদি কি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে? তুলনামূলক আলোচনা করে জওয়াব দিবেন।	(২৯/২০৯)
"	সাইফুদ্দীন, শালবাগান, রাজশাহী।	জুম'আ ও ঈদায়েন একই দিনে হ'লে তার হুকুম কি? ইমাম ছাহেব বললেন, জুম'আতে যেতেই হবে। আমাদের জন্য কোন এখতিয়ার নেই। ইমামের কথা কি ঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(৩০/২১০)
মে ২০০০ (৩/৮)	আবুল কাসেম, সারাংপুর, গোদাগাড়ী।	বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?	(১/২১১)
"	মুহাম্মাদ শফীউল আলম, চিতলমারী, বাগেরহাট।	'ওয়ালীমা' ও 'বৌ-ভাতে'র মধ্যে পার্থক্য কি? উপহার নিয়ে বিয়ে খেতে যাওয়া কি ঠিক?	(২/২১২)
"	মাওলানা ইদরীস আলী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্র বরাত দিয়ে কিছু আলেম প্রমাণ করেছেন যে, ফরয ছালাত পর হাত উঠিয়ে দো'আ করা যায়। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/২১৩)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংকে ৫ বছরের জন্য এক লাখ দশ হাযার টাকা রাখলে প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে এগার শত টাকা লাভ দিয়ে থাকে। এ টাকা কি শরীয়ত সম্মত হবে?	(৪/২১৪)
"	আবুবকর ছিদ্দীক্ব, সোনাবাড়িয়া বাজার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	ফেনসিডিল কি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত? অনেকের ধারণা এগুলি পেপসি-কোকাকোলার ন্যায় এক প্রকার পানীয়। যা পান করলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়।	(৫/২১৫)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান, ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।	একটি গোরস্থান বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, তবে কবরের চিহ্ন রয়েছে। মানুষ হরহামেশা কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করছে। এটা কি ঠিক?	(৬/২১৬)
"	মাহফূয আলম, মিঠাপুকুর, রংপুর।	যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া কি শরীয়ত সম্মত?	(৭/২১৭)
"	আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সিহালীহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	জেনেশুনে ভুয়া কবর যিয়ারতের বিধান কি?	(৮/২১৮)
"	আব্দুল আযীয (মাষ্টার), গ্রাম- আগলা, পোঃ জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।	বায়তুল মাল ৮ শ্রেণীতে ভাগ করার কথা কুরআনে আছে। কিন্তু বর্তমানে ৮ প্রকার লোক পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে উক্ত টাকায় ইয়াতীমখানা, রাস্তা তৈরী বা মেরামত, পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা যাবে কি-না।	(৯/২১৯)
"	যাকির হোসাইন, তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), পোঃ সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যায় কি? এ সময় কোন্ দো'আ পড়তে হয়?	(১০/২২০)
"	শাহীন, মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	অনেক রমনীকে দেখা যায় পুরুষের ন্যায় পোষাক পরতে। আর শতকরা ৯৯ ভাগ ফুল প্যান্ট পরিধানকারী পুরুষকে টাখনুর নীচে কাপড় পরতে। শরীয়তে এদের বিধান কি?	(১১/২২১)
"	আব্দুছ ছবুর, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	বিদেশী টাকা দিয়ে যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, সেগুলি নাকি ইহুদীদের টাকা? এক শ্রেণীর বক্তা এগুলি প্রচার করেন। এর সত্যতা জানতে চাই।	(১২/২২২)
"	আহসান হাবীব, আনন্দনগর, নওগাঁ।	চার মাযহাবের চার ইমামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানতে চাই। চার ইমাম কি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত, না ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত? জানাবেন।	(১৩/২২৩)

"	আনীসুর রহমান, গ্রাম- কুলবাড়িয়া, পোঃ মৌবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	কোন ঘর ইসলামী ব্যাংক ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যাংকের কাছে ভাড়া দেওয়া যাবে কি?	(১৪/২২৪)
"	আনীসুর রহমান, গ্রাম- বড়পাথার, মাঝিড়া, বগুড়া।	ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দিতে হবে।	(১৫/২২৫)
"	মুহাম্মাদ কদর আলী, ডাকবাংলা বাজার, ঝিনাইদহ।	রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা সম্পর্কে যে হাদীছ পেশ করা হয়, তা কি ছহীহ?	(১৬/২২৬)
"	আব্দুল হাফীয, বাইশপুর, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ছালাতে নাভির নীচে হাত বাঁধার যে হাদীছ পেশ করা হয় তা ছহীহ কি?	(১৭/২২৭)
"	মীযানুর রহমান, কালিগঞ্জ বাজার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	ইমাম যখন সূরা ফাতেহার শেষ আয়াত পড়বেন তখন মুক্তাদীগণ 'আমীন' জোরে বলবেন না আস্তে বলবেন?	(১৮/২২৮)
"	মুহাম্মাদ ফেরদাউস, সাহারপুকুর বাজার, গোবিনপুর, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	নবী করীম (ছাঃ) কি অসুস্থতার কারণে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন?	(১৯/২২৯)
"	যমীরুল ইসলাম, ভরাট করমদি, গাংণী, মেহেরপুর।	মৃত ব্যক্তিগণ শুনতে পায়না। তাহ'লে আমরা মৃতদেরকে সালাম দেই কেন?	(২০/২৩০)
"	মাস'উদ রেযা, ভরাট করমদি, গাংণী, মেহেরপুর।	জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে কি?	(২১/২৩১)
"	আব্দুল আহাদ, কেশবপুর, যশোর।	রুকূ' থেকে উঠে এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সশব্দে পড়তে হবে, না চুপে চুপে?	(২২/২৩২)
"	আতাউর রহমান, যোহা কলেজ, গুরুদাসপুর, নাটোর।	আমরা নবীর নাম শুনলে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ছাহাবীদের নাম শুনলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং কোন আলেমে দ্বীনের নামের পর 'রাহেমাহুল্লাহু তা'আলা' বলে থাকি। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/২৩৩
"	ইলিয়াস, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আদায়ের জন্য কোন জায়নামায ছিল কি?	(২৪/২৩৪)
"	আলফাযুদ্দীন, কোদালকাটি চাঁপাই নবাবগঞ্জ	ফরয ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে ওলামাদের মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/২৩৫)
"	যফীরুদ্দীন, চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।	মুছাফাহা করার কোন দো'আ আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৬/২৩৬)
"	মুকাররাম, বাউসা হেদাতীপাড়া, চারঘাট, রাজশাহী।	ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায় কি?	(২৭/২৩৭)
"	*******	হিন্দুর সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?	২৮/২৩৮
"	আবুল কাসেম, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	কোন্ দলীলের ভিত্তিতে জালসাতে বক্তাদেরকে টাকা প্রদান করা হয়?	(২৯/২৩৯)
"	মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন ডঃ এম,এ, ওয়াজেদ বি, এড কলেজ মুলাটোলা, রংপুর।	প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নেওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে মোটা অংকের টাকা দিয়ে চাকুরী নিতে হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?	৩০/২৪০
জুন ২০০০ (৩/৯	মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী হায়দার হোসেন ছাত্রাবাস নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।	তাবলীগ জামা'আতের ভাইগণ বলেন যে, কোন ব্যক্তি তাবলীগে গিয়ে নিজ প্রয়োজনে ১ টাকা ব্যয় করলে ৭ লক্ষ টাকার ছওয়াব পাবে, ১টি নেকী করলে ৪৯ কোটি নেকী পাবে এবং কারও জন্য অপেক্ষা করলে লায়লাতুল ক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে ইবাদত করার ছওয়াব পাবে ইত্যাদি। শরীয়তে উক্ত কথাগুলোর প্রমাণ আছে কি? এবং শরীয়তে পীর-মুরীদ বলে কিছু আছে কি?	(১/২৪১)
"	তাফহীমা, আলেম ১ম বর্ষ জগতপুর এডিএইচ সিনিয়র মাদরাসা বুড়িচং, কুমিল্লা।	রাতে আয়না দেখা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/২৪২)
"	আব্দুল বারী, মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নারীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।	(৩/২৪৩)

"	রেযাউল করীম, জামলই, মান্দা, নওগাঁ।	জনৈক হাজী ছাহেব হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু মসজিদে তিন দিন অবস্থানের পর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এরূপ বিলম্বে বাড়ীতে প্রবেশ কি ঠিক?	(৪/২৪৪)
"	ওয়াহীদুল ইসলাম, উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।	খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি? খারাপ স্বপ্ন নাকি মানুষের সামনে ব্যক্ত করা যায় না, কথাটির সত্যতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(৫/২৪৫)
"	আব্দুল হান্নান, মালোপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	মুসলমানগণ একে অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে কি?	(৬/২৪৬)
"	শরীফুল ইসলাম, সাং- সারাই, হারাগাছ, রংপুর।	মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর আগে ইমাম ছাহেব উপস্থিত মুছল্লীদের বলে থাকেন যে, তার (মৃত ব্যক্তির) নিকট কারো টাকা পয়সা পাওনা আছে কি? কেউ কিছু পেয়ে থাকলে বলুন! তার ছেলেরা পরিশোধ করে দিবে'। এ ধরণের কথা বলা যায় কি-না?	(৭/২৪৭)
"	আমীনুল হক, আযীমপুর, ঢাকা।	একটি ইয়াতীমখানার জনৈক শিক্ষক ইয়াতীম ছেলেদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, ভালভাবে দেখাশুনা করেন না, তাদের উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন চালান। ইসলামী শরীয়তে উক্ত শিক্ষকের হুকুম কি?	(৮/২৪৮)
"	মুহাম্মাদ আখতারুয যামান, জলাইডাংগা, রংপুর।	সকাল-সন্ধ্যা আ'ঊযুবিল্লাহ সহ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠে নাকি ৭০ হাযার ফেরেশতা নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত ফেরেশতা তার জন্য দো'আ করতে থাকে। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা পায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/২৪৯)
"	সেকান্দার আলী, কালিগঞ্জ বাজার, পঞ্চগড়।	বিবাহ সম্পাদনের পর বউকে তৎক্ষণাৎ না উঠিয়ে ৬ মাস/এক বছর পর অনুষ্ঠান করে উঠানো শরীয়ত সম্মত কি?	(১০/২৫০)
"	হাফেয যাকিরুদ্দীন, চোপীনগর হাফেযিয়া মাদরাসা, পোঃ কামারপাড়া, বগুড়া।	মৃত ব্যক্তির রূহ কবরে আসবে কি-না? এবং রূহের আযাব কোথায় হবে? কবরে, ইল্লীনে না সিজ্জীনে?	(১১/২৫১)
"	হাবীবুর রহমান, ইসমাঈলপুর, একডালা বাগমারা, রাজশাহী।	স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কি স্বামীর গৃহে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করবে না অন্য স্থানে ইদ্দত পালন করবে।	(১২/২৫২)
"	ফারযানা নাঈমা, কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ -১৫০০।	সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতের অর্থ সহ ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(১৩/২৫৩)
"	ফারযানা নাঈমা, কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ-১৫০০।	আমার নিকট ২০ ভরি স্বর্ণ আছে। আমাকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে?	(১৪/২৫৪)
"	ইদরীস আলী মাষ্টার, মুজিবনগর হাইস্কুল কেদারগঞ্জ, মেহেরপুর।	মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায় ২১/২২১ নং প্রশ্নের উত্তরে ছহীহ হাদীছ পেশ করে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রকাশনীর ৪র্থ খণ্ডের ৪৩০৫ নং হাদীছে স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই হাদীছের সঠিক মর্ম জানতে চাই।	(১৫/২৫৫)
"	আব্দুস সাক্বিম, কালিকাপুর, পোঃ ঘোষগ্রাম আত্রাই, নওগাঁ।	জনৈক মাওলানা ছাহেবের মুখে শুনলাম যে, এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে নাকি ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(১৬/২৫৬)
"	আব্দুল মুঈদ খান, কান্দিভিটুয়া, থানাপাড়া, নাটোর।	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় পত্রের মুনাফা গ্রহণযোগ্য কি-না?	(১৭/২৫৭)
"	মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, কুরআন মঞ্জীল কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর ও মি'রাজের পূর্বরাত্রি পর্যন্ত কত ওয়াক্ত, কত রাক'আত ও কি নিয়মে ছালাত আদায় করতেন?	(১৮/২৫৮)
"	আব্দুল জাব্বার, গ্রাম-গোলনা, ডাঃ সাজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।	ছালাত আদায় করে না এমন গরীব নিকটাত্মীয়কে দান করা ভাল, না ছালাত আদায়কারী গরীব পড়শীকে দান করা ভাল।	(১৯/২৫৯)
"	শফীকুল ইসলাম, কমরগ্রাম, বানীয়াপাড়া জয়পুরহাট।	ছালাত অবস্থায় মহিলাদের মাথার চুল ছাড়া থাকবে না খোপা বাঁধা থাকবে? বিস্তারিত জানতে চাই।	(২০/২৬০)
"	ওয়াজেদ আলী, দুর্গাদহ, জয়নগর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	আমরা আমাদের মসজিদে হানাফী ও আহলেহাদীছ একত্রে ছালাত আদায় করতাম। প্রায় ২৮ বৎসর যাবত উক্ত মসজিদে হানাফী ইমাম ইমামতি করে আসছেন। কিন্তু গত কুরবানীর সময় ইমাম ছাহেবকে পারিশ্রমিক সহ	(২১/২৬১)

		কুরবানীর গোশত প্রদান না করায় তিনি রাগ করে ইমামতি ছেড়ে চলে যান। পরপর চার জুম'আ না আসায় মসজিদ কমিটির সভাপতি একজন আহলেহাদীছ ইমাম নিয়োগ করেন। আহলেহাদীছ ইমাম মাত্র এক জুম'আ ছালাত আদায় করালে হানাফীগণ এই ইমামের পিছনে ছালাত আদায় না করার দাবী করে পুরাতন ইমামকে পুনরায় বহাল করেন। এই দেখে আহলেহাদীছগণ মসজিদ পৃথক করে ছালাত শুরু করেন। আমার প্রশ্ন - নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	
"	আনোয়ারুল ইসলাম, এম,এ, শেষ বর্ষ, বাংলা বিভাগ, ১৭৩ শহীদ হবীবুর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	বাগানের মালিক লিখিতভাবে বাগানের ঝুঁকি গ্রহণ করলে শুধু গাছ দেখে বাগান ক্রয় করা যায় কি? কিংবা আম ছোট থাকাবস্থায় বাগান ক্রয় করা যায় কি? এবং আখের গাছ ছোট অবস্থায় ক্রয় করা যায় কি?	(২২/২৬২)
"	মুছাব্বর আলী, নানাহার, মোলামগাড়ী হাট কালাই, জয়পুরহাট।	ছালাতের মধ্যে মাতা-পিতা ও নিজেদের জন্য কখন কিভাবে দো'আ পড়তে হবে? বাংলায় দো'আ পড়া যাবে কি?	(২৩/২৬৩)
"	শফীকুল ইসলাম, গ্রাম- রুদ্রপুর, পোঃ ধুলিহার, সাতক্ষীরা।	জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহার পর নির্দিষ্ট সূরা রয়েছে? না যে কোন সূরা পড়লেই চলবে?	(২৪/২৬৪)
"	আতাউর রহমান, মানবিক বিভাগ ডঃ যোহা কলেজ গুরুদাসপুর, নাটোর।	মাওলানা আইনুল বারী ছাহেব তার 'আইনি তোহফা ছালাতে মুস্তফা' বইয়ের ২য় খণ্ডে 'ফরমায়েশী জামা'আতী দো'আ বৈধ' শিরোনামে খুৎবার দো'আতে হাত তোলার ২টি দলীল পেশ করেছেন। এদিকে মুফতী মুহিউদ্দীনের বইয়ে পেলাম- খুৎবার দো'আয় হাত তোলার জন্য ওমারাহ ইবনে রোওয়ায়বা আছছাক্বাফী (রাঃ) বিশর ইবনে মারওয়ানকে বলেছিলেন, 'ঐ নিকৃষ্ট হাত দু'টি ধ্বংস হৌক। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বহুবার দেখেছি তিনি খুৎবা অবস্থায় দো'আ করতে গিয়ে কখনো দু'হাত উঠাতেন না (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৬৮ পৃঃ)। উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দলীলের সঠিক সমাধান জানতে চাই।	(২৫/২৬৫)
"	আবুল হোসায়েন আব্দুল্লাহ, দাম্মাম, সঊদী আরব।	মা-বাবা ও ওস্তাদের পায়ের ধুলা নেওয়া জায়েয কি?	(২৬/২৬৬)
"	আব্দুল মালেক, নারুলী, বগুড়া।	যদি বিবাহ রেজিষ্ট্রি হয়, আর আনুষ্ঠানিকভাবে ইজাব-কবুল না হয়, তাহ'লে বর ও কনের মিলন বৈধ হবে কি?	(২৭/২৬৭)
"	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, ঝিকরগাছা আলিয়া মাদরাসা, যশোর।	কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে টাকা নেওয়া যাবে কি? তাছাড়া তাবীযের কিতাবে যে সকল নকশা করে তাবীয লেখা আছে তা শরীরে বেঁধে রাখা যাবে কি-না?	(২৮/২৬৮
"	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী, ডুগডুগী হাট, দিনাজপুর।	জনৈক বক্তাকে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করত। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করা হ'লে ফেরেশতারা সেখানে কুরআন দেখে বলল, হে কুরআন তুমি এখানে কেন? কুরআন উত্তর দিল, আমি সুপারিশ করে এই ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছাব। এর সত্যতা জানতে চাই।	(২৯/২৬৯)
"	হাফেয যাকিরুদ্দীন, চোপীনগর হাফেযিয়া মাদরাসা, পোঃ কামারপাড়া, বগুড়া।	অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করায় কোন ছওয়াব আছে কি-না তা জানতে চাই।	৩০/২৭০
জুলাই ২০০০ (৩/১০)	আবদুস সাত্তার, জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।	শরীয়তের মানদণ্ডে কালো-সাদার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?	(১/২৭১)
"	শফীকুল ইসলাম, গড়পাড়া, পলাশ বাজার, নরসিংদী।	কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ বিষয়ক পুস্তকের নাম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/২৭২)
"	যাকারিয়া, শারে' খাযযান রিয়াদ, সঊদী আরব।	ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে ইসলামের কোন বাধা আছে কি?	(৩/২৭৩)
"	সাঈদুর রহমান, তালুচহাট, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	অনেককে সূরা ফাতিহা পড়ে সাপের বিষ ঝাড়তে দেখি। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীল সহ জনতে চাই।	(৪/২৭৪)
"	হাসীবুদ্দৌলা, গয়াঘড়ি বাড়ী, নীলফামারী।	তাবলীগী নেসাবে বায়হাক্বীর বরাতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শ্রবণ	(৫/২৭৫)

		করি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ ১৮ পৃঃ)। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	
"	আব্দুল হাফীয, বাসা নং ৩, রোড নং ১১, সেক্টর নং ৬, উত্তরা, ঢাকা।	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একশত টাকার 'সূদমুক্ত জাতীয় প্রাইজবণ্ড'-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?	(৬/২৭৬)
"	আমানুল্লাহ আল-আমান, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	ঈমান কি? সংজ্ঞা সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/২৭৭)
"	আসাদুল্লাহ, টিকরাভিটা, কাচিহারা, সিরাজগঞ্জ।	জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, 'হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হ'ল স্বীয় বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদেরকে প্রহার করতে গিয়ে তার বোনের কাছ থেকে সূরা ত্বাহা-র কতিপয় আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া'-এই ঘটনা ঠিক নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।	(৮/২৭৮)
"	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া নওগাঁ।	এ'তেকাফ কি? এ'তেকাফের নিয়ম কি? কোন মহল্লার একজন এ'তেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, এ'তেকাফের জন্য কমপক্ষে তিন দিন মসজিদে থাকতে হবে, এ'তেকাফ দু'হজ্জ-এর সমতুল্য, কথাগুলো কি সঠিক?	(৯/২৭৯)
"	মুহাম্মাদ হারূণ, গ্রাম- চোরকোল পোঃ বাজার গোপালপুর, ঝিনাইদহ।	জুম'আর দিনে কৌটা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে টাকা উঠানো জায়েয কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/২৮০)
"	আব্দুস সাত্তার, বোহাইল, বগুড়া।	মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে কবর রয়েছে। মুছল্লীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় কবরের পাশ দিয়ে আরো পূর্ব দিকে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। আমার প্রশ্নঃ কবরের পার্শ্বে এইভাবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?	(১১/২৮১)
"	কাবীরুল ইসলাম, গ্রাম- বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	কবর স্থানান্তর করা যায় কি? যদি কবরে কিছু না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে স্থানান্তরের পদ্ধতি কিরূপ হবে?	(১২/২৮২)
"	নূরুল ইসলাম, বড়বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া) নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	ছালাতের কিছু অংশ আদায়ের পর কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে ছানা পড়তে হবে কি?	(১৩/২৮৩)
"	মুহাম্মাদ হানযালা, চাঁদপুর পোঃ বোরাকনগর, রূপসা, খুলনা।	জামা'আতে ছালাত আদায়ে কিছু অংশ ছুটে গেলে ছুটে যাওয়া অংশ আদায়ের জন্য এক সালামের পর দাঁড়াতে হবে, না দুই সালামের পর দাঁড়াতে হবে?	(১৪/২৮৪)
"	মুহাম্মাদ মোরশেদুল আলম, মারকায যোবায়ের বিন আদী, গ্রাম+পোঃ কচুয়া সরদার পাড়া, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।	হানাফী ভাইদের 'মীলাদ' অনুষ্ঠান ইসলামের বিধান অনুযায়ী জায়েয কি-না? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১৫/২৮৫)
"	ইলিয়াস মিস্ত্রী, মাষ্টারপাড়া চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মসজিদ নির্মাণ বা সংস্কারের সময় মসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বিক্রি করা যাবে কি?	(১৬/২৮৬)
"	মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ছালাত অবস্থায় জুতা চুরি হচ্ছে বুঝতে পারলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে চোর ধরা যাবে কি?	(১৭/২৮৭)
"	হোসনেআরা, গ্রামঃ বোহাইল, বগুড়া।	ইসলামী শরীয়তে মানত-এর বিধান কি?	(১৮/২৮৮)
"	কুমকুম আখতার, নাগেরগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা সত্য কি?	(১৯/২৮৯)
"	মহব্বত আলী, মারকায যোবায়ের বিন আদী, গ্রাম+পোঃ কচুয়া সরদার পাড়া কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।	আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? সঠিক উত্তরে বাধিত করবেন।	(২০/২৯০)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ।	কোন মুসলিম স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর কতটুক আনুগত্য করা প্রয়োজন? স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি কি?	(২১/২৯১)

"	মাহমূদুল হাসান, গ্রাম ও পোঃ বিলচাপড়ী থানা ধুনট, বগুড়া।	সাপে কাটার ফলে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে কি বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে?	(২২/২৯২)
"	মুহাম্মাদ আলফাযুদ্দীন, সুলতানগঞ্জ, রাজশাহী।	সূরা আনফালের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ফিৎনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন কেন?	(২৩/২৯৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কাষ্টমস্ হাউস, খালিশপুর, খুলনা।	কালোবাজারী ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে আমার আব্বাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আমার আম্মা আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বললে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। এতে কি পিতা-মাতার নাফরমানী করা হ'ল?	(২৪/২৯৪)
"	গোলাম মোস্তফা, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	এক শ্রেণীর লোক টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশা করছে। এটা কি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে?	(২৫/২৯৫)
"	মীযানুর রহমান, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	আমাদের উপর যখন তখন বিপদাপদ নেমে আসে। সুতরাং আমাকে এমন কিছু দো'আ শিখিয়ে দিন, যাতে করে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন।	(২৬/২৯৬)
"	ফারূক হোসাইন, খেসবা, নাচোল চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	গ্রাম্য সরদারের নেতৃত্বে আমাদের সমাজ ভালভাবে চলছিল। কিন্তু পরে কিছু লোকের কুটনীতির কারণে সমাজ ভাগ হয়ে যায় এবং ঐক্যে ফাটল ধরে। এমতাবস্থায় এসব কুটনীতিকদের ও সমাজের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারীদের বিধান এবং আমাদের করণীয় কি হবে?	(২৭/২৯৭)
"	মুহাম্মাদ আলী ঠিকানা বিহীন	আপন মা ও সৎ মার খেদমতের ক্ষেত্রে কি কোন পার্থক্য আছে?	(২৮/২৯৮)
"	মুহাম্মাদ আনছার আলী, সাং- ইটাপোতা, পোঃ মোগলাহাট, লালমণিরহাট।	মাওলানা আহমাদ আলী ছাহেবের বঙ্গানুবাদ খুৎবায় বর্ণিত আছে যে, তিন জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু জনৈক শায়খুল হাদীছ বলেছেন, বিবাহে তিনজন সাক্ষী রাখা বিদ'আত। কোন্‌টি সঠিক?	(২৯/২৯৯)
"	আলহাজ্জ 'ইমাদুদ্দীন, শিরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী।	ছালাত অবস্থায় চাদর কিভাবে পরিধান করতে হবে? চাদরের দু'পার্শ্ব এক কাঁধে উঠাতে হবে, না দু'কাঁধে উঠাতে হবে?	(৩০/৩০০
আগস্ট ২০০০ (৩/১১)	শাহজাহান, নকলা, শেরপুর।	সূরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহপাক আদম সন্তানের নিকট থেকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, সে সময় আদম সন্তান কি আত্মা বিশিষ্ট পূর্ণ দেহ সম্পন্ন ছিল?	(১/৩০১)
"	হাসীনুর রহমান, জনতা ব্যাংক দোবিলা শাখা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।	মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব লিখিত মালফূযাত গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, 'যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ছাদাক্বা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/৩০২)
"	আশরাফ আলী, ধুরইল শীলগ্রাম, মান্দা, নওগাঁ।	মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা সামনের দিকে রাখবে, না পা সামনের দিকে রাখবে?	(৩/৩০৩)
"	মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, মগবাজার, ঢাকা।	আমার অফিসের 'বস' অন্যায় কাজে লিপ্ত। তার অন্যায় কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও তাকে সহযোগিতা করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে তার অধীনে থেকে চাকুরী করা কি ঠিক হবে?	(৪/৩০৪)
"	আব্দুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, বিলচাপড়ী হাইস্কুল, ধুনট, বগুড়া।	মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয কি? সূতী বা নায়লন মোজা কি চামড়ার মোজার মত? কোন্ ধরনের মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয?	(৫/৩০৫)
"	ছাদেকুল আলম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে এবং ফেরত নেয়। কিছুদিন পর আবার তালাক দেয়। এবারে সমাজের লোক তার স্ত্রীকে তার নিকট ফেরত পাঠায়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?	(৬/৩০৬)
"	ইকবাল, প্রাণনাথপুর ভেন্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।	হিসাব-নিকাশের দিনটি নাকি বর্তমান দিনের ৫০ হাযার বৎসরের সমান হবে? যদি তাই হয় তবে সেদিন মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে? সেদিন মানুষের পরিধানে কি থাকবে?	(৭/৩০৭)

"	জাহিদুল ইসলাম, গ্রামঃ মধ্য পবন তাইর, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	কোন খুশীর সংবাদে মসজিদের মুছল্লীদের মিষ্টি খাওয়ানো যাবে কি?	(৮/৩০৮)
"	মুফাযযাল সরদার, গ্রাম+পোঃ মিরাট, রাণীনগর, নওগাঁ।	খাস জমি জনৈক ব্যক্তির নামে রেকর্ড ছিল। ঐ জমি পরবর্তীতে দীর্ঘদিন কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গত ২০ বৎসর থেকে উক্ত কবরস্থানে নতুন কোন লাশ দাফন করা হয়নি। এক্ষণে ঐ গোরস্থানে ৬ ফুট উঁচু করে মাটি ভরাট করে ঈদগাহে পরিণত করা যাবে কি?	(৯/৩০৯)
"	আফসার আলী, শিরোইল, রাজশাহী।	মসজিদের কোন একটি বিশেষ স্থানকে কোন মুছল্লী তার নিজের জন্য নির্ধারিত করতে পারে কি?	(১০/৩১০)
"	মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, নাজিরাবাজার, ঢাকা।	পশুর সাথে যৌন ক্রিয়া সম্পাদনের শাস্তি কি হবে?	(১১/৩১১)
"	আবু তালেব, সেইলার্স কলোনী, হালিশহর, চট্টগ্রাম।	জনৈক ব্যক্তি কিছু সম্পদ ও ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করেননি। ঐ ব্যক্তির সংসারে স্ত্রী, কন্যা, পিতা ও মাতা বেঁচে আছেন। এক্ষণে তার সম্পদ কিভাবে বন্টন হবে?	(১২/৩১২)
"	সাইফুর রহমান, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	আমরা জানি যে, মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক্ষণে উক্ত আলামত যদি কোন আলেম, হাফেয বা বক্তার মধ্যে পাওয়া যায় তবে তাকে মুনাফিক বলা যাবে কি? এদের দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীছে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?	(১৩/৩১৩)
"	আবু সালেক (বি,এস,এস), গ্রামঃ ডুবি, পোঃ রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	যে ইমাম সূদে টাকা খাটায়, তার পিছনে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?	(১৪/৩১৪)
"	রেযওয়ানুর রহমান, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	মাসিক **আত-তাহরীক** মে ২০০০ সংখ্যার ২৮/২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, 'একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কার কা'বা ঘরটি মুশরিকরা নির্মাণ করেছিল'। কথাটি নির্মাণ হবে, না পুনঃনির্মাণ হবে?	(১৫/৩১৫)
"	(১) মুখলেছুর রহমান, শিরোইল, রাজশাহী (২) এনামুল হক, মোড়াগাছা, খোকসা, কুষ্টিয়া (৩) নূরুল ইসলাম, পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।	ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীর শাস্তি কি হবে? কোন ব্যক্তি খিয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিণতি কি হবে?	(১৬/৩১৬)
"	তাসলীমা আখতার, লতীফপুর কলোনী, বগুড়া।	স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নাকফুল, কানের দুল, রঙিন শাড়ী ইত্যাদি খুলে ফেলে। এরূপ করা শরীয়ত সম্মত কি?	(১৭/৩১৭)
"	আবু হাশেম, গ্রাম+পোঃ কুড়ালিয়া, থানা+যেলাঃ সিরাজগঞ্জ।	কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় মুফতী ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, মুসলিম রমনীদের শাড়ী, ব্লাউজ পরিধান করা জায়েয নয়। এটি হিন্দু সংস্কৃতি। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/৩১৮)
"	মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ, আতর আলী রোড, মাগুরা।	জনৈক খত্বীব ছাহেবের মুখে শুনতে পেলাম যে, শয়তানের নিকট একজন ফক্বীহ (আলেম) এক হাযার 'আবেদের চেয়েও মারাত্মক। আমি হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাদীছটি ছহীহ। তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত আছে। এক্ষণে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/৩১৯)
"	আবদুল হামীদ, জোড়বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	আমাদের দেশে জুম'আর দিন আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান এবং খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার প্রচলিত পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত কি?	(২০/৩২০)
"	আব্দুস সোবহান, বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।	অনেককে আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করতে দেখা যায়। উক্ত দিন গুলিতে ছিয়াম পালন করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৩২১)
"	মহীদুল ইসলাম, জগতপুর, কুমিল্লা।	পেশাব করে ঢিলা-কুলুখ বা ন্যাকড়া ব্যবহার করা এবং বাইরে এসে হাঁটাহাটি বা উঠাবসা করার কোন বিধান ইসলামে আছে কি?	(২২/৩২২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গুলশান, ঢাকা।	বিবাহের পর আমি আমার স্ত্রীকে শেভ করা দেখতে পেয়ে অবাক হই। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে কেঁদে ফেলে ও বলে যে, ছোটবেলায় থুতনিতে	(২৩/৩২৩

চুল বের হওয়া দেখে ব্লেড দিয়ে চেছে দেই। এরপর আরো ঘন হয়ে দাড়ির মত হয়ে যায়। অতঃপর বাধ্য হয়ে দৈনন্দিন ক্লীন শেভে অভ্যস্ত হই। আমার প্রশ্নঃ দাড়ি কাটা তো হারাম। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর বিধান কি হবে? আমার স্ত্রী দাড়ি কাটবে না রেখে দিবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

" ইউনুস আলী, সাং + পোঃ ফিংড়ী, সাতক্ষীরা। বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্বায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি? (২৪/৩২৪)

" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, খুলনা। আমার বয়স এখন ৫৬। আমি একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর প্রথম বিয়ে করি। কিন্তু বি,এ পাস করার পর উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেই। ঐ বছরই দ্বিতীয় বিয়ে করি। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হয়। আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। ফলে মনের দুঃখে আমি বাড়ী-ঘর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই। সেখানে এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সে এক অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দেয়। এক বৎসর থাকার পর তাকেও ছেড়ে চলে আসি। সে তখন সন্তান সম্ভবা। পরে তার অন্যত্র বিয়ে হয় এবং তার কন্যা সন্তানটি নানা-নানীর নিকটে বড় হয়। অতঃপর পাগলপ্রায় হয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাই এবং নিজেকে অবিবাহিত প্রকাশ করে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করি। এই বিয়েতে আমি খুব সুখী হই। কিন্তু দু'টি সন্তান হওয়ার পর সত্য প্রকাশ হয়ে যায়। এতে আমার বর্তমান ৪র্থ স্ত্রী খুব কষ্ট পায়। আমি তার নিকটে ক্ষমা চাই এবং তার মোহরানা ১০ হাযার টাকা ছাড়াও সাড়ে ছয় লাখ টাকা প্রদান করি। এক্ষণে আমি আমার জীবনের সকল ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করি। সকল স্ত্রীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মোহরানা ছাড়াও যাবতীয় দাবী পরিশোধ করি ও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করি। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে মোহরানা ছাড়াও ছেলেকে ষাট হাযার টাকা দেই। তৃতীয়া স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দেই। আরও অড়াই লাখ টাকা খরচ করি এবং ক্ষমা চাই। তারা তাদের দ্বিতীয় স্বামীদের ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছে। তারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু এরপরও আমি মানসিক ভাবে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমার কি ফায়ছালা হ'তে পারে? আমি কি ক্ষমা পাব? জানিয়ে বাধিত করবেন। (২৫/৩২৫)

" হারূণুর রশীদ, গোপালপুর, ঝিনাইদহ। ঘড়ি কোন হাতে ব্যবহার করতে হবে? আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন। ঘড়ি কি এর অন্তর্ভুক্ত নয়? (২৬/৩২৬)

" আবদুর রাযযাক, মশিন্দা শিকারপাড়া, নাটোর। ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, হে নবী আপনি বলুন, রূহ হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ। আমার প্রশ্ন- এই 'রূহ' কি অহি ,না ফেরেশতা, নাকি প্রাণ? (২৭/৩২৭)

" আবুল কাসেম, ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী। আল্লাহপাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পূর্বে কি মানুষের 'রূহ' সৃষ্টি করেছেন? রূহ, নফস ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? (২৮/৩২৮

" যিয়াউল ইসলাম, কাপ্তাই, চট্টগ্রাম। জিন জাতির কবরে আযাব হবে কি? জিনদের কি রূহ আছে? (২৯/৩২৯)

" সিরাজুল ইসলাম, শঠিবাড়ী, রংপুর। আমাদের দেশের একটি জামা'আতের লোকেরা কবরের পূর্ব দিকে উঁচু এবং পশ্চিম দিকে নীচু করে। আর কবরের বাঁশ গুলিকে লাশ থেকে আনুমানিক এক বা সোয়া হাত উপরে রাখে। এরূপ করা কি সুন্নাত? (৩০/৩৩০

সেপ্টেম্বর ২০০০ (৩/১২) আব্দুর রহমান, বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া। বিবাহ পড়ানোর বিস্তারিত নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন। (১/৩৩১)

" আবুবকর, চক হরিদাসপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী পসন্দ না হওয়ায় জাদুর মাধ্যমে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। সে এখন তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে চায়। এক্ষণে তার পাপ মোচন হবে কি? এবং সে তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি? (২/৩৩২)

" আব্দুল কাদের ভেলাবাড়ী কারামতিয়া দাখিল মাদরাসা, পোঃ ভেলাবাড়ী, আদিতমারী, লালমণিরহাট। জনাব সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি! স্পষ্ট হাদীছ থাকা সত্ত্বেও আপনি কোন স্বার্থে শবেবরাতকে চাপা দিচ্ছেন? অজ্ঞাত বিদ্বান ও আলবানীর দোহাই দিয়ে আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজার ৩৩৪৪ খানা হাদীছ বর্জনের ষড়যন্ত্র করছেন কেন? আলবানী কোন যুগের মুহাদ্দিছ? ১৩৩৩ হিজরীতে তিনি কতটি হাদীছ সংগ্রহ করেছেন? ইমাম তিরমিযীর জন্ম ২০২ হিজরীতে। তিনি ৩৮১২টি হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তার গ্রন্থে ৮২৯টি যঈফ হাদীছ সংযোজন করেছেন বলে পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন। শুধু হাদীছ যঈফ বললে চলবে না, অন্তত ৫০০ হিজরীর পূর্বের মুহাদ্দেছ দ্বারা চিহ্নিত যঈফ হাদীছ দেখাতে হবে। আমরা এখন আর চুপ করে থাকব না। আপনাদের মনগড়া ও কপট বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে আমরা যেকোন মুহূর্তেই সক্ষম। (৩/৩৩৩)

" আব্দুল মুমেন, আব্দুল্লাহর পাড়া বারকোনা, সাঘাটা, গাইবান্ধা। চার বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার সমান নেকী পাওয়া যায়। তিনবার সূরা এখলাছ পড়ে ঘুমালে এক খতম কুরআনের নেকী পাওয়া যায়। তিন বার 'আস্তাগ্ফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে (৪/৩৩৪)

		দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর নেকী পাওয়া যায়। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী হয়'। কথাগুলি কতদূর সত্য। জানিয়ে বাধিত করবেন।	
"	ফযলুর রহমান, ঠিকানা বিহীন	মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দানের বিনিময়ে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা যায় কি?	(৫/৩৩৫)
"	শফীকুর রহমান পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১, ঢাকা।	'আল্লাহ শাফী, আল্লাহ মাফী, আল্লাহ কাফী' কি ঔষধ খাওয়ার দো'আ? রোগ মুক্তির দো'আ কোন্‌টি?	(৬/৩৩৬)
"	আব্দুস সালাম, হারাগাছ, রংপুর।	জনৈক ইমাম বলেছেন, মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত 'আউওয়াবীনে'র ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের পাপ মোচন হয় এবং ১২ বছর যাবত ছিয়াম অবস্থায় দান করার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথা কি ঠিক?	(৭/৩৩৭)
"	আব্দুর রশীদ, বড়িয়া দাখিল মাদরাসা বেথুলী, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।	কুরআন তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' পড়া যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে কি পড়তে হবে?	(৮/৩৩৮)
"	(১) মিসেস শাহানা জসীম সাং- নবিয়াবাদ, চান্দিনা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। (২) আব্দুর রশীদ বড়িয়া দাখিল মাদরাসা, বেথুলী, কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ।	শিশু সন্তানের দুধ পান করানোর সময়সীমা কত দিন?	(৯/৩৩৯)
"	আব্দুর রহীম, বাহাদুরপুর, গাবতলী, বগুড়া।	বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে ঈদের মাঠে মাহিলাদেরকে যে মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে বলা হয়েছে এর অর্থ কি? এ দো'আ কি সেই দো'আ, যা ঈদের মাঠে খুৎবা শেষে ইমাম ও মুক্তাদী হাত তুলে সম্মিলিতভাবে করে থাকেন?	(১০/৩৪০)
"	হারেছ, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	জনৈক ছেলে তার বোনের রোগ মুক্তি কামনায় ১০০টি ছিয়াম মানত করেছে। তাকে কি ১০০টি ছিয়ামই পালন করতে হবে, না কম করলেও চলবে।	(১১/৩৪১)
"	রুহুল আমীন, গ্রাম+পোঃ ভুষণছড়া থানাঃ বরকল, রাঙ্গামাটি।	জনৈক ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মারা গেছে। তার জানাযা করা যাবে কি?	(১২/৩৪২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজবাড়ী।	আমার স্বামী তার ভাইদের সাথে এক অন্নভুক্ত। আমাকে স্বাধীন ভাবে খরচ করার জন্য মাঝে মাঝে কিছু টাকা দেন। আমি ঐ টাকা ইচ্ছামত খরচ ও দান করে থাকি। আমি কি ঐ দানের নেকী পাব?	(১৩/৩৪৩)
"	আব্দুল হাফীয, জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।	কোন ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হয়, কথাটা কি সত্য?	(১৪/৩৪৪)
"	নযরুল ইসলাম, আলীপুর, বেলঘরিয়া, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	মসজিদের গায়ে 'আহলেহাদীছ মসজিদ' লেখা হয় কোন্ দলীলের ভিত্তিতে?	(১৫/৩৪৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।	জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে মিলন করে। তার কাফ্‌ফারা কি হবে?	(১৬/৩৪৬)
"	জামীরুল , হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা গাংণী, মেহেরপুর।	দুই যমজ বোন জন্মলগ্ন থেকে তাদের কাঁধ, পার্শ্ব ও কোমর এক সাথে যুক্ত। যা আলাদা করা সম্ভব ছিল না। তাদের একসাথে ক্ষুধা লাগে। এক সাথে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়। এক সাথেই অসুস্থ হয় এবং সুস্থতা লাভ করে। তারা এখন যুবতী। তাদের বিবাহ কি একজন পুরুষের সাথে হ'তে পারে?	(১৭/৩৪৭)
"	মুখলেছুর রহমান, সিঙ্গী, সাগরপুর বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমাদের দেশে একটি প্রচলন রয়েছে যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে গ্রামের লোক মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে তার (মৃত ব্যক্তির) গরু-ছাগল যাই থাক বিনা অনুমতিতে যবেহ করে যত লোক আসবে সবাইকে ভাত ও গোশত খাওয়াবে। এদিকে বাড়ীর মানুষ সবাই শোকাহত হয়ে কান্নাকাটি করে। তারা কোন খোঁজ-খবর নিতে পারে না। এটা কি শরীয়ত সম্মত?	(১৮/৩৪৮
"	হেলালুদ্দীন, খোকসা, কুষ্টিয়া।	জানাযার দো'আ ছোট বড় সকল মাইয়েতের জন্য কি একই? নাকি বাচ্চাদের পৃথক কোন দো'আ আছে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১৯/৩৪৯)

"	মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, গ্রামঃ মিরতুলী দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	বোনের ছেলের ঘরের নাতিনকে বিবাহ করা জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২০/৩৫০
"	মুহাম্মাদ রুস্তম আলী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দুধ খেয়ে নিত। স্ত্রী কথা ফাঁস করে দিলে জনৈক মুফতী ফৎওয়া দেয় যে, তোমার তালাক হয়ে গেছে। ফলে মহিলা অন্য জায়গায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখানে একটি সন্তান হয়। এদিকে পূর্বের স্বামী মারা গেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ দুধ খাওয়ার ফলে কি তার তালাক সম্পন্ন হয়েছিল? দ্বিতীয় বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান কি বৈধ?	(২১/৩৫১
"	মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন প্রযত্নেঃ সিরাজুদ্দীন, গ্রামঃ আখালিয়া সাতগ্রাম, নরসিংদী।	কোন ইমাম যদি ছালাত আদায় করার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতের আঙ্গুল ফুটায় এবং দাড়ি টেনে ছিঁড়তে থাকে, তাহ'লে তার ও মুক্তাদীদের ছালাত হবে কি?	(২২/৩৫২
"	আব্দুল হামীদ, সদরঘাট, ঢাকা।	অনেক মসজিদে লিখা থাকে লাল বাতি জ্বললে সুন্নাত পড়া নিষেধ বা সুন্নাত পড়বেন না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এধরনের কথা লেখা কি ঠিক?	(২৩/৩৫৩
"	আব্দুস সাত্তার, ডুমুরিয়া, খুলনা।	তাক্বলীদের আবির্ভাব কখন ঘটে? 'তাক্বলীদ' কাকে বলে? তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য কি? চার ইমাম কি নিজ নিজ উস্তাযের মুক্বাল্লিদ ছিলেন?	(২৪/৩৫৪
"	মুজীবুর রহমান, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার সময় লজ্জাস্থানে ৭টি ঢিলা দিয়ে কুলুখ করা হয়। দাঁতে খিলাল করা হয় ইত্যাদি। এগুলি কি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত? গোসলের সঠিক পদ্ধতি কি হবে?	(২৫/৩৫৫
"	কাওছারুল বারী, কান্দিরহাট, পীরগাছা, রংপুর।	হাশরের ময়দানে দিশেহারা মানুষ কার কাছে সুফারিশের জন্য ছুটবে? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২৬/৩৫৬
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জোড়বাড়িয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	আমার স্বামী রাগ করে রাতে আমাকে একসাথে তিন তালাক দেয়। ফজরের সময় ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং বলে যে, এক বুড়া নানা আছে তার সাথে বিবাহ পড়িয়ে এক রাত তার কাছে থাকতে হবে। তাহ'লে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারব। নচেৎ আর কোন উপায় নেই। আমি রাযী না হয়ে বাপের বাড়ীতে অবস্থান করছি। এধরনের এক রাতের বিবাহ কি জায়েয? আমার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার শারঈ বিধান কি?	(২৭/৩৫৭
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমার স্ত্রীকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু আমার মা-বাবা তাকে তালাক দিতে বলে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি?	(২৮/৩৫৮
"	লিটন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	রাতে সশস্ত্র ডাকাত দল জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে টাকা ও স্বর্ণালংকার চায়। কিন্তু সে ব্যক্তি নিজ মাল ও পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ডাকাতদের মুকাবেলা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় এবং একজন ডাকাতও মারা যায়। এক্ষণে জানতে চাই নিহত দুই ব্যক্তির অবস্থা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কি হবে?	(২৯/৩৫৯
"	*ইবনু আব্দিল্লাহ, স্বরূপদহ, হাকিমপুর উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*	অনেক ইমামকে ফজর বা অন্য জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত ভুলে গেলে সূরা ইখলাছ পড়ে রুকূতে যেতে দেখা যায়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?	(৩০/৩৬০

বাৎসরিক মোট হিসাব

সর্বমোটঃ ১. সম্পাদকীয় ১১ টি, ২. দরসে কুরআন ১০টি, ৩. দরসে হাদীছ ৪টি, ৪. প্রবন্ধ ৪৭টি, ৫. ছাহাবা চরিত ৫টি, ৬. মনীষী চরিত ৪টি, ৭. সাক্ষাৎকার ৩টি, ৮. চিকিৎসা জগৎ ১০ সংখ্যা, ৯. হাদীছের গল্প ৪টি, ১০. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৬টি, ১১. খুৎবাতুল জুম'আ ৩ সংখ্যা, ১২. দো'আ ২৭টি, ১৩. প্রশ্নোত্তর ৩৬০টি। সোনামণি, কবিতা, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, মারকায সংবাদ ইত্যাদি কলাম গুলো উক্ত হিসাবের বাইরে।